চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১ । পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২ । জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩ । পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪ । কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫ । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬ । জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭ । কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

ছিন্নপত্র । শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী । ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে । নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী । শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

অষ্টম খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র ॥ অষ্টম খণ্ড

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭০

সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৩৯৯

পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ

বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীসৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত

সান্ লিথোগ্রাফিং কোম্পানি

১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড। কলিকাতা ১০

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি

পাণ্ডুলিপিচিত্র

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

সম্মুখে : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । প্রিয়নাথ সেন । বৈকুণ্ঠনাথ দাস

পশ্চাতে : রবীন্দ্রনাথ । প্রমথনাথ রায়চৌধুরী । [illegible]

১

[? ১৮৮১]

প্রিয় বাবু—

আগামী ভারতীতে আপনার "পাতার কুটীরে" পাঠাইলেই হইবে— অন্যটি আমার ভাল মনে পড়িতেছে না। এখন আমি আমাদের অপেরার রিহর্সলে নিতান্ত ব্যস্ত আছি। তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি লিখিতেছি। আপনি এখানে যেদিন ইচ্ছা একদিন দুপর বেলা আসিলেই হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৮২]

প্রিয় বাবু—

আমি কিছুদিন থেকে সারস্বত সমাজের হ্যাঙ্গামা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম— এখনো অল্প অল্প চল্‌চে— তাই আর আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রভৃতি হয়ে ওঠে নি। আপনার চিঠি যখন এখেনে এসেছিল, আমি তখন মেজদাদাদের ওখেনে ছিলুম। কাল সন্ধের সময় এসে পেলুম।

নগেন বাবুর কবিতা পেলুম, খুব ভাল হয়েছে, দেখা হলে এ বিষয়ে কথা কওয়া যাবে। ভারতী বেরিয়েছে। এবারকার কবিতাটি তেমন ভাল লাগ্‌বে না। একখানা ভারতী আপনাকে পাঠাই।

কালমৃগয়া এখনো ছাপা হয় নি। প্রেসে দেওয়া হয়েছে বটে।

একখানা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র আপনাকে পাঠাই।

শ্রীশ বাবুর স্ত্রীর Clairvoyance-ব্যাপারটা আমার দেখ্‌বার খুবই ইচ্ছে আছে— আপনাদের সুবিধে অনুসারে একদিন নিয়ে গেলে বড় ভাল হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[১৮৮০]

প্রিয় বাবু—

কাল আপনাদের ওখানে যাই-যাই করিয়া বিশেষ কারণে যাওয়া ঘটিল না। আপনি বোধ করি— বিহারীবাবুর কাছে, আমাদের সমালোচনী সভার বিশেষ বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন। আপনাকে সেই সভায় যোগ দিতেই হইবে। কি বলেন। আজ আমাদের প্রথম দিন। ২টার সময়ে আরম্ভ হইবে। আপনি যদি আহার করিয়াই আমাদের এখানে আসেন, তবে আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

কাল যখন মেজদাদাদের ['ওখানে'] তখন আপনার এক চিঠি পেলুম, লিখেচেন "কাল" আস্‌তে। আপনার চিঠি কবেকার লেখা ঠাহর করতে পারি নি— তাই জিজ্ঞাসা করচি— সে কাল কি আজ? যদি আজ হয় ত যাব— জবাবটা লিখে দিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

সোমবারের দিন আসিবেন, আমি বাড়ি থাকিব। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট পাঠাই। আমি এখন এগারই মাঘের গান লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত আছি। চিঠি সংক্ষিপ্ত হইল—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

আমাকে মাপ করিতে হইবে— আমি কখন সোমবারের দিনে বাড়িতে অনুপস্থিত থাকি না, তাই আপনাকে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিশেষ কারণবশতঃ সোমবারে কোনক্রমে বাড়িতে ফিরিতে পারি নাই। আজ আপনার বাড়িতে আসিয়া আপনার দেখা পাইলাম না, চিঠি লিখিয়া চলিলাম— কখন্ আপনার অবসর লিখিবেন, আমি দেখা করিতে পুনশ্চ আসিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

আমি এখন ১৪নং South Circular Road মেজদাদাদের বাড়িতে আছি— এ জায়গাটা যোড়াসাঁকোর দিক থেকে এত দূরে যে মনে হয় যেন নির্ব্বাসনে আছি— তাই জন্যে আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রভৃতি আর হয়ে ওঠে না। ভারতী এখান থেকে পাঠাচ্ছি। যদি কখনো কাছাকাছি কোথাও আসেন ত এদিকে একবার উঁকি মেরে যাবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

[১৮৮৩]

বৃহস্পতিবার

প্রিয় বাবু—

কাল আমাদের এখানে অর্থাৎ (১৪নং সর্কুলর রোডে) একটা ছোট পার্টি আছে, তাতে ঋষি ও হালদার আস্‌বেন, আপনি এলে বড়ই খুসি হই। মেজদাদার সেই অবসরে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। আস্‌বেন। কাল দিনের মধ্যে যখন খুসী আস্‌বেন— সন্ধ্যের সময় খেয়ে গান শুনে বাড়ি যাবেন। এবার ভারতীতে যে কবিতা যাবে সেইটে সঙ্গে আন্‌বেন। মেজদাদার Mademoiselle De Maupin খুবই ভাল লাগ্‌চে— কাল এসে সমস্ত শুন্‌বেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু

আজ ১৫ই— এই জন্য ভারতীর কাজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি— এই জন্য, যদিও আপনাদের ওখানে যাইবার কথা ছিল, পারিয়া উঠিলাম না — মাপ করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু—

আমি কিছুদিন বাড়িতে না থাকাতে আপনার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। আপনার বই দুখানি পেয়েছি।

Forman's Shelley আপনাকে পাঠাই। ভারতী বোধ করি পেয়েছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[১৮৮৩]

প্রিয় বাবু

জোড়াসাঁকোয় এসেছি। এবার বাইরে থেকে বিস্তর ভাল ভাল কবিতা পাওয়া গেছে। একে একে দেব। নগেন্দ্র গুপ্তের ঠিকানা আমি জানি না, তাঁর নামে একখানা চিঠি ও বই পাঠাচ্ছি —ঠিকানাটা লিখে দেবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[১৮৮৩, ডিসেম্বর ?]

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়

আমার motto নহে।

প্রিয় বাবু—

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

প্রিয় বাবু —

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবস ৬ নং যোড়াসাঁকো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

[১৮৮৩, ডিসেম্বর ?]

প্রিয়বাবু—

Honeymoon কি কোনোকালে একেবারে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে— তবে কি না moon-এর হ্রাস বৃদ্ধি পূর্ণিমা অমাবস্যা আছে বটে। অতএব আপনি Honeymoon-এর কোনো খাতির না রেখে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন। আমি তো বহুকাল বিহারীবাবুর ওখেনে যাইনি— মাঝে মাঝে যাব যাব মনে করি কিন্তু কিছুতেই জড়তা ত্যাগ করে যেতে পারিনে— নগেন্দ্রবাবু একদিন আহ্বান করেছিলেন, গিয়েছিলেম। তাঁকে আমার কাব্যখানাও শুনিয়েছিলেম। সেটা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এক ফর্মা ছাপাও হয়ে গেছে। সোম মঙ্গলবারে আমি বাড়িতে থাক্‌ব এবং প্রায় থাকি। আপনি যদি আসেন ত আরও থাক্‌ব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

[১৮৮৩ ?]

প্রিয় বাবু—

আমার নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, আজ নানা কারণে আপনার দর্শন প্রার্থনীয়— নিরাশ করিবেন না।

শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

১৫

[১৮৮৩ ?]

প্রিয় বাবু—

আমরা মাঝে যশোরে বেড়াতে গিয়েছিলেম। সম্প্রতি যশোর থেকে এসেছি— আপনি যে নগেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে করে একদিন এখানে আস্‌তে চেয়েছিলেন, তার কি হল? কবে আস্‌বেন? আপনার যে দিন সুবিধে হবে, আমাকে লিখে পাঠাবেন। এবারকার ভারতী বোধ হয় বেরোবামাত্র পেয়েছিলেন— আমি বলে গিয়েছিলুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আপনাকে দত্তরা, তাঁদের club-এর অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার জন্যে একটি নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন। আমি সেটি হারিয়ে ফেলেছি। আজ ৫টার সময় অধিবেশন। যদি যেতে ইচ্ছে করেন, ৪৷৷৹টার মধ্যে এখেনে উপস্থিত হলে একত্রে যাওয়া যেতে পারবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আজ বিকালে আপনি একবার এ দিকে আস্‌বেন ? নগেন্দ্র বাবু আজ এখানে আস্‌চেন। আজ আপনার যদি কোন বাধা না থাকে তবে আমাদের এখেনে সন্ধে বেলায় আহারের নিমন্ত্রণ রইল। শুভ উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আপনার বইগুলি পাইয়া বড় আপ্যায়িত হওয়া গেল। যা যা বলেচেন চেষ্টা করা যাবে। সময় সংক্ষেপ Au Revoir.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

কাল দুপর বেলায় যদি আপনি ও নগেন্দ্র বাবু আসেন ত বেশ হয়। কাল আমার ছুটি। দেখা হলে অন্যান্য কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আপনার সহৃদয় চিঠিখানি পাইলাম। আপনার যখন ইচ্ছে আস্‌বেন, আমার সঙ্গে দেখা হবে— আমি পারতপক্ষে এখন ঘর থেকে বেরই নে। নইলে আমিই আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতুম। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি দু তিন-বার উপ্‌রি-উপ্‌রি আপনাদের বাড়ি গিয়েছি, একবারো আপনার দেখা পাই নি। দেখা হলে অনেক কথা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

কাল সমস্ত দুপুর বেলা আমার সময় আছে— যখন ইচ্ছা হয় আসিবেন।

Italian বইগুলি ও Rossetti's Review of Swinburne's Poems and Ballads খুঁজে রেখে দেব। তা ছাড়া আপনাকে একটি কবিতা শুনাইবার আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২

[১৮৮৪ ?]

প্রিয় বাবু—

আমার কুষ্ঠিখানা এই লোকের হাতে একবার পাঠাতে পারেন ?

রবি

[১৮৮৪ ?]

ওঁ

প্রিয় বাবু—

Grierson-এর বিদ্যাপতি আপনার যদি পড়া হয়ে থাকে ত আমাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন ? আমার একটু বিশেষ দরকার পড়েছে। কতদিন আপনার ওখেনে যাই যাই করে, ব্যামোয় স্যামোয় এবং প্রবাসভ্রমণে এবং কাজ কর্ম্মের অসম্ভব ভিড়ে যেতে পারি নি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

[১৮৮৫ ?]

ওঁ

Au Revoir

ভাই প্রিয় বাবু—

আমি আজই মেলট্রেণে রওনা হচ্চি। আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ভয়ানক ঝঞ্ঝাটে কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। আপনি যখন আপনার কবিতার সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন তার বহুপূর্ব্বে সেটা ছাপা হয়ে গিয়েছিল।

আবার তিন মাস পরে দেখা হবে, unless কোন সুযোগে আজ দেখা হয়।

Scripta Urbana আজ পাঠাতে পারবেন? আপনার German Popular Stories আজ পাঠাচ্ছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৮৪]

ওঁ

ভাই—

তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত উৎপীড়িত হয়েই লিখেছিলুম— তাতে যতটা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলুম তার কতকটা আমার নিজের উপরে, এবং সংসারের উপরে— এবং সেই সঙ্গে তোমার উপরেও। আমি মধ্যে জমিদারীতে গিয়েছিলুম— তাই শীঘ্র তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নি। অর্থাভাবে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হচ্চে— সেই জন্যে চিঠির ভাবটা যদি কিছু রুক্ষ হয়ে থাকে ত আমাকে মাপ কোরো—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—

Mademoiselle de Maupin মেজদাদার পড়া হয়ে গেছে। তাঁর খুব ভাল লেগেছে। আমার ওপরে, তিনি আপনাকে সহস্র thanks দেবার বরাত চিঠি দিয়েছেন গ্রহণ করবেন। আর বলেচেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে ত কোন সুপাঠ্য ফরাসী গ্রন্থ তাঁকে পাঠিয়ে দিলে তিনি বাধিত হন

R. T.

[১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

এখেনে এসে অব্‌ধি রোজই তোমাকে মনে করি কিন্তু চিঠি লেখা হয় না— মনে মনে লিখি কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল নেই। এখানে এসে অব্‌ধি এম্‌নি ছুটির হাঙ্গামে পড়েছি যে ঠিক চিঠি লেখ্‌বার অবসরটুকু খুঁজে পাইনে। এখেনে চারিদিকে শরতের রৌদ্র, অশোকের গাছ, ছায়াময় পথ, তরঙ্গিত মাঠ, সুমধুর বাতাস— সমস্ত দিন এক্‌টা গড়িমসি ভাব— কখন লিখি বল? চিঠি এতদিন না লেখ্‌বার আরেক্‌টা কারণ আছে— তোমাকে চিঠি না লিখ্‌লে কোন রকম হিসেবের দায়ে পড়্‌তে হবে না এটা আমি নিশ্চয় জানি তুমি আমার অবস্থা ঠিক্‌ বুঝ্‌তে পারবে— আর তুমি যদি আমার এ চিঠির উত্তর দিতে দেরী কর কিম্বা না দাও— আমিও তোমার অবস্থা ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌ব। দরকার কি? আমাদের মধ্যে একটা মস্ত চিঠি লেখা আছে— তা'তে সমস্ত বোঝাপড়া হয়ে আছে — তোমার আমার উত্তর প্রত্যুত্তর তার মধ্যেই সমস্ত ধরাবাঁধা আছে। আমরা দুজনেই মুখচোরা সশঙ্কিত লোক— আঁচা-আঁচির চেয়ে বেশি দূরে যাই নে, কিন্তু মনে মনে কি এক্‌টা বোঝাপড়া হয় নি? আমার ত বোধ হয় আমাদের একরকম গভীর চেনাশুনো হয়ে গেছে তাই জন্যে আমাদের বেশি

কথাবার্ত্তার দরকার হয় না। আমরা বোধ হয় এখন দুজনে এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পারি। জানিনে আমাকে তুমি কিরকম মনে কর— কিন্তু আমি তোমার কথা বেশ বুঝ্‌তে পারি— তোমাকে অত্যন্ত প্রতিবেশী বলে বোধ হয়— দুজনের এক ভাষা। আমার মনে হয় আমি ছাড়া তোমার অনেক কথা আর কেউ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝ্‌তে পারে না। তর্ক সকলেরই সঙ্গে করা যায়— কিন্তু সকলের সঙ্গে কল্পনা করা যায় না। তাই সংসারের মধ্যে সকলে কল্পনার উপরে অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়— কল্পনাকে কেবল নিতান্ত আমারই খেয়াল বলে মনে হয় — তার পরে তোমার সঙ্গে যখন কল্পনার মিলন হয় তখন তাকে আবার সত্য বলে বিশ্বাস হয়— তার পক্ষে একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

তোমার সেই রাস্তার ধারের ঘরের positionটি কিছু নিতান্ত poetical নয় কিন্তু অনেক সময়ে সেই ঘরে গিয়ে আমার মনে হয়েচে আমি যেন বাগানে গিয়েচি। তোমার ওখেনে সমুদ্র-পারের মাঠ থেকে বনফুল-দোলান' বাতাস বয়। আমার মনে হয় যেন তোমার ও ঘরের সঙ্গে কলকাতার Municipalityর কোন সংশ্রব নেই। আমি যেন কল্‌কাতা থেকে তোমার ওখানে যাই, তোমার ওখেন থেকে কলকাতায় ফিরি। তোমার ওখেনে খানিকক্ষণ থাক্‌লে আমার একরকম বিষাদ জন্মায় আমার মনে হয় আমি যেন এক্‌টা-কিছু কর্‌তে পারি কিন্তু কর্‌তে পার্‌চিনে। আমি যা'-কিছু লিখেছি যা'-

কিছু গেয়েছি মনে হয় সেগুলো আগাগোড়া অসম্পূর্ণ। বসন্তের বাতাস লেগে আমার সহসা যেন চৈতন্য হয় যে, আমার গান বন্ধ হয়ে গেছে। সেই জন্যে আমার কলকাতা ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে।

এখেনে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে একরকম অস্থিরতা জন্মেছে। একটা কি আমার কাজ বাকী আছে মনে হচ্চে। একটা মহত্ত্বের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌চে। মনে হচ্চে আমি নিষ্ফল। কি কর্‌ব ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে এক্‌টা কিছু কর্‌বই এইটে আমার মনে হচ্চে। নিজের লেখা নিয়ে ভারি খুঁৎখুঁৎ করচি কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হচ্চেনা। তোমাকে খুলে বল্‌চি নিজের লেখার উপর আমার ভারি সন্দেহ জন্মায়— তাই যোগ্য ব্যক্তির কাছে আমার লেখার নিন্দে শুন্‌লে আমি ভারি দ'মে যাই— আমার মনে হয় আমি তবে সত্য সত্যই অকর্ম্মণ্য। তোমাদের যে আমার কোন কোন লেখা ভাল লাগে আমার মনে হয় আমি তোমাদের ফাঁকি দিচ্চি— দুই চার বার তোমাদের চখে পড়লেই সমস্ত ধরা পড়বে। এক এক সময়ে মনে হয় কিছু না লেখা ভাল। অপমানিত হয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিতে ভারি কষ্ট হয়। তাই জন্যে আমার মনে হয়, আমি যে ঠকাচ্ছি আমি তার মূল্য একদিন নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব। তাই জন্যে আমি যখন তোমার কাছে যাই বা কলকাতা ছেড়ে আসি তখন আমার এই ঋণদায়ের কথা মনে পড়ে। আমার রচনাই যা'দের কাছে

ঢের— তাদের মধ্যে আমি একরকম থাকি ভাল— একরকম ভুলে থাকি— কিন্তু তোমার কাছে গেলে আমার মনে হয় এখেনে জারিজুরি খাটবে না, তুমি জহর চেন— আমার নিজেকে নিজের অনুপযুক্ত বলে বোধ হয়।— এই চিঠিতে যা লিখ্‌লুম তা' তোমার একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে— কিন্তু তা' ঠিক নয়। তোমার কাছে আমি চুপ করে থাকি— চিঠিতে আমি খুলে লিখ্‌লুম— এ চিঠি লেখবার উদ্দেশ্যই তাই। কাল আমরা কল্‌কাতামুখে যাচ্চি সুতরাং বিদেশ থেকে এই শেষ চিঠি। বোধ করি আগামী শুক্রবারের ডাকে First deliveryতেই আমরা কলকাতায় গিয়ে পেঁ ছব— এই জন্যে দেখা হবার আগে আমি আমার এই বিদেশের Introduction letter তোমার কাছে পাঠালুম— এর থেকে আমার ঘরের সন্ধান কতক জান্‌তে পারবে।

রবি

পুঃ— দূর হোক্‌গে। তোমার ঠিকানা জানি নে। সুতরাং এ চিঠি আমি কলকাতায় গিয়ে তোমাকে পাঠাব।

[১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

আবার, তোমার ঠিকানা জানি নে বলে চিঠি লেখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু দায়ে পড়ে কোন উপায়ে চিঠি লিখ্‌তে হল। আমাকে এখেনে সেই পঞ্চাশ টাকাটা যদি কোনমতে পাঠিয়ে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। তোমাকে বার বার টাকার জন্যে বিরক্ত করচি কিছু মনে কোরো না— কিন্তু আমার টাকার নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলেই বই বেচ্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম। একটু শীঘ্র পাঠিয়ে দিতে পারবে? আমি এখন বান্দোরায় সমুদ্রতীরে বাবামশায়ের সঙ্গে আছি। নির্জ্জনে আমি ভাল আছি আপনার উন্নতির চেষ্টা করচি। একলা বসে আপনাকে সংযত করচি। কখন কখন দুয়েকটা কবিতা লিখ্‌চি — নিতান্ত চুপচাপ করে আছি। সংক্ষেপে এই আমার সমস্ত খবর। সংক্ষেপ কেন— এর চেয়ে বিস্তারিত আর কি করা যেতে পারে? বাবামশায় এখন অনেকটা ভাল আছেন— তাঁর শরীরের জন্য যেরকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল এখেনে এসে সে আশঙ্কা অনেক কমে গেছে। তোমার এবং তোমাদের ওদিককার খবর সমস্ত আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। ডাকের সময় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী। আজ আর বেশী কিছু লিখ্‌লেম না।

তোমার রবি

আমার ঠিকানা—

Rabindranath Tagore
C/o Babu Debendranath Tagore
Bandra
Bombay.

২৮

[১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

আমরা এখন দিনকতক জলের উপর আছি। আমাদের ষ্টীমারের নাম "রাজহংস।" হাওড়া তেলকল ঘাটের উপরেই নোঙর করা। কলকাতা কয়লাঘাটের ঠিক পরপারে। খুঁজে বের করতে কোন কষ্ট হবে না।

আমাদের ঠিকানা দিলুম— এখন একদিন অবসরমত এই-খেনে এসে উপস্থিত হলে ভাল হয়।

রবি

ওঁ

১
জোড়াসাঁকো।
পৌষ।
১৩৪৫

ভাই,

জলে বাসা বেঁধেছিলেম,
ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে
ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয় —
ভদ্র লোকের গায়ে পড়ে
কলম নিয়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে যে বাস করা দায়
ভনভনানির বাজারে
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই কোথায় পালাই
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।

[১৮৮৪]

ওঁ

যোড়াসাঁকো।

পৌষ।

১৮৮৫

ভাই,

জলে বাসা বেঁধেছিলেম,
ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে
ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়—
ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে
কলম নিয়ে কালি ছিটোয়।
এখেনে ত বাস করা দায়
ভন্‌ভনানির বাজারে
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে
হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে
উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই কোথায় পালাই
জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।

গঙ্গাপ্রাপ্তি আশা ক'রে
গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম—
তোমাদের না ব'লে ক'য়ে
আস্তে আস্তে সরেছিলেম

দুনিয়ার এ মজ্‌লিষেতে
এসেছিলেম গান শুন্‌তে—
আপনমনে গুন্‌গুনিয়ে
রাগ রাগিণীর জাল বুন্‌তে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি,
ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে
থাকে তারা তুলো ভুন্‌তে।
ডেকে বলে হেঁকে বলে
ভঙ্গী কোরে বেঁকে বলে
"আমার কথা শোন সবাই
গান শোন আর নাই শোন,
গান যে কাকে বলে সেইটে
বুঝিয়ে দেব— তাই শোন!"

টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন,
ঝেঁকে ওঠে বক্তিমে—
কে দেখে তাঁর হাত-পা নাড়া
চক্ষু দুটোর রক্তিমে !
চন্দ্র সূর্য্য জ্বল্‌চে মিছে
আকাশখানার চালাতে—
তিনি বলেন "আমিই আছি
জ্বলতে এবং জ্বালাতে !"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে
সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ
হয় নাক তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক্‌না বিশ্ব
টপ্পা খেয়াল ধুর্‌বোদ্‌,
গায় না যে কেউ, আসল কথা
নাইক কারো সুর বোধ !
কাগজওয়ালা সারি সারি
নাড়্‌চে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙ্গলা থেকে শান্তি বিদায়
তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে।
কাগজ দিয়ে নৌকো বানায়
বেকার যত ছেলেপিলে।

কর্ণ ধ'রে পার করবেন
এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে
যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দিকে
তাই উড়ছে এত ধুলো।
ক্ষুদে ক্ষুদে "আর্য্য" যত
ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা
কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন "আমিই কল্কি"
গাঁজার কল্কি হবে বুঝি—
অবতারে ভরে গেল
যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি!

পাড়ায় এমন কত আছে
কত কব তা'র!
বঙ্গদেশে মেলাই এল
বরা'-অবতার!
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র
তুল্‌বে তারা পাঁকের থেকে,

দাঁত-কপাটি লাগে তাদের
দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গী দেখে !
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা,
মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব্ নাচিয়ে বেড়ায় যত
জিহ্বা-ওয়ালা সঙের দল !
বাক্য-বন্যে ফেনিয়ে আসে
ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে—
কোনমতে রক্ষে পেলেম
মা গঙ্গার ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা
কুলুকুলু তান !
সাগরপানে ব'হে নে যায়
গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয়
জলের গায়ে কাঁটা—
আকাশেতে আলো আঁধার
খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে স্তরে স্তরে
পল্লবেরি ঢেউ,

সারাদিন হেলে দোলে
দেখে না ত কেউ।
পূর্ব তীরে তরুশিরে
অরুণ হেসে চায়
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে
সন্ধ্যা নেমে যায়।
দ্বাদশ মন্দিরে দূরে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে
আকাশের মাঝে।
ঝাউবনের আড়ালেতে
চাঁদ ওঠে ধীরে—
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি
অন্ধকার তীরে।
এই শান্তিসলিলেতে
দিয়েছিলেম ডুব।
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম
সুখে ছিলেম খুব।

জান ত ভাই আমি হচ্চি
জলচরের জাত-

আপন মনে সাঁৎরে বেড়াই
ভাসি দিনরাত।
রোদ্ পোহাতে ডাঙ্গায় উঠি
হাওয়াটি খাই চোখ্ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই
তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখ্‌লে, আবার
ডুবি অগাধ জলে—
এম্‌নি করে দিন্‌টা কাটাই
লুকোচুরির ছলে।

তুমি কেন ছিপ ফেলেছ
শুক্‌নো ডাঙ্গায় ব'সে!
বুকের কাছে বিদ্ধ করে
টান মেরেচ ক'সে।
আমি তোমায় জলে টানি
তুমি ডাঙ্গায় টান',
অটল হয়ে বসে আছ
হার ত নাহি মান!
মর্‌ব কত ধড়ফড়িয়ে
তোমারি শেষ জিৎ,

খাবি খাচ্চি ডাঙ্গায় প'ড়ে
হয়ে পড়েচি চিৎ।
আর কেন ভাই, ঘরে চল
ছিপ গুটিয়ে নাও,
রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছে
ঢাক পিটিয়ে দাও!

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন
স্থলচর মহাশয়
সমীপেষু

ওঁ

ভাই—

আজ ৩॥০ বেলায় রেমিনির বেহালা-বাদন হবে। যাঁরা রেমিনির বেহালা শুনেচেন তাঁরা বলেন একবার এই বেহালা শুন্‌লে চিরজীবন সার্থক হয়— এমন মধুর সঙ্গীত তাঁরা জন্মে কখনও শোনেন নি। আমি ছেলেদের নিয়ে আজ শুনতে যাব— তোমারও যাওয়া অত্যন্ত উচিত— এমন সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্যায়। আজ যদি ভাই ভাল ছেলের মত আপিস পালাও ও যথাসময়ে কোরিন্থিয়ন্ রঙ্গভূমিতে হাজির হও ত বড় ভাল হয়। আমরা চারটাকা দিয়ে এক-একটা seat engage করেচি— তোমার যেখানে খুসী যেয়ো— কিন্তু যাওয়াটা নিতান্তই চাই। আমার যদি নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ থাক্‌ত তা হোলে আমি সশরীরে উপস্থিত হয়ে জবরদস্তি করে তোমার সম্মতি নিয়ে আস্‌তুম্ সন্দেহমাত্র নেই— কিন্তু আমার এই অনবসরের সুবিধা পেয়ে ফাঁকি দিও না।

তার পরে ১১ই মাঘ— সেদিন দু বেলা নিমন্ত্রণ— সেদিন সকালে যদি ধরা দেও ত সমস্ত দিন ধরে রাখ্‌ব। ইতিমধ্যে আর-একটা কারখানা আছে— তিন সমাজের একত্র উপাসনা হবে— ৯ই মাঘ অর্থাৎ কাল প্রাতে অত্রভবনে তিন সমাজের

মহারথীরা একত্র হবেন। আপনি এলে— আবার আপনি বল্‌চি— তুমি এলে বড় আনন্দ হয়।

একটা সংবাদ আছে। মেজদাদা এসেছেন।

আমি ভারি ব্যস্ত —

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

[? ১৮৮৬ জানুয়ারি]

ওঁ

ভাই

১১ই মাঘের আবর্ত্তের মধ্যে অহোরাত্র ঘূর্ণিত। তুমি এসে দেখা না করলে আমার পক্ষে নড়া বড় কঠিন। কবে দেখা হবে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই—

অল্প টাকা হাতে পেয়েছিলুম কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ ধার শুধ্‌তে উড়ে গেছে। প্রতিদিনের খুচ্‌রা খরচ প্রায় ধার করে চালাতে হয়। জমিদারী থেকে এবারে অল্প টাকা এসেছে— আর দশ পনেরো দিনে বাকি টাকা আস্‌বার কথা আছে। যা হোক্‌ আমি দ্বিপুর কাছে ঐ তিনশ টাকা ধার করবার চেষ্টা দেখ্‌ব যদি পাওয়া যায়।

মাঝে কোমরে অত্যন্ত ব্যথা হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম একেবারে নড়বার শক্তি ছিল না। এখন সে অবস্থা গেছে। একটু-আধ্‌টি নড়চি। German চলচে Mademoiselle সম্বন্ধে দেখা হলে বলব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

ওঁ

ভাই

আজ রাত্রে আমার শিলাইদহে যাওয়ার কথা সমস্ত স্থির ছিল —আপনার কাছে খবর না পেয়ে ইতস্ততঃ করচি।— যদি কোন ব্যাঘাত ঘটে তা হলে এই বেলা সেখানে টেলিগ্রাফ করে দিন পিছিয়ে দিতে হয়। আজ সকালে কি তুমি এখানে আস্‌চ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

ওঁ

ভাই—

Stories Revised আমি কোনমতে খুঁজে পাই নি বলে তোমাকে দিতে পারি নি। হঠাৎ অক্ষয়বাবুর কাছে পেয়ে তোমাকে পাঠাচ্ছি।

অর্থাভাবে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই বইয়ের টাকা কি অল্প দিনের মধ্যে দিতে পারবে? তা হলে বেঁচে যাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

আমার সম্প্রতি টাকার নিতান্ত দরকার হয়েছে, যদি সুবিধে করে দিতে পার ত বেঁচে যাই। অনেকদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বাগানে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করচি কিন্তু একেবারে রিক্তহস্ত।

"ইচ্ছা সম্যক্‌ উপবনভ্রমণে কিন্তু পাথেয় নাস্তি!
পায়ে শিক্লী, মন উড়ু উড়ু, এ কি দৈবের শাস্তি!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বুধবার

ভাই

আজ আমি বাড়ি থাক্‌তে পারব না। কাল যদি টাকাটা নিয়ে আহারাদির পর আস্‌তে পার ত সুবিধে হয়। আমার উত্তমর্ণরা সব হাত পেতে বসে রয়েছে টাকাটা পেলেই যথামত বিলি করে দিয়ে বাঁচি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

ওঁ

ভাই

সেই "প্রয়াস" এবং "লালমোহন বিদ্যানিধি"টা জল্‌দি পাঠিয়ে দিতে পার ?

তোমার

৩৮

ওঁ

ভাই

আজ মধ্যাহ্নে কাজে বাহির হইব— অত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন মিতি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

ওঁ

ভাই

আজ বিকালে ৪টার সময় গেলে যদি দেখা পাই ত যাব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

ওঁ

ভাই

ঋষির টেলিগ্রাম পাইলাম তাহারা শনিবারে কলিকাতায় আসিবে। মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম।

তো ম া ...

৪১

ওঁ

ভাই

বুধবার প্রাতে আস্‌বে বলে গিয়েছিলে— তার পরে দর্শন নেই একটি ছত্র খবরও নেই— Show cause why.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২

ওঁ

ভাই—

তোমার যে ছুটি হয় না। সেদিন তুমি আস্‌বে মনে করে চিঠির জবাব দিই নি। এখন তোমার আগমনাশা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লুম।

আমার বইগুলো সব এয়েচে এই খবর হয়ত তোমাকে টেনে আন্‌বার একটা উপায় হতে পারে। তোমার ফরাসী বহি পাঠাই সঙ্গে২ ব্রাহ্মধর্ম্ম এক খণ্ড পাঠালুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

ওঁ

ভাই

Thackerএর ওখান থেকে যদি বই পেয়ে থাক ত এই লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি এখনি বেরচ্চি। বিকেলে যদি পার্কষ্ট্রীটে যাও আমাদের সঙ্গে দেখা হবে

রবি

৪৪

ওঁ

ভ্রাতঃ

দোকানে গময়িষ্যামি থ্যাকারস্য স্পিঙ্কস্য চ।
কখনং যাইতে হৈবে টাইমমবধারয় ॥

ইতি
শ্রীরবিঃ

৪৫

ওঁ

ভাই

ঘরে আছ? কখন্ কোথায় কি উপায়ে সাক্ষাৎ হবে।
মঙ্গলবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬

ওঁ

ভাই

জ্বরে পড়ে আছি। অবকাশ হলে এস।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭

ভাই

চিকিৎসা ব্যাপারে বাহির হইয়া ছিলাম— এইমাত্র আসিয়া পত্র পাইলাম। আজ মধ্যাহ্নে আসিলে বড় খুসী হইব।

রবি

৪৮

ওঁ

ভাই—

তোমার অবস্থা আমি সম্পূর্ণ অনুভব কর্ত্তে পারচি— কিন্তু কি করব বল? এতে যদি কেবল আমার হাত থাক্‌ত তা হলে তুমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতে। আমি এসে অবধি বিষয়কর্ম্মের ভার নিয়ে নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি তাই তোমার ওখেনে এ পর্য্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আজ বিকেলের দিকে এস। কিন্তু আমার লেখাটা এমন দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যে একদিনে শোনান হয়ে উঠ্‌বে কিনা সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

Dover's Lodge এবং Dover Hall কার হাতে আছে— তার কত দাম হতে পারে, তার কত জমি ইত্যাদি অনুসন্ধান করে যদি আমাকে খবর দিতে পার ত বড় উপকার হয়। যদি বেশ সুবিধামত terms হয় ত কেন্‌বার চেষ্টা করা যেতে পারে। একবার Dover সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে এইটে স্থির জেনে নিয়ো।

যাবার তেমন সুবিধে নেই বলে আজ আমি সশরীরে তোমার ওখেনে যেতে পারলেম না— যাব মনে করেছিলেম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০

ওঁ

ভাই— রবিবারে যাওয়া একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। অতএব টাকাটা আজই কিম্বা কাল বেলা দুটোর মধ্যে পেলে বড়ই সুবিধে হয়। কোনমতে জোগাড় করে দিতে পার না? কাপড় চোপড় কর্ত্তে অনেক ধার হয়ে গেছে এই সময়ে না পেলে বিদেশে বড় মুস্কিল হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৫১

ওঁ

ভাই

আজ হঠাৎ নদিদির নিকট হইতে সন্ধ্যার মধ্যে জরুরি তলব আসিয়াছে। কাল সকালে তোমার ওখানে যাইব। আজ বোধ হয় যোড়াসাঁকোয় আসিয়া তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে সেজন্য ক্ষমা করিবে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২

ওঁ

ভাই

তোমার অন্ন এখনো হজম হইল না।

তুলসীরামকে পাঠাই। টাকা এর হাতে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই। সোমবারে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি অতএব আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

আজ রাত্রে এখানে এসে খেয়ো তার পরে কাল রাত্রিকার শোধ দেব। কাল বেশ ভিজেছি। আজ তোমাকে আর্দ্র করে দিতে পারলে মনের খেদ মেটে।

তোমার রবি

৫৩

ওঁ

ভাই

কই, কাল ত কোনও খবর দিলে না। বোধ হয় বর্ষার উপদ্রবে বাধা ঘটিয়া থাকিবে। খবর থাকিলে এই লোকহস্তে এক লাইন লিখিয়া দিয়ো। ইতি শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪

ওঁ

ভাই

সেই খবরটার জন্য উৎকণ্ঠিত।

লোকেনের তাড়নায় বালিগঞ্জে গিয়াছিলাম ইতিমধ্যে তোমরা আসিয়া ফিরিয়া গেছ। আমার দুরদৃষ্ট।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

ওঁ

ভাই

খবর না পাইয়া উৎকণ্ঠিত আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

ওঁ

ভাই

সংবাদ কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭

ওঁ

ভাই

যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি ইত্যাদি। ঋণ ব্যাপারের আদ্যোপান্ত বিঘ্নে বিজড়িত— সে জন্যে ক্ষোভ করে কি হবে?

আমার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে আছে। তবু একরকম করে জীর্ণ শ্রান্ত শরীরে কাজ চালিয়ে যাচ্চি। ইচ্ছা করচে শুয়ে পড়ি কিন্তু শোবার সময় নেই। শোবার সময় না থাকাই ভাল।

তোমার রবি

৫৮

ওঁ

ভাই

একজন গণক এসেচেন তাই বাড়ির লোকেরা আমার কুষ্ঠি তাঁকে দেখাতে চান— কুষ্টিটা এই লোকের হাতে এখনি পাঠিয়ে দিও।

এই প্রুফটাও দেখে দিও।

রবি

৫৯

ওঁ

ভাই

তুমি ত আজ আসচ। অমনি এই লোকের হাতে আমার কুষ্টিটা পাঠিয়ে দিয়ো। আমার একজন বন্ধু এসেচেন— তিনি দেখতে চাচ্চেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬০

ওঁ

ভাই

সেই গণনার বইখানা পাঠিয়ে দিয়ো।—
কাল মধ্যাহ্নভোজনের কথাটা ভুলোনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

তোমার ছেলের কঠিন পীড়া শুনে চিন্তিত হলুম। অস্ত্রাঘাতের কথা শুন্‌লে ভয় হয়। তুমি তা হলে এখন অশান্তি ভোগ করচ। পুরোণো বই বিক্রি করা বিষম হাঙ্গাম আমি জানি। থাক্— ও বইগুলো আর বিক্রি করে কাজ নেই— আমি অন্য কোন উপায়ে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা দেখ্‌ব। ও বইগুলো তোমাকেই আমি উপহার দিলুম— ওর মধ্যে কেবল গোটাকতক বই আমি নেব (সেগুলো যদি বিক্রি না হয়ে থাকে)। বলা বাহুল্য, নাসিকে এই মাঠের মধ্যে আমি আছি ভাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে মাঝে মাঝে রৌদ্র হচ্চে— আমি আমাদের একটা দীর্ঘ ঢাকা বারান্দায় বাসা বেঁধেছি— সেখেন থেকে মাঠের পরপারবর্ত্তী দূরের নীল পাহাড়গুলো এবং তার উপরকার শাদা মেঘগুলো স্পষ্ট দেখা যায় — আমাদের এই বাড়ির পাশের ক্ষেত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ দুপুরবেলা চাষারা চাষ করতে কর্‌তে এ দেশের একপ্রকার অদ্ভুত মেঠো সুরে গান করচে। আমার পিতা এখন চুঁচ্‌ড়োয় ফিরে গিয়েচেন— আমি তাঁর কাছে দিনকতক থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের শান্তিলাভ করেছি— আমরা সমুদ্রতীরে থাক্‌তুম এবং তাঁকে সেই সমুদ্রতীরের অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মত বোধ হত। আমি কিছুদিন তাঁর বৃহৎ জীবনের তীরে থেকে কতকটা যেন মহত্ত্ব সঞ্চয় করতে পেরেছি। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে

বই লিখেচেন সেটা পড়ে আশ্চর্য্য হতে হয়। সে বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল। আজ আমি বিদায় হই বিকেল হয়ে এল। তোমার ছেলে কেমন থাকে আমাকে লিখো—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

ওঁ

ভাই

.. ..

ফোটোগ্রাফ পাঠাই। বেলার অন্নপ্রাশনের দিন সকালে এলে হানি কি ? সমস্ত দিনটাই গোলমাল করা যাবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

গাজিপুর
২ বৈশাখ [১২৯৫]

ভাই—

নববর্ষের কোলাকুলি গ্রহণ কর। বর্ষারম্ভে বিদেশের বন্ধুকে স্মরণ কোরো। যদি কোন সুযোগে একবার এদিকে আস্‌তে পার তা হলে দিনকতক সম্মিলনরস সম্ভোগ করা যায়। কিন্তু তোমাকে মথুর সেনের কুঞ্জপথ থেকে নড়ান কোন্ শক্তির দ্বারা সাধিত হতে পারে তা ত জানি নে। সুদূরস্থ সখ্যশক্তি দ্বারা ত নয়ই— নিতান্ত বাহুবলের দ্বারা হতে পারে। সংসারে বোধ করি যৌগিক অথবা চুম্বকাকর্ষণের অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণ বা কৈশিকাকর্ষণের বল বেশি। কিন্তু তুমি শেষোক্ত দুই আকর্ষণের বাহিরে চমৎকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। অতএব ডাক-যোগে কেবল ডাক দিয়ে অপেক্ষা করে রইলুম— দেখি কোন রকম ফল হয় কি না। এখানে বই, বিজনতা এবং বন্ধু আছে— এর মধ্যে কোনটা যদি লোভনীয় জ্ঞান কর ত বিলম্ব করবার আবশ্যক নেই। আমাদের বাসস্থানটি গঙ্গাতীর, বৃহৎ কানন এবং ক্ষুদ্র কুটীর। গাছে পাখী ডাক্‌ছে এবং পাশে Civil Surgeon-এর বাড়ি।

তোমার অবস্থা কি রকম আমাকে লিখো— হয়ত এমন অলস অবস্থায় আছো যে লেখবার সুবিধা হবে না। তোমার

চিঠিপত্র না পেলে আমি এই রকম একটা-কিছু কল্পনা করে নেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

ওঁ

ভাই,

এখন যদি টাকা দেবার সুবিধা না হয় ত থাক্। গাজিপুর থেকে আমার জিনিষ বিক্রির দরুণ কিছু টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে সেটা পেতে যদি বিলম্ব হয় তা হলে আর একবার তাগাদা করব। নইলে এ কটা দিনের তোমরা একরকম নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আহারাদির পর তাহলে আস্‌চ! সত্যকে তোমার প্রস্তাব জানালুম। সত্যর সমস্ত টাকা invested! নগদ হাতে কিছু নেই।

ওঁ

ভাই—

আগামী শুক্রবার রাত্রে George Yule ও Nortonএর honourএ আমাদের এখানে একটা Party হবে তারই বন্দোবস্ত কর্ত্তে এ কদিন ব্যস্ত ছিলুম এবং আছি। আস্চে-শনিবারে তুমি যদি আস্তে পার তা হলে সদালাপে দিনযাপন করা যাবে।

দেখা হলে অন্য কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[১৮৮৯]

ওঁ

সোলাপুর।

ভাই—

কাজের কথাটা পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে না বলে গোড়াতেই বলা ভাল, তার পরে অন্য কথা হবে। বাকি টাকাটার জন্যে সত্য আমাকে বারবার চিঠি লিখ্‌চে, অত্যন্ত আবশ্যক হয়েছে—আর বিলম্ব না করে সেটা দিয়ে ফেল। তুমি ত আমার বর্ত্তমান অবস্থা সমস্ত জান। খবর পেলুম আষাঢ় মাসের পূর্ব্বে আমাদের মাসহারার টাকা বেরোবে না। অতএব তোমার উপরে একান্ত নির্ভর করে রইলুম— সত্যকে শীঘ্র টাকাটা পাঠিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে আমার একখানা নাটক শেষ হয়ে গেছে। এখনো নামকরণ করে উঠ্‌তে পারি নি। আমার নিজের ভাল লাগ্‌চে—মনে হচ্চে একটা কাজ করেছি— কিন্তু জানই ত

আপরিতোষাদ্বিদূষাং ইত্যাদি—

তোমাদের কাছ থেকে বাহবা পেলে তবে বোঝা যাবে। এ নাটকের গল্পটা তোমাদের কাছে কখনো করেছি কি না মনে নেই— যা হোক্ গোপনে রাখ্‌লুম নইলে কৌতূহল অনেকটা চলে যাবার সম্ভাবনা। যদি ইতিমধ্যে কোন বিশেষ ব্যাঘাত না ঘটে তা হলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে এখেন থেকে ছাড়া হচ্চে না।

এ জায়গাটা যে খুব মনোরম তা নয়— জমিতে ঘাস নেই— গাছে পাতা নেই— জলাশয়ে জল নেই— লোকালয়েও অধিক লোক নেই— চারিদিক মরুভূমির মত ধূ ধূ করচে। আমার এই লেখবার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কেবল প্রখর রৌদ্র ও তপ্ত বাতাস আসে, কোন সুন্দর বা বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায় না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দোয়াতের কালী শুকিয়ে জমে আসে— শরীরের ঘর্ম্ম সজলাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই শুকিয়ে যায়— বোধ করি শোকের সময় অশ্রুজল একান্ত দুর্লভ হয়ে ওঠে। রচনা করবার সময় আমার কাব্যরস শুকিয়ে আসে কিনা জানিনে কিন্তু আমার কালী শুকিয়ে বাস্তবিক লেখবার বড়ই ব্যাঘাত করে। সম্প্রতি একদা সন্ধেবেলায় এখানকার ইংরেজমণ্ডলীর সঙ্গে খেলবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে বসে আছি। আজকালের মধ্যে শীঘ্রই পুনশ্চ উত্থান করবার সঙ্কল্প করচি।

রাজধানীর সংবাদ কি? দিনকতক কলকাতায় এক বেলুন-বাহনের পূজো চল্‌ছিল— এখন কি রকম অবস্থা? সাহিত্য-আকাশে কি কোন বায়ুবিহারী ওড়বার চেষ্টা করচে? তোমার পুঁথি-দুর্গের নতুন খবর কিছু আছে কি? এমন আরো সহস্র প্রশ্ন তোমাকে করা যায় কিন্তু জানি এর উত্তর পাবার সম্ভাবনা বিরল— অতএব ক্ষান্ত থাকা গেল। উত্তর দাও বা না দাও চিঠির প্রারম্ভে যে কাজের উল্লেখ করা গেছে সেটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ কোরো। নগেন্দ্র বোসের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় কি? আমি তাঁর দুখানা চিঠি পেয়েছি— এবং তার

উত্তরও দিয়েছি। বেশ বোঝা যাচ্চে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি একটা কোন কাজের চেষ্টায় আছেন— কিন্তু তাঁর মত লোকের কাজ পাওয়া দুর্লভ— এবং কাজ না পেলেও চরিত্রসংশোধন ও কলঙ্কক্ষালন হওয়া দুষ্কর। এ বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর। কি করলে তাঁর কোন সুবিধে হতে পারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৭

[১৮৯২]

ওঁ

ভাই,

কাল, অর্থাৎ শনিবার প্রাতঃকালে আমাদের এখানে এসে মধ্যাহ্নভোজন করবে কি? কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দেবার ইচ্ছা আছে।—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮

ওঁ

ভাই

তোমার ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমি মনে করচি সোম বারেই শিলাইদহে যাব— এখানে বিনা কারণে চুপচাপ পড়ে থাকতে ভাল লাগ্‌চে না— সেখান থেকে তাগিদও আসচে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৯

ওঁ

ভাই

শিলাইদহে আমার পরিবারের মধ্যে রোগ দেখা দিয়েছে —অতি সত্বর আমার যাওয়া দরকার— যা-হয় একটা নিশ্চিত খবর পেলে মন স্থির করতে পারি।

তোমার বই দুটি পাঠালুম। আজ কি এ দিকে আসচ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭০

ওঁ

ভাই

খবর কি ?

এখন থেকে আমার ঠিকানা :—

C/o The Postmaster

Pabna

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[জুন, ১৮৯৯ ?]

ওঁ

ভাই,

তোমার জন্য কুষ্টিয়ার বাজারের খবর লইতে বলিয়াছিলাম। যতটুকু পাওয়া গেছে এই সঙ্গে পাঠাই। যদি তোমার এমন লোক কেহ থাকেন যিনি এ কার্য্য বুঝেন তাঁহাকে এই ফর্দ্দ দেখাইবে এবং এ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রশ্ন জ্ঞাতব্য আছে লিখিয়া পাঠাইলে জবাব দিব। কুষ্টিয়ায় কাপড় এবং সুতার কাট্‌তিই বেশি।

তিনহাজার বাদে সেই বাকী টাকাটা কবে পাওয়া যাইবে বলিতে পার ? সেই টাকাটার অপেক্ষায় কোনপ্রকার সংশোধনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না।

এখানে ঘনবর্ষা নামিয়াছে— এরূপ বর্ষা কলিকাতায় বিরক্তি-জনক হইত কিন্তু এখানে ঠিক খাপ খাইয়া গেছে।

তোমাদের খবর যদি কিছু থাকে জানাইয়ো ইতি মঙ্গলবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ জুন [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

ভাই

কুষ্টিয়ায় প্রধানতঃ সুতা এবং কাপড়ের খুব কাট্‌তি। কিন্তু হাতে হাতে দাম পাওয়া এখানকার কোন কারবারের প্রথাই নহে। কতকটা পরিমাণ সর্ব্বদাই পড়িয়াই থাকে এবং প্রতারণার জন্য কিঞ্চিৎ মার্জ্জিন রাখিতেই হয়। পাইকড় সকলেই আমাদের প্রজা ও পরিচিত নহে— তবে কেহ কেহ প্রজা থাকাই সম্ভব— যাহারা আমাদের এলাকার মধ্যে বিক্রয় করে তাহাদের উপর আমাদের দৃষ্টি থাকিতে পারে— কিন্তু পাইকড় বহু দূর দূরান্তর হইতে আসে এবং নানা হাটে বাজারে বিক্রয় করে। এখানে দুর্গাচরণ সাহারা গ্র্যাহামের নিকট হইতে কেরোসিন্ লইয়া বিক্রয় করে— মাসে দুতিন গাড়ি কেরোসিন্ বিক্রয় হওয়া শক্ত নহে— কিন্তু নগদ মূল্য পায় না ও নগদ টাকা হাতে নাই বলিয়া তাহারা মাসে এক গাড়ির বেশি আনিতেই পারে না— এবং পাইকড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাবনা পর্য্যন্ত তাহাদের লোক গিয়া টাকা আদায় করিয়া তবে দ্বিতীয় গাড়ি আনাইতে পারে। কলিকাতাতেও এরূপ ভাবে কাজ হইয়া থাকে বোধ করি সন্ধান লইলে জানিতে পারিবে। এখানে একটি কাজ ভালরূপ হইতে

পারে। এখানকার জোলাদিগকে সুতা দাদন দিয়া তোয়ালে, ন্যাপকিন্, বিছানার চাদর, কোটের কাপড়, টেবিলক্লথ্ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করান যাইতে পারে। কুষ্টিয়ার এই সকল কাপড় ঢাকা গোয়ালন্দ প্রভৃতি নানা স্থানে প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয়। এখানে কি কি কাপড় কি মূল্যে বিক্রয় হয় এবং কলিকাতায় তাহার কিরূপ কাট্‌তি হইতে পারে তাহা এখানে আসিয়া যদি কোন অভিজ্ঞ লোক সন্ধান লইয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। তাঁতি ও জোলাদিগকে সূতা দাদন দিবার সুবিধা এই যে, প্রথমতঃ সূতার দরের উপরে যে লাভ তাহা পাওয়া যায় তাহার পরে কাপড়ের উপরকার লাভটাও পাওনা হয়— এবং দাদন পাইলে জোলারা সম্ভবতঃ কাপড়ের দরেও একটু বিশেষ লাভ দিয়া থাকে। এই কাজটা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বিস্তৃত করিলে লাভজনক হইতে পারে এইরূপ আমার বিশ্বাস। কুষ্টিয়ার সুতার ব্যাপার শীতের সময় অজস্র পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে— সেই মার্কেট্, দাদন প্রভৃতি দ্বারা নিজে হস্তগত করিলে মস্ত কারবার হইতে পারে।

আজ সুরেন লিখিয়াছেন— ঘোষকররা ২০০০০৲ টাকা সাত পার্সেন্ট্ সুদে আমার বাড়ি রাখিয়া ধার দিতে প্রস্তুত— ৬ মাসের করারে দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? ইতিমধ্যে এ টাকাটা লইয়া, পরে তোমার প্রস্তাবিত সেই টাকায় তাহা উদ্ধার করিয়া লওয়া কি শ্রেয় বিবেচনা কর? এ স্থলে

অন্য কোন বিবেচ্য বিষয় নাই— কেবল ধ্রুব versus অধ্রুব—নিকট versus দূর। আর কোন বিষয়ে তোমার সে প্রস্তাবের কাছে এ প্রস্তাব লাগে না— এবং আমারও মন ইহাতে প্রসন্ন নহে। চিঠিটা অত্যন্ত কাজের হইল— বাজে কথা একটিও নাই। ৪ঠা আষাঢ় [১৩০৬]

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৭৩

২১ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

E. B. S. Ry.

ভাই

সকল কাজেরই মুস্কিল এই যে কাজে হাত না দিয়া তাহার সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপ আদায় করা যায় না— যেমন আগে সাঁতার শিখিয়া জলে নামা অসাধ্য। আমাদের কাজ সম্বন্ধে প্রথমে যাহা সন্ধান লইয়াছিলাম এখন তাহার বিস্তর বিপরীত দেখা যায়। তোমাকেও এই পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে তাহা ছাড়া উপায় নাই। পাইকড়দের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, কাজের কিরূপ প্রণালী, আদায়ের কিরূপ সুবিধা, লাভের কিরূপ সম্ভাবনা সমস্তই কিছুদিন কাজ করা ব্যতীত সম্পূর্ণ ও সত্যরূপে জানা অসম্ভব। সেইজন্যে প্রথমটা সাবধানে ও অল্প পরিমাণে কাজ আরম্ভ করা উচিত তাহার পর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ফলাও করিলে পরিতাপের বিষয় কিছুই থাকে না। মফস্বলের যাহা কিছু অবশ্যব্যবহার্য্য সামগ্রী তাহার কারবার ধীরভাবে করিলে লোকসান হইবে না ইহা common senseএ বলে— কিন্তু সেই ধীরতা সেই বিবেচনা কর্ম্মচারীদের সেই সততা দুর্লভ বলিয়াই অনেক সময় ঠকিতে

হয়। আমি বারবার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি— লাভ লোকসান লোকের উপরেই নির্ভর করিবে— সৎ অথচ কর্ম্মকুশল লোক সংসারে বিরল— যদি জোটাইতে পার তাহা হইলে তোমার ভাবনার কারণ নাই— এবং আমাদের দ্বারা যে কিছু সাহায্য সম্ভব তাহা পাইবে। আমাদের সরকারে যে কিছু কাগজ পত্র কেরোসিন ইত্যাদি খরিদ হইয়া থাকে তাহার অর্ডার পাইতে পারিবে এবং আমাদের অধীনস্থ পাইকড়দের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে পারিব।

আমরা যে পক্ষ হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছি তাঁহাদের সেই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার আর বিলম্ব কত? সে সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট খবর পাওয়া গেছে কি? যেরূপ গোল-মালের মধ্যে আছি তাহাতে স্বাক্ষরের স্থলে তোমার নাম লিখিয়া ঠিকানায় যে আমার নাম লিখি নাই ইহাই আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করি।

ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৪

২৪ জুন ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry

ভাই

আমি সাহিত্য পড়ি নাই। কিন্তু তুমি যে, নিন্দুক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইলাম। তোমরা আমার হইয়া রাগ করিলে, মনে হয়, আমার আর রাগ করিবার বা দুঃখ পাইবার দরকার করে না— আমি শান্তিলাভ করি।— মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না— সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলপ্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি— কিন্তু সংসারে কাঁটার উপরে পা না ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে ফোটে ;— দুঃখবেদনার পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই— আছে নিজের মনে— তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহু দূরে। ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন— তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি ;— বন্ধুহৃদয়ের সম-

বেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিধারার মত— তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।

কাজের কথাটা এবারকার চিঠিতে লিখিয়ো। একবার তুমি এখানে আসিতে পারিলে সুবিধা হইত। ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ জুলাই [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry

ভাই

তুমি সাহিত্য সম্পাদকের উদ্দেশে যে পত্রখানি রচনা করিয়াছ— আমি তাহার সম্বন্ধে কি আর বলিব। তুমি তোমার অন্তরের আক্ষেপ যেরূপ আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছ তাহার মধ্যে বন্ধুবাৎসল্য ও কর্ত্তব্যবোধ দুইই ব্যথিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে— সেই উদার বন্ধুপ্রীতিটি আমি আমার অংশ বলিয়া প্রেমানন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম— বাকিটা সম্পাদকের হস্তে এবং সেই সূত্রে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা সঙ্গত হইতেছে কি না বিচার্য্য। অবশ্য প্রাইভেট ভাবে সম্পাদকের নিকট গেলে ক্ষতি দেখি না— কিন্তু ইহা লইয়া কাগজে পত্রে বিচার বিতর্ক উত্থাপিত করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল কথার প্রকাশ্য আলোচনায় যে একটি অসম্ভ্রম আছে তাহা সহ্য করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। ও দূর করিয়া ফেলিয়া দাও— যেমন করিয়া মাছি তাড়াইয়া দিতে হয় তেমনি করিয়া বাম হস্তের একটা আঘাতে মন থেকে ওটাকে অপসৃত করিয়া দিলেই ঠিক হয়— তবু যদিচ ক্ষুদ্র উৎপাত মাঝে মাঝে

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে— কিন্তু মাছির অপেক্ষা বৃহৎ আকারে এবং গুঞ্জনের অপেক্ষা প্রবলতর শব্দে না আসিলেই হইল। "সকলেরি আছে অবসান,—

শুকায় সমুদ্রজল, নিবে যায় দাবানল—"

আর নিন্দুকের মিথ্যাবাক্যের দাহই কি চিরকাল থাকিবে!

তোমার মনে আছে মানসীর এক সমালোচনা লিখিয়া তুমি আমার নিকট পাঠাইয়াছিলে। সেই লেখাটি সুরেনদের কাছে ছিল— কোন সম্পাদক সন্ধান পাইয়া ছাপাইবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপের উপক্রম করিয়াছেন। সুরেন তাই সে সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য আমাকে লিখিয়ো। সুরেন এখন আমাদের কার্য্যোপলক্ষ্যে এখানেই কিছুদিন আছে।

অনেক দিন অবিশ্রাম বৃষ্টিবাদলের পর আজ নির্ম্মল রৌদ্রে আমার চারিদিকের নবীন ধান্যক্ষেত্রগুলি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে — আ[জ ··· ···] হীনের হীনতা অযোগ্যের অব[মান]না সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে চেষ্টা করিব— নতুবা মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশ হইতে [এই] অজস্র অযাচিত দানের সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিব না— আজ আমি আমার মনের প্রান্তে কোন কাঁটা যদি রাখি তবে আজিকার এমন স্নাতশুভ্র অখণ্ড সুন্দর দিনকে ··· হৃদয়ের মধ্যে অসঙ্কোচে প্রশস্ত আসন পাতিয়া দিতে পারিব না। ইতি ১৮ই আষাঢ় [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ তুমি এখানে আসিলে তোমার এবং আমার যেটুকু অসুবিধা হইতে পারে সেটুকু অসহ্য হইবে না ইহা নিশ্চিত। অতএব দিনস্থির করিয়া পূর্ব্ব হইতে বলিয়া পাঠাইবে।

৭৬

ওঁ

ভাই

তোমার চঞ্চল ত কলিকাতায় অচঞ্চল হইয়া বসিয়াছেন আমি ত আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। একটু সত্বর এবং একটু নিশ্চিত একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া দাও। বর্ষাকালে দীর্ঘ বিরহ শাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে। ধনপতি বিমুখ হইয়া যক্ষের যে দশা করিয়াছিলেন একালের ধনপতি আমাকে তেমন করিয়া দগ্ধান্ কেন?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৭

[৫] জুলাই ১৮৯৯

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

E. B S. Ry

ভাই

আজ তোমার দুখানি চিঠি একসঙ্গে পেলুম। আমি পর্শু দিন আমাদের কালিগ্রাম পরগনার পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে এখান থেকে রওনা হয়ে সেই দেশে যাত্রা করব। তার পর ২৬।২৭শে নাগাদ কলকাতা অঞ্চলে দুই একদিনের জন্য পদার্পণ করবার সঙ্কল্প আছে তুমি সেই সময়ে সেজে গুজে প্রস্তুত হয়ে থেকো— আমি তোমাকে অকস্মাৎ অপহরণ করে রেলগাড়িতে চাপিয়ে এই পদ্মাতীরে এনে ফেল্‌ব, কোন প্রকার বিলাপ পরিতাপ ওজর আপত্তিতে কর্ণপাত করব না। তোমার সঙ্গে যদি আর কোন সহায় তুমি নিয়ে এস, সেই সান্ত্বনা এবং আশ্রয়টুকু থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত করতে চাই নে। যদি এই উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া মোকামে কাজকর্ম্মের কোন সূত্রপাত করে যেতে চাও তাহলে তোমার চেয়ে আর একটি বিচক্ষণ ব্যবসায়জ্ঞ লোক এলেই ভাল হয়। তাতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। যাই হোক্ এই ক'টা দিন মুলতবি হল বলে তোমার এখানে আসা যেন কেঁচে না যায়। সঙ্গসুখ সম্বন্ধে কোনপ্রকার

লোভনীয় কথা আমি বল্‌তে চাই নে— কিন্তু স্থানটি যে লোভনীয় ঠেক্‌বে সে সম্বন্ধে আমি আমার সমস্ত খাতাপত্র ও গ্রন্থাবলী-সুদ্ধ জামিন থাক্‌তে প্রস্তুত আছি।

চঞ্চলের রাজার অপেক্ষায় না থেকে আর এক পক্ষের নিকট হতে তুমি ৭॥০ পার্সেণ্টে টাকা তোলার যে প্রস্তাব করেছ সেটা আমার কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ঠেক্‌চে— কারণ, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শাস্ত্রে আছে এবং যবনেরাও বলে "দুটো পাখী ঝোপে থাকার চেয়ে একটা পাখী হাতে থাকা ভাল"— বিশেষতঃ আমরা আমাদের কুষ্টিয়ার সমস্ত জঞ্জাল যথাসম্ভব সত্বর চুকিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব হতে চাই। সুরেন কলকাতায় গেছে-- তাকে তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে এ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় করতে বল্‌ব।

মানসী সমালোচনার কথাটা মনে পড়ল। প্রদীপের কোন হিতৈষী সেটা প্রদীপের জন্য সংগ্রহ করবার উদ্যোগে ছিলেন। আমাকে যদি না জানিয়ে ওটা ছাপিয়ে ফেল্‌তেন তা হলে বিপদেই পড়তেন।

তুমি যখন আস্‌বে এখানকার নদীর কূলগ্রাসিনী চণ্ডীমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে। এবারে জল অত্যন্ত বেড়েছে— তীরের সঙ্গে এরই মধ্যে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। দুই দিকের উপকূল স্রোতের বেগ আর সাম্‌লাতে পারচে না— মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়চে। ইতি [২১] শে আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮

২৭ জুলাই [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

E. B S. Ry.

ভাই

আজ পর্য্যন্ত কোন খবরাদি না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। চঞ্চলের টাকাটা যদি পাওয়া যায় কোন্ সময়ের মধ্যে পাব তার কি একটা ঠিক খবর জানা যাবে? সুরেনও উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে।

এখানকার খবর ভাল। ভাগ্যক্রমে আমার ছোট ছেলেটি জ্বর থেকে উঠেছে। গ্রামে চতুর্দ্দিকেই খুব জ্বর চল্‌চে। বর্ষণের বিরাম নেই — মাঝে মাঝে রৌদ্র না দেখা দিলে মনে হয় যেন সংসারের সমস্ত কল বিগ্‌ড়ে গেছে— মনে হয় কোন কাজে কোন কালেই সফলতা নেই।

গোরাইয়ের জল কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নদীযাত্রীর পক্ষে একটা সুখবর এই যে কাল থেকে ষ্টীমার চলা আরম্ভ হয়েছে,— শিলাইদহ এখন থেকে সুগম হল— এখন আমার বন্ধুবর্গের প্রতি অনুরোধ এই যে ষ্টীমার কোম্পানির যত্ন ও উদ্যম তাঁরা সার্থক করুন। ইতি ১২ই শ্রাবণ [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১ জুলাই [১৮৯৯]

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry

ভাই

. . . .

কলকাতায় আমাদের একটা গুরুতর বৈষয়িক ব্যাপার চল্‌চে— সেজন্যে হঠাৎ কখন্ আমার কলকাতায় ডাক পড়ে তার ঠিকানা নেই— তাই এবারে তোমাকে এখানে টেনে আনবার চেষ্টাও করি নি— কলকাতার সেই কাজটি সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে নিয়ে আস্‌ব— এখন ষ্টীমার হয়ে যাতায়াতের খুব সুবিধা হয়েছে। তাতে এখান থেকে পাবনা পর্য্যন্ত বেড়াবারও সুবিধা হয়েছে।

বিনোদিনীর খবর ভাল। গোলেমালে দিনকতক তার কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছিল গত কল্য থেকে আবার নিয়মিত হাজ্‌রি দিচ্চি। পত্রের এই অংশটুকু যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ কর তাহলে আমার সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি উপন্যাসের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। ইতি ১৬ই শ্রাবণ [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮০

[অগস্ট, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

খবর কিছু আছে? বলুর অসুখ বলে নড়তে পারি নে— নইলে কাল তোমার ওখানে যেতুম—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮১

[অগস্ট, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

বলুর মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী শিলাইদহে অত্যন্ত শোক অনুভব করিতেছেন, বলুর প্রতি তাঁহার একান্ত স্নেহ ছিল। ওদিকে বেলার অসুখের খবর পাইয়াছি।

এখন বিষয়জালের কর্ম্মফাঁসটি আমার কণ্ঠ হইতে সত্বর নামিলে আমি একবার সহর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইতে চাই। এ সম্বন্ধে একবার দেখা করিবে? যদি না পার ত পত্রে ভাল মন্দ যাহা হয় লিখিয়া পাঠাইয়ো— সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮২

[অগস্ট, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তুমি যে রূপ সঙ্গত বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। যদি টাকাটা আরও কিছু বাড়াইয়া লইতে পার চেষ্টা করিয়ো। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে আমাকে এখনো আরও ৮।৯ দিন থাকিতেই হইবে। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৩

[অগস্ট ?, ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

ভারতী সম্পাদক তাগিদ করিতেছেন। দুই এক দিনের মধ্যেই চাই। তুমি কি সংক্ষেপে গুটিকতক ছত্রে বলুর সম্বন্ধে সাধারণভাবে ও বন্ধুভাবে শোক প্রকাশ করিয়া সত্বর লিখিয়া পাঠাইতে পার ? আজ বলেন্দ্রের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S Ry.

ভাই

সেই ৪০,০০০ টাকার ঋণপত্রের যে কাপি পাইয়াছি তাহার মধ্যে যে নিয়মে টাকাটা শোধ করিবার প্রস্তাব ছিল তাহার কোনও উল্লেখ না দেখিয়া কিছু ভীত হইয়াছি। মূল দলিলে কি এরূপ লেখা ছিল না ?

আমি যথাসময়ে যথাক্রমে কুষ্টিয়া ও শিলাইদহে আসিয়া দেখিলাম আপনার জন্য বিবিধ আহারাদি ও যানবাহনের আয়োজন রহিয়াছে।

আমার কপালক্রমে মিস্ ক্লারা সেদিন যথাসময়ে কুষ্টিয়া আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। বোধ করি বা তিনি তোমারই সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন। তুমি শুক্রবারে আসিবে কিনা বোধ হয় তাহা কাল বৃহস্পতিবারে ডাকের সময় নিশ্চয় জানা যাইবে। ইতি বুধবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তুমি বোধ হয় জান রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে—তিনি মহদাশয় ব্যক্তি এবং আমাদের পরম-সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন শিক্ষা ও স্বভাবে পিতার উপযুক্ত। তাঁহার পত্রখানি অত্রসহ পাঠাইলাম— ইহা হইতেই সমস্ত অবস্থা অবগত হইবে। আমার ক্ষমতা তোমার অগোচর নাই। তুমি যদি কোন কিনারা করিয়া দিতে পার ত বড় খুসি হই। দেওঘরের মত জায়গায় ভাল বাড়ির যথেষ্ট demand আছে সুতরাং যিনি টাকা invest করিতে চান তাঁহার টাকা জলে না পড়িবারই সম্ভাবনা। একটু চেষ্টা দেখিবে? আমি ছেলেদের সংস্কৃত পড়া লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া বিনোদিনীর প্রতি হস্তক্ষেপ মাত্র করিতে পারি নাই। তোমার আরব্ধ গল্পটি কতদূর অগ্রসর হইল? প্রদীপ ত এখনো হস্তগত হয় নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ সেপ্টেম্বর [১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

এতদিনে আমার পূর্ব্বপত্র নিশ্চয় পাইয়াছ। বিল এবং বই যাহার প্রাপ্য তাহারই নিকট পাঠাইয়া দিবে। তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। Thacker অথবা Newmanএর ওখানে যদি Mrs Meynellএর Colour of Life এবং Children নামক দুইখানা বই থাকে তবে আমাকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া দিবে ? যদি না থাকে ত order দিতে হইবে। প্রকাশক John Lane. The Bodley Head।

যোগীন্ সেই ঋণের প্রস্তাব সম্বন্ধে উন্মুখ হইয়া আছে। কত সুদে কি নিয়মে কিরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে যদি তাহাকে লিখিয়া পাঠাও ত বড় ভাল হয়। তাহার ঠিকানা

Babu Jogindranath Bose
Late Babu Rajnarain Boses House
Deoghar Baidyanath

খবরাদি পূর্ব্ববৎ— কেবল আকাশ পূর্ব্বের চেয়ে পরিষ্কার এবং রৌদ্রের বর্ণে সোনার আভা। আমন ধানের শীষ দেখা দিয়াছে এবং চাষারা শর্ষে বুনিবার উদ্যোগ করিতেছে। ইতি ৬ই আশ্বিন [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

যোগীন্‌কে তোমার পরামর্শমত প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলাম। ধরিয়া লইতে পার যে রাজনারায়ণ বাবুর নামেই বাঙ্গলাটা আছে ও ইঁহারা যথাবিধি তাহাতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার ব্যবসার কথা ভুলি নাই— তোমার আগমন প্রতীক্ষায় তাহা আছে— এদিকে আমাদের কুষ্টিয়ার কার্য্যকারক ছুটিতে বাড়ি গেছেন— কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে ফিরিবেন।

আমার স্কন্ধে কবিতার পুরাতন জ্বর হঠাৎ চাপিয়াছে তাই বিনোদিনী উপেক্ষিতা।

তোমার খবর কি? তোমার সংকল্প কি? ম্যাক্স্‌মুলারের সে বইখানা কবে পাওয়া যাইবে? ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬ সেপ্টেম্বর [১৮৯৯]

ওঁ

ভাই—

আপাততঃ পুলিপিনাং হইতে [? যদি] রক্ষা পাইয়া থাকো তবে [? কবে] এখানে আসিতে পারিবে একটা নিশ্চিত খবর দিয়ো। ইতিপূর্ব্বে তোমার প্রত্যাশায় তিনবার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে ; ইহার পরে কথামালার The Wolf গল্পের বিভ্রাট ঘটিলে নিজের কর্ম্মফল ছাড়া আর কাহাকেও দোষ দিতে পারিবে না। সুরেনকে বলিয়া দিয়াছি আমার কোষাধ্যক্ষ যদু চাটুয্যেকে দিয়া মহাজনটির নিকট সুদ পাঠাইয়া তাহার রসিদ লইয়া জমা করিবে। যদি এ বন্দোবস্তে কোন বিঘ্নের কারণ থাকে তবে সুরেনকে সত্বর একটা পত্র লিখিয়া দিয়ো। তাহার ঠিকানা

1 Rainey Park
62 Baligunj Circ. Rd.

আর আর খবর মোকাবিলায় আলোচ্য। ১০ই আশ্বিন [১৩০৬]—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

কাল ঢের হয়ে গেছে— আজ আর ঝগড়া করচি নে। তুমি নিশ্চয় এসো কিন্তু রবিবারে এসোনা ; কারণ ষ্টীমার নেই, মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদলাও হচ্চে এ সময়ে তোমাকে নৌকায় করে শিলাইদহে আনার প্রস্তাব করতে চাই নে। শনিবারে এলেই ভাল করতে কিন্তু এখন সে নিয়ে আক্ষেপ করা মিথ্যা। সোমবারে এসে মঙ্গলবারে যেতে পার। সব চেয়ে ভাল হয়, যদি রবিবার রাত্রের গাড়িতে গোয়ালন্দ মেলে আস্‌তে পার— তাহলে সোমবারে সকালে ছটার সময় এখানে পৌঁছবে— সমস্তদিন আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। নইলে সোমবারে ছাড়লে এখানে আস্‌তে সেই বেলা ৪টে পাঁচটা হয়ে যাবে। সোমবার ভোরে কুষ্টিয়া পৌঁছবে— তখন আমার শ্যালক দলবল-সহ তোমাকে অভ্যর্থনা করে ষ্টীমারে তুলে শিলাইদহে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যাবে— কোন চিন্তার কারণ থাক্‌বে না। তুমি যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রা কর রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হবেনা— তোমাকে ষ্টেশনে নগেন্দ্র জাগিয়ে টেনে বের করবে। আমার পত্র পেয়েই যদি উত্তর দাও রবিবারে পাব, সোমবারে তোমার জন্যে বন্দোবস্ত করা সহজ হবে। [ত্রিপুরা ?] সম্বন্ধে মোকাবিলায় সমস্ত পরামর্শ করব। শ্যাল [কের] সঙ্গে কারবার সম্বন্ধে পরামর্শও হতে পারবে। কি [বল ?] ইতি

তোমার রবি

ওঁ

ভাই

তুমি যে সময় এখানে এসে কিছু কাল নিশ্চিন্তমনে থাক্‌তে পার সেই সময়েই এসো। পূজার পরে এখানে সময়টাও বোধ হয় ভাল। তখন নদীচরে কাশস্তবক এবং ক্ষেতের মধ্যে শালীমঞ্জরী দেখা দেবে— আকাশ নির্ম্মল এবং বাতাস সুখসেব্য হয়ে উঠ্‌বে।

তোমার জন্য আমার যে ব্যয় ও আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে তা এত গুরুতর নয় যে সেটা বন্ধুর সঙ্গে বিবাদের উপলক্ষ্যস্বরূপে গণ্য হতে পারে।

বিনোদিনীর সঙ্গে আমার দীর্ঘবিচ্ছেদ চল্‌চে। ছোটখাট নানা ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। এখানকার খবর সমস্ত ভাল।

এখানে তুমি যখন আস্‌বে রাত্রের গোয়ালন্দ মেল যোগেই এসো— তাহলে ষ্টীমার পাবে— নইলে বড় অসুবিধা। নৌকায় এত দীর্ঘকাল লাগে, যে, তার চেয়ে ট্রেনে রাত্রি-জাগরণের দুঃখ অনেক সংক্ষিপ্ত।

"প্রদীপ" লিখেছে যে তুমি সমস্ত প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছ। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[* ২০ অক্টোবর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

ম্যাক্সমূলরের বই ও বিল তুই এখানে বুক পোষ্টে পাঠাতে বোলো।

প্রদীপ পেয়েছি। নীরা পড়িনি— ছবিগুলো দেখেই ভয় পেয়ে গেছি। অন্য লেখাগুলো কাজের নয়। ভারতী আশ্বিন কার্ত্তিক বেরিয়ে গেছে। পাও নি কেন ?

শরৎকাল নির্ম্মল রৌদ্রে নিজ মূর্ত্তি ধরে দেখা দিয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অক্টোবর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

বিজয়ার প্রেমাভিবাদন গ্রহণ কর।

ঝড় বৃষ্টি চল্‌চে। আমি চতুর্দ্দিকে সাসি বন্ধ করে গরম হয়ে বসে লেখবার চেষ্টায় আছি। এবারে যখন আস্‌বে তোমাকে শোনাবার মত কিছু সংগ্রহ থাক্‌বে। কিন্তু খুব বেশি আশা কোরো না— কারণ ব্লেসেড্ আর্ দোজ্ হ্যাট্ এক্স্‌পেক্ট্ নাথিং, ফর্— ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবী সরস্বতীর দ্বারে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুষ্টিভিক্ষা করচি মাত্র— এবং তিনি যখন অনুগ্রহ করে যা দেন আমি সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি মাত্র না করে ঝুলিটির মধ্যে পূরি। আর কিছু না হোক্ ঝুলিটি উত্তরোত্তর ভরে উঠ্‌চে। এত অধিক বোঝা নিয়ে অমরতার পথে অধিকদূর যাওয়া যায় কি না সে একটা বিবেচ্য বিষয়। এক এক সময় নৌকা বাঁচাবার জন্যে মালের বস্তা দুটো চারটে, জলের মধ্যে টেনে ফেলে দিতে হয়— আমারো অনেক বস্তা ফেলা দরকার। ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে— বৃষ্টিধারারও বিরাম নেই। আজ ভোগের জন্য খিচুড়ি প্রস্তুত— অদূরবর্ত্তী ভোজনশালা থেকে এই মাত্র তার উষ্ণগন্ধ এসে পৌঁচেছে— এখন তোমার অনুমতি নিয়ে গাত্রোত্থান করি— তোমাকেও আমন্ত্রণ করি। ইতি রবিবার [১৩০৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ নভেম্বর [১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

আজ হঠাৎ অ্যাটর্নি অমরনাথ ঘোষের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়ে অবাক্ হয়ে গেছি— নিম্নে কপি করে পাঠাই :—

The document in favour of my client Babu Moti Chand Nakhat requires registration : as three months have expired, the document must at once be registered or a fresh one executed so that you will have 4 months within which the 2nd document may be registered. An early reply will oblige.

এর অর্থ কি ? কি জবাব দেওয়া যাবে ? এরা যেরকম party দেখচি তাতে আমাকে হঠাৎ বিপদে ফেলবার চেষ্টা করা অসম্ভব নয়। এক বৎসরের কড়ার আছে। তার পরে বেঁকে দাঁড়ালে এক দম মুস্কিলে পড়ব। কি উপায়ে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার হওয়া যায় আমাকে শীঘ্র লিখে পাঠিয়ো। মনটা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[† ২০ নভেম্বর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তোমার চিঠিমত অমরনাথ ঘোষকে লিখে দিলুম। যদি রেজেষ্ট্রি করতেই হয় তা হলেও আর কারো কাছ থেকে টাকা এই লোকটাকে শোধ করে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এ রকম লোকের হাতে বদ্ধ হয়ে থাকা ভয়ঙ্কর।... ... কি আয়ত্তাতীত? যদি রেজেষ্ট্রি করাও যায়— এবং আমার সঙ্গে সুরেনেরও নাম জড়িয়ে কোন সুবিধে থাকে তাতেও প্রস্তুত আছি কিন্তু নিরাপদ হওয়া চাই— এবং যদি সুদ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমানো যায়। কিন্তু খরচাতেই বধ করে। আমি হিসাব করে দেখেছি যে টাকাটা এক বৎসরের কড়ারে আমরা নিয়েছি তার খরচা ধরতে গেলে ১৪ পার্সেন্ট্ পড়ে। যাই হোক্ তুমি যেটা সুপরামর্শ বোধ কর তাই কোরো। সুরেন তোমার সঙ্গে বোধ হয় দেখা করতে যাবে।

"কণিকা" প্রায় ছাপা হয়ে এল। এবার আর একটা কাব্যগ্রন্থ ছাপ্তে দেব। দুশ্চিন্তায় কোন লেখা এগতে পারচে না। আমাদের কুষ্টিয়া মোকামের সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারী পূজার সময় দেশে গিয়ে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তাই তোমাকে সুতোর নমুনা পাঠাতে পারিনি। আগামী সোমবারে একজন সেখানে হাজির হবে— তাকে বলে দেব।

বহুকাল তোমার কোন খবর পাইনি। বোধ হয় তোমার কলকাতা ছাড়বার অনেক বাধা আছে তাই তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে সঙ্কোচে ফেল্‌তে চাইনে। কিন্তু যদি কখনো সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন সুবিধা পাও তাহলে তুমি এখানে এলে খুব খুসি হই সে কথা বলা বাহুল্য। মেজদাদা অল্পদিনের মধ্যে এখানে আস্‌বেন। মাঝে লোকেন দিন দুই তিন এখানে থেকে রাত তিনটে পর্য্যন্ত সাহিত্যচর্চ্চা করে গেছে। সে কটা দিন বৈষয়িক বিভ্রাট সমস্ত ভুলে একরকম ছিলুম ভাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯৫

[+ ২৩ নভেম্বর ১৮৯৯]

ওঁ

ভাই

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। আমি ক' দিন চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। এবার তুমি যাহোক্ একটা সদ্গতি করে দিয়ো যাতে ভবিষ্যতে হঠাৎ অসময়ে নাড়া খেয়ে নাড়ী চম্‌কে না ওঠে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গেলে পাছে সেটা শুষ্ক লৌকিকতার শূন্যগর্ভ কথার মত শোনায় সেই জন্যে নীরব আছি— কিন্তু এটুকু বল্‌তে দোষ নেই যে তুমি আমার আয়ুবৃদ্ধি করে দিয়েছ— কিছু কাল থেকে অহরহ চিন্তার জ্বলুনিতে আমার তেল ফুরিয়ে আস্‌ছিল। জুরির আহ্বানে আমাকে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে কলকাতায় ছুট্‌তে হবে সেই সময়ে তোমাকে এখানকার আবশ্যক এবং অনাবশ্যক সমস্ত খবর দিতে পারব। শৈলেশ কয়েক দিন এখানে যাপন করচে-- কাল সে চলে যাবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ওঁ

ভাই

আবার কলকাতায় এসে পড়েছি— স্থিতি অধিকক্ষণ নয়। তোমার History of the Ottoman Poetry বইখানির প্রথম খণ্ড দরকার পড়েছে— একটা লেখার জন্যে। এই লোক মারফৎ পাঠাতে পারবে ?

রবি

১৭

ওঁ

ভাই

আমি জুরিতে আবদ্ধ হয়ে অস্থিরভাবে আছি। তোমার সঙ্গে সেইজন্যে দেখা হয় নি। আদালতে দেখা হবে ভেবেছিলুম কিন্তু কই ? কবে ছুটি পাব জানি নে। আজ সন্ধের সময় যদি পার ত এস— বইগুলো নিয়ে যেয়ো এবং Herbert Spencer ও নতুন গল্পের বইটা এনো।

রবি

১৮

ওঁ

ভাই

সকালে জনতার মধ্যে পড়িয়া যথাসময়ে লোক পাঠাইতে পারি নাই। তোমার বই ফেরৎ পাঠাইলাম। Herbert Spencer এবং Henry Harland নিশ্চয় পাঠাইয়ো।

শ্রীরবীন্দ্র

১৯

ওঁ

ভাই

শ্রীশ মজুমদার মশায় বিদেশ থেকে সম্প্রতি এখেনে এসেচেন। আজ দুপুর বেলা এই দিকে আস্‌বেন। তুমি যদি আপিষ পালাতে পার ত আজ আমার সেই ঘরের কোণে খুব মজলিষ্ জম্‌বে। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০

১১ মে [১৯০০]

শিলাইদহ

ভাই—

তাই ত ! অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কোন অভিমান কোন কালেই নেই— কিন্তু চোদ্দটা লাইনের মধ্যে যেটুকু গণিতশাস্ত্র আছে তাতেও যে আমার স্খলন হবে এ আমি কল্পনা করি নি। সনেট্‌টিতে অজ্ঞাতসারে একটি লাইন ফাঁকি দিয়েছিলেম। সেটুকু অদ্য এইমাত্র পরিশোধ করতে বসে আগাগোড়া কতক কতক বদ্‌লে গেল। আর কিছু না, একটা লাইন লিখে শেষকালে লেখবার নেশা জেগে উঠ্‌ল— খুন চড়ে যাওয়ার মত— একেবারে কলম হাতে ভীষণবেগে ran amuck। যদি ভাল লাগে ত এই পাঠান্তর রেখো নইলে নূতন লাইনটুকু যোগ করে পুরানো পাঠ চালিয়ে দিতে পার। যথাভিরুচি। ক্ষণিকার জন্য তাড়া লাগিয়ে হয়রান্ হলুম— নেপথ্যবিধানেই বসন্তের রাত্রি কেটে গেল— আমার নটী যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করবেন, তখন বাদলের দৌরাত্ম্যে তার বসন্তী রঙের অতি-ফুর্‌ফুরে উত্তরীটির বাহার থাকে কি না থাকে! দক্ষিণে বাতাসের মধ্যে এঁকে না বের করতে পারলে অন্যায় হবে। ইতি ২৯শে বৈশাখ [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরপৃষ্ঠায়

প্রত্যুপহার।

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে',
এবার কিছু কি কবি করিলে সঞ্চয় ?
পরালে কি কল্পনারে করুণ কৌশলে
বসন্তী সোনার বর্ণ নবীন বলয়,
রচিয়া নিপুণ ছন্দে চম্পকের দলে,
লুণ্ঠিয়া ফাল্গুনরাতে নিকুঞ্জ-নিলয় ?
আঁকিলে অলক্তরাগ পাদপদ্মতলে
তুলি লয়ে কিংশুকের রক্ত কিশলয় ?

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা-নিশীথে
নব-মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে ?
সে কি গেছে চ্যুতপুষ্প-সৌরভের দেশে ?

[শিলাইদহ * ১৪ জুন ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আমিই তোমার তূষ্ণীম্ভাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলুম— দুচার কথায় আমার বক্তব্য লিখ্‌তেও যাচ্ছিলুম এমন সময় তোমার পত্র পাওয়া গেল— কেবলমাত্র দীর্ঘসূত্রিতা করে হারা গেল— কারণ এ রকম বিবাদ যে সুরু করতে পারে তারই জিত।

কলকাতায় তোমরা গরমে হাঁসফাঁস করছিলে আমরা তখন নবধান্যাঙ্কুরশ্যামল উন্মুক্ত মাঠের উদার বাতাসে উত্তরীয় হিল্লোলিত করে পল্লিপথে সান্ধ্যমেঘের স্বর্ণচ্ছটায় অভিষিক্ত মস্তকে গৌরীনদীর সিকতাশুভ্র নির্জ্জন তটভূমিতে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিলুম। তোমারও সে সুখভোগে কোন বাধা ছিল না— আমন্ত্রণও ছিল— নিজদোষে কষ্ট পাচ্চ, অতএব এ সম্বন্ধে আমার সহানুভূতি প্রত্যাশা কোরো না।

ক্ষণিকার চতুর্থ ফর্ম্মার প্রথম প্রুফ আজ দেখে দিলুম— বোধ হয় পঞ্চম ফর্ম্মায় সমাপ্ত হবে— কবিতার সংখ্যা গোটা ৫৫।

তুমি মোটা জাতের গোটাকতক সুতার নমুনো সঙ্গে এনো — অর্থাৎ খবর নিয়ো মফস্বলে কি রকম সুতো সাধারণতঃ প্রচলিত। আখের কল সম্বন্ধে মোকাবিলায় তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে— যদি ভাল বোঝো যোগ দিয়ো। সুতা, পাথুরে কয়লা প্রভৃতির কারবার তার চেয়ে অনেক ভাল।

তোমাকে এখানে কারবারে বদ্ধ করতে [পারলে] আমিও সুখী হই। কিন্তু একবার আসা দরকার।

অলীকপ্রকাশের সমালোচনা বেশ লেগেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ জুন [১৯০০]

ওঁ

ভাই

এ কয় দিন পর্য্যায়ক্রমে কাজ এবং আলস্যে বিজড়িত হয়ে ছিলুম— এদিকে আকাশে এক বার মেঘ একবার রৌদ্রের আবির্ভাব তিরোভাব চলছিল।

প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষ্যে কাব্য এবং নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং আচরণের সৌন্দর্য্য সবই ললিতকলাবিধির অধিকারভুক্ত কিন্তু সৌন্দর্য্যের হিসাবে না গিয়ে কোন প্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মনীতির সৌন্দর্য্য যে সৌন্দর্য্য নয় এ কথা যে বলে সে অন্ধ। গোলাপের সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর, সুন্দর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তেমনি সুন্দর— কেবল তা অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর এই যা তফাৎ। গান কর্ণ-গোচর সুন্দর, রূপ চক্ষুগোচর সুন্দর, সাধুহৃদয় মনোগোচর সুন্দর। তোমার প্রবন্ধের অপরাংশের জন্যে উৎসুক আছি।

"সাহিত্যে" কবিতায় এবং আলেখ্যে আমি চিত্র-বিচিত্রিত হয়ে উঠেছি— তাতে তোমারি প্রণয়চেষ্টা প্রস্ফুটিত হয়েছে— আমি সে সম্বন্ধে নীরব।

আগামী ১৬ই আষাঢ়ে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বাড়িতে ১৭ই বড়দাদার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ।

ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পড়চি। ৪ ফর্ম্মা গেলি প্রুফ হয়েছে— অদ্য কেবল দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডর প্রুফ পাওয়া গেল।

আষাঢ়ের ভারতী আজ পেয়েছি। তুমিও বোধ হয় পেয়ে থাক্‌বে।

বম্বে থেকে আম আনাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। ইতি ৬ই আষাঢ় [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[† ২২ জুন ১৯০০]

ওঁ

ভাই

প্রভাতটা ঠিকমত চল্‌চে না। ওর মধ্যে না আছে ঝাঁজ, না আছে রস, না আছে উজ্জ্বলতা না আছে নূতনত্ব। আমি ত প্রায়ই একটা করে লিখ্‌চি। কেবল গেলবারে লিখিনি। কিন্তু আমার কাছ থেকে কত আদায় করতে চাও? আমি প্রদীপ ওষ্কাব, প্রভাতকে উজ্জ্বল করব, ভারতীকে অর্ঘ্য জোগাব, নিজের কাব্যলক্ষ্মীকে মাল্যচন্দন পরাব— এদিকে গৃহস্থাশ্রমও রক্ষা করতে হবে, জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করব, এবং বাণিজ্যে যে অলক্ষ্মী বাস করেন তাঁকে নানা কৌশলে শান্ত করে রাখব। তা ছাড়া মাঝে মাঝে মনোযন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। এক এক সময়ে বুদ্ধি ও ভাব কচ্ছপের মুণ্ডের মত মস্তিষ্কের মধ্যে একেবারে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে— যতই তাড়না করা যায় ততই সে আরো সঙ্কুচিত হয়। এসবগুলো কি একবারো হিসাবের মধ্যে আন্‌বে না?

নগেন্দ্রবাবু গল্প চান কিন্তু আমি প্রভাতের নানাজাতীয় পাঠকের কাছে শুন্‌লুম যে খবরের কাগজের স্তম্ভে যে গল্প বেরয় গল্পানুরাগ সত্ত্বেও তা তাঁরা পড়েন না ;— খবরের সঙ্গে Politicsএর সঙ্গে গল্প অস[ঙ্গত] লাগে। এ অবস্থায় লেখককে খবরসাগরে তাঁর সাধে[র] রচনাগুলিকে বিসর্জ্জন দিতে বলা,

গঙ্গাসাগরে ছেলে দিতে মা'কে অনুরোধ করার মত। গল্পগুলো ভারতী সম্পাদক সম্পূর্ণ আদায় করে নিয়ে বসে আছেন।

আজ ৮ই, আমি ১৫ই কলকাতায় যাচ্চি— সেখানে দু চার দিন থেকে পুণ্যাহ করতে কালিগ্রামে যাব— সেখান থেকে ফিরব ২৬।২৭শে নাগাদ। এখানে এসে পৌঁছতে প্রায় আষাঢ় শেষ।

আজ ক্ষণিকার ৩য় ফর্ম্মার প্রুফ দেখে দিলুম।

ধানভাঙা কল ইত্যাদি নিয়ে তুমি কবে আস্‌চ? সুরেন এখন এখানে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪

[৫ জুলাই ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আজ প্রাতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম। এলে না। ক্ষণিকার প্রুফ আসবার কথা ছিল বলে তোমার ওখানে যেতে পারি নি— প্রুফও আসেনি।

পর্শু অর্থাৎ শনিবারে কালিগ্রাম যাচ্চি। কাল প্রাতে কিম্বা সায়াহ্নে আস্‌তে পার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৫

[১৪ জুলাই ১৯০০]

ওঁ

ভাই

তোমার স্বপ্নলোক এবং কর্ম্মচক্র থেকে শীঘ্র নেমে এস। কাল ত রবিবার আছে কাল কখন্ আস্‌বে লিখে পাঠিয়ো। তুমি যদি না নড়তে পার মহম্মদকে নড়তে হবে— কিন্তু মহম্মদও নড়েচেন ওদিকে পর্ব্বতও সরেচেন এমন ঘটনা ইচ্ছা করি নে। তুমি আস্‌বে, কি আমি যাব ঠিক করে বল। এবং কখন? কাল সকালে নিশ্চয়ই একখণ্ড ক্ষণিকা পাবে। আষাঢ়স্য শেষদিবসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৬

[১৯০০]

[ওঁ]

ভাই,

চিঠি লেখা হয়েছে? কোন খবর আছে? আজ কি আস্‌চ? আমার কাল সকালে যাওয়াই স্থির। ক্ষণিকা শেষ করলে? সুরেশবাবুকে ও নগেন্দ্রবাবুকে দিয়েছ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭

ওঁ

ভাই

সেই শাণ্ডিল্য গোত্রটিকে ছাড়লে চল্‌চে না। কারণ সত্যর মেয়ে শান্তার জন্যে একটি পাত্রের দরকার। শান্তা দেখতে শুনতে ও পড়াশুনায় দিব্যি। এ সম্বন্ধে তুমি যদি সত্যর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাও ত ভাল হয়। সত্য বোধ হয় কাল সকালে তোমার ওখানে যাবে। আমি ত অদ্যই চল্‌চি। নগেন্দ্র তোমার কাজটার জন্যে আলোচনা করতে গিয়েছিল কিন্তু সুরেশবাবু থাকাতে সকল কথা বল্‌তে পারি নি— তাকে বলে দিয়েছি তোমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা করে যা যা বলবার আছে বলে আসে। সুতা পাট এবং আখের কল যেটা তোমার পছন্দ হয় ঠিক কোরো। Molie re?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮

ওঁ

ভাই

কাল তুমি যার কথা বলেছিলে তার গোত্র জানা আবশ্যক কারণ বারেন্দ্র শ্রেণী হলেও স্থল বিশেষে গোত্রে বাধে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাল আছি

১০৯

[কলিকাতা * ২২ জুলাই ১৯০০]

ওঁ

কুষ্টিয়া

স্বস্থানে আসিয়াছি

শ্রীর

১১০

[জুলাই ১৯০০]

ওঁ

ভাই

সাধু! সাধু! তুমি যে আমার বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে নিজের বুদ্ধি চালনা করেছ সে জন্য তোমাকে ধন্য!

এখন, তার পর?

এমন সুন্দর দিন হয়েছে যে সে আর বর্ণনা করবার যো নেই। আশঙ্কা হচ্চে পুনর্ব্বার বর্ষণ আরম্ভ না হলে তুমি এখানে পদকর্দ্দম দেবে না।

কবি দেবেন্দ্র সেন আমার আতিথ্য নিতে আস্‌চেন— আশা করি শিলাইদহ তাঁকে পর মনে করে মেঘের ঘোমটা টেনে বস্‌বেনা।

কিন্তু দিন যতই সুন্দর হোক্ আজ আর অন্য কথা কিছু লিখ্‌ব না।

এইবার কথাটাকে তার শুভ পরিণামের দিকে সত্বর অগ্রসর করিয়ে দাও। এজন্য আমার কি কলকাতায় যাওয়া আবশ্যক হবে?

শরৎ কবে কলকাতায় আস্‌বেন জান কি?

কিন্তু কি সুন্দর আলো, কি সুন্দর সবুজ, কি সুন্দর হাওয়া, কি অপর্য্যাপ্ত নির্ম্মলতা এবং উজ্জ্বলতা, জলস্থল আকাশের কি শুচিস্নাত পরিপূর্ণ শ্রী! সমস্তই উদার অজস্র অপরিমেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

অচলাটলনির্ব্বাণ্বরেষু

কোন্ সময় চুপ করিয়া থাকিতে হয় সে বিদ্যাটা তুমি বেশ জান।

আমি এখানে একাগ্রমনে ছিপ্ ফেলিয়া বসিয়া আছি— তোমার মস্ত খবরটা একবার কেবল ঠোকর মারিয়া গেল— হে অতলস্পর্শ সংবাদ-অম্বুনিধি, এই তীরবাসীকে আর বিড়ম্বিত করিয়ো না।

কবি দেবেন্দ্র সেন শিলাইদহে আসিবেন আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিলেন তার পরে আজ তিন দিন তাঁর আর কোন সংবাদ নাই।

বায়ু গর্জ্জন করিতেছে, আকাশে ক্রমাগত মেঘ ও রৌদ্রের গতায়াত চলিতেছে— এবং I am aweary aweary— he cometh not.

লোকেন বহুকাল পরে দেশে ফিরিল— এক লাইন খবর নাই। শ্রাবণ মাসে কি মীনরাশির সংবাদভাগ্যে কোন গোল আছে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ অগস্ট [১৯০০]

ওঁ

ভাই

যেমন ওষ্ঠ এবং পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঘাত থাকে তেমনি পাত্র এবং পাত্রীর মধ্যেও। সেই জন্য খুব বেশি আশা করিয়া থাকা ভাল নয়। প্রজাপতির পথও never runs smooth।

মার কাছ হইতে তাঁহার ছেলেটিকে দরবার করিয়া লইবার উপযুক্ত উকীল কে? সে কাজ ছেলে নিজে করিতে পারিতেন— তদভাবে অবিনাশ ছাড়া ত লোক দেখি না।

কিন্তু বুদ্ধিসম্বন্ধে আমার কাছে বেশি সাহায্য পাইবেনা। অতএব তোমাকে একক লড়িতে হইবে।

কিন্তু তুমি দমিয়া আছ কেন? যদি ঘট্‌কালি সম্বন্ধে আশু কোন উপায় না দেখিতে পাও বা কর্ত্তব্য কিছু না থাকে তবে চট্‌ করিয়া এখানে চলিয়া আইস— আমি তোমার ভূত ঝাড়াইয়া দিব। কলিকাতার হাওয়ায় প্রফুল্লতা রক্ষা করা শক্ত।

কবি দেবেন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ আসন্ন— সেই জন্য তিনি ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহের পূর্ব্বে এখানে আসিতে পারিবেন না। বিবাহের পণ লইয়া বেচারা সঙ্কটে পড়িয়াছে— কিছুমাত্র যদি সঙ্গতি থাকিত ত উদ্ধারের চেষ্টা করিতাম— কিন্তু আমার অবস্থা তোমার অগোচর নাই। ইতি ১৮ই শ্রাবণ [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অগস্ট ১৯০০]

ওঁ

ভাই

চলে এস— আর নয়। বৃথা চেষ্টা নিয়ে বৃথা কষ্ট ভোগ করবার দরকার কি? এক কাজ কর— এক দম সোজা অবিনাশের কাছে গিয়ে পরিষ্কার প্রস্তাবটা করে ফেল— যদি হয় ত হবে না হয় ত চুকে যাক্। না হবার দিকেই যখন সাড়ে পনেরো আনা সম্ভাবনা তখন ভয় কিসের— দু পয়সা সম্ভাবনার জন্যে অত কসাকসি করতে পারা যায় না।

তোমার নম্বর দুই পাত্রটির কথা শোনাচ্চে মন্দ নয়— বয়স ঠিক উপযুক্ত, শিক্ষারও অভাব নেই, সম্পত্তিও যথেষ্ট কিন্তু ভাবে বোধ হচ্চে তুমি গোত্র সম্বন্ধে কোনও সংবাদ নেও নি। যদি শাণ্ডিল্য হয় তাহলে সত্যকে স্মরণ কোরো— শাণ্ডিল্য নম্বর ১ বোধ হয় সত্যর তেমন মনঃপূত হয় নি। যদি শাণ্ডিল্য না হয় তা হলে তার মার মতটা সম্বন্ধে কি রকম বিবেচনা কর। একটা কথা বোধ হয় জান না, পাত্রটিকে বিবাহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়— তাতে প্রতিজ্ঞা করতে হয় পরব্রহ্মজ্ঞানে কোনও সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করব না।

তোমার ছেলেটির ভাল খবর শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

কিন্তু মনটা কিছুতেই বিগ্‌ড়োতে দিয়ো না— ওটা একটা দামী জিনিষ। যদি শীঘ্র আরোগ্যের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সকল কাজ ছেড়ে এখানে এসে পড়।

একটা কাজের ভার দেব? আমার বাড়ি তৈরি বাবদ্ লোকেনের কাছে আমি ৫০০০৲ টাকা ঋণী ঐ সম্বন্ধে খুচ্‌রো ঋণ আরো কিছু আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যের Copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০৲ টাকায় কেনাতে পার? শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে সে আমি শিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব— গ্রন্থাবলী যা আছে সে এক তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব (কারণ এটাতে সত্যর অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই) আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে লোক কিন্‌বে সে ঠকবে না। লোকেন ঋণশোধের জন্যে আমাকে কখনো তাড়া দেবে না আমি সেই জন্যেই নিজের তাড়ায় তার ঋণশোধের জন্যে মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। সে অত্যন্ত অসময়ে আমাকে এই টাকাটা দিয়ে নানা বিপত্তি হতে রক্ষা করেচে— তার পর থেকে এই টাকাটা সম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্যই করে না। আমার প্রস্তাবটা কি তোমার কাছে দুঃসাধ্য বলে ঠেক্‌চে? যদি মনে কর ছোটগল্প এবং বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি কাব্য গ্রন্থাবলীর চেয়ে খরিদ্দারের কাছে বেশি সুবিধা-জনক বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাব্যগ্রন্থগুলোই লাভজনক।

এখানে ভাল ভাল দিন বয়ে যাচ্চে— সোনালিমণ্ডিত, সমীরকম্পিত, শ্রাবণসিঞ্চিত, তপনচুম্বিত সুদীর্ঘ স্বপ্নাবিষ্ট দিন। ঐসা দিন নেহি রহেগা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অগস্ট ১৯০০]

ওঁ

ভাই

শাণ্ডিল্য গোত্রের আনুপূর্ব্বিক খবর পেয়ে খুসি হলুম। প্রজাপতি খুব ব্যস্ত আছেন— আমিও ততোধিক।

আজ দিন দুই বাদ্‌লা কেটে গিয়ে বড় সুন্দর দিন হয়েছে। কোন কাজ করবার যো নেই। কাল আগামী কিস্তি চিরকুমার-সভা শেষ করে আমার সমস্ত মনখানা নির্ম্মল রৌদ্রে মেলে দিয়ে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ শয্যার উপর অলসভাবে মানসিক রোদ পোহানর কাজে নিযুক্ত আছি। সকাল থেকে একটা কেদারায় পড়ে ছিলুম—১০॥-টার সময় ডাকের চিঠিগুলো পেয়ে ওরি মধ্যে একটুখানি চঞ্চল হয়ে ওঠা গেল। এই জবাবখানা সেরে স্নানাহারের পরে আবার সেই চৌকিটা আশ্রয় করে উন্মুক্ত দক্ষিণ দ্বারের কাছে নীরবে দিনযাপন করব— অতএব আজকের দিবসের কর্ম্মতালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

প্রভাতের জন্যে গতকল্য "তৈলাক্ত শীর্ষে তৈলসেক" নামক একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি।

তোমার লেখনীর সংবাদ কি? ক্ষণিকা বেচারা জন্মাবামাত্র শত্রুপক্ষের লক্ষ্যস্থল হল? ভগবান বাসুদেবেরও এই দশা হয়েছিল— আশা করি আমার সন্তানটিও সমালোচক কংসের হাত এড়িয়ে তাঁর ব্রজলীলায় প্রবৃত্ত হবেন। এই শেষজাতটির

প্রতি আমার কিছু অধিক মমতা জন্মেছে। এখানে আস্‌বার জন্যে ত্বরয়। এমন দিন আর পাবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—

গল্পের বইয়ের প্রুফ আমি কালই পাঠিয়ে বসে আছি। যদি সুরেশ বাবু নিতান্ত নিতে ইচ্ছা করেন তবে একটু শীঘ্র তাঁর মতটা জান্‌তে পারলে ভাল হয়—বিস্তারিত বিবরণ এই :—

বইটা আন্দাজ ৭৫ ফর্ম্মা হবে— দুই খণ্ড করব— প্রত্যেক খণ্ডের দাম ১৸৹।

কাগজ বিলাতী ২২ পাউণ্ড্। অর্থাৎ প্রায় চার টাকা দাম। ছাপার খরচ তিন টাকা ফর্ম্মা। তাহলে সবসুদ্ধ খরচ ৫০০৲। হাজার বইয়ের মূল্য ৩৫০০।

গুরুদাসকে বিক্রয় করলে সে আমাকে শিকি মূল্য ৮৭৫৲ টাকা দেবে— ৫০০৲ খরচ বাদ দিলে ৩৭৫৲ টাকা আমার থাকে।

কিন্তু এক টাকা বারো আনা দাম যদি অধিক মনে হয় ত দেড় টাকার কম দাম কিছুতেই করব না। কিন্তু প্রায় ৫০০ পাতার বইয়ের দাম ১৸৹ আনা হওয়া অন্যায় নয়।

সুরেশ বাবু যদি আমাকে ৩০০৲ টাকা মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে আমার বক্তব্য আর কিছুই থাকে না। অবশ্য বই কাউকে বিতরণ করব না।

বলা আবশ্যক খণ্ড আকারে এই গল্পের বইগুলোর Edition

এখনো শেষ হয় নি। যেমন গ্রন্থাবলী যখন বাহির হয়েছিল তখন তার অন্তর্ভূত অনেকগুলো বই বাজারে ছিল এরও সেই দশা হবে।

কিন্তু অনেকগুলো নূতন গল্প এর মধ্যে স্থান পাবে। হাতে একখানা বড় বইয়ের উপযুক্ত গল্প আছে যা গ্রন্থ আকারে বাহির হয় নি।

শ্রীঃ

[অগস্ট ?, ১৯০০]

ওঁ

ভাই—

অধীর স্বভাবের জন্য আমি নিজেকে অনেক অনুযোগ করিয়া থাকি— কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়াইয়াছ। বেলার জন্য যে পাত্রের সন্ধান করিতেছিলে সেটিকে সংগ্রহ করিতে পারিলে পূর্ণমনোরথ হইতাম কিন্তু তবু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের প্রতি নির্ভর করিয়া মনকে শান্ত রাখিয়াছি ; তুমি সে জন্য নিজেকে অকারণ ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়ো না— যদি অবিনাশ অনুকূল ভাব ধারণ করিয়া তাহার মাকে সম্মত করিতে পারে ত ভাল, না পারে ত কি করা যাইবে? এখন, তুমি তোমার ছেলেটি আরাম হইবামাত্র এখানে চলিয়া এস— ঘট্‌কালির ঘূর্ণীর মধ্যে নিজেকে আবর্ত্তিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়ো না। আমারও ছোট ছেলে কয়েক দিন জ্বর ও কাশীতে ভুগিতেছিল— আমি তাহাকে অ্যাকোনাইট ৩০ˣ ও বেলেডোনা ৩০ˣ পর্য্যায়ক্রমে দিয়া শীঘ্রই আরাম করিয়া তুলিয়াছি— এখনো কাশী আছে কিন্তু বেশি নয়।

সুখংবা যদিবা দুঃখং প্রিয়ংবা যদিবাপ্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা

এই মন্ত্রটি আমি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে চেষ্টা করি— কোনও ফল পাই নাই তাহা বলিতে পারি না। সংসারে যখন সুখ পাই

তখন দুঃখের আবির্ভাবে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। যত রকম দুঃখ ও অপ্রিয় সংসারে সম্ভবপর আমি সমস্তই মাঝে মাঝে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়া মনকে সকল অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখিতে চেষ্টা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অগস্ট, ১৯০০]

ভাই

তবে বৃহস্পতিবার নাগাদ দর্শন পাবার আশা আছে। কিন্তু অনেক ঠেকে ঠেকে আজকাল আমি মনকে এমনি সায়েস্তা করে নিয়েছি যে, আশার কারণ থাক্‌লেও তাকে আশা করতে দিই নে— যদি বৃহস্পতিবারের মধ্যে তুমি না এস তাহলে আমি প্রাজ্ঞজনোচিত সুগম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলব— সংসারের এই রকমই নিয়ম— যা অভিলষিত তা সকল সময়ে সুলভ নয় বলে দ্বিগুণ অভিলষিত— যা অত্যন্ত সম্ভবপর তারও স্থির-নিশ্চয়তা না থাকাতে সংসার চিরদিন বিচিত্র হয়ে আছে এবং অধিকাংশ জিনিষ আমাদের প্ল্যান্ অনুসারে ঘটে না বলেই যা ঘটে তা আমাদের চিত্তের ঔৎসুক্যকে অহরহ জাগ্রত করে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে বৃহস্পতিবারের মধ্যে তোমার না আস্‌বার কোনও ওজর আমি সহজে গ্রাহ্য করব না তাও বলে রাখ্‌চি।

আমার কাপিরাইট্ বিক্রি করার কথাটা চিন্তা কোরো এবং পার ত চেষ্টাও কোরো। গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিসর্জ্জন ও রাজা ও রাণী স্বতন্ত্র আকারে বাজারে আছে এবং বর্ত্তমান সংস্করণ গুরুদাসকে বিক্রয় করেছি— তেমনি কণিকা থেকে ক্ষণিকা পর্য্যন্ত পাঁচখানি সম্পূর্ণ নূতন বই আমার হাতেই আছে এবং ব্যবস্থা করে বিক্রি করতে পারলে পূজার কাছাকাছি কিছু ঘরে

আস্‌বার সম্ভব। In fact গুরুদাস ঐ বইগুলির জন্যে বারম্বার দূত প্রেরণ করচে কিন্তু লোভ সম্বরণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

তোমার দ্বিতীয় পাত্রটির সংবাদ আমার মন্দ লাগ্‌চেনা। তার খবরটা বোধহয় কাল পর্শু পাওয়া যাবে। কি বল?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রদীপ কি নির্ব্বাপিত? প্রভাতের জন্যে কাল একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছি— নাম "চুম্বকশৈল।"

ওঁ

ভাই—

তোমাদের ঘরের সমস্ত খবর ভাল ত?

পর্শু বৃহস্পতিবার।

আর একটা কাজের কথা। তুমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র Chander Brothersদের একটা অনুরোধ করবে? ইংরাজি ২৪ পাউণ্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ১০ রীম, সমাজ প্রেসে আমার অ্যাকাউণ্টে তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন? এবং যে রকম কাগজে ক্ষণিকা ছাপা হয়েছে, সেই রকমের ৩৫ পাউণ্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ২ রীম তৎসহ ঐ ঠিকানাতেই পাঠাতে পারবেন? দাম পেতে বিলম্ব হবে না— অর্থাৎ আগামী বাঙ্গলা মাসের আরম্ভেই পাবেন। আমার গল্পাবলী ছাপতে সবসুদ্ধ বোধহয় ৭০।৭৫ রীম ২৪ পাউণ্ড ও আট রীম ৩৫ পাউণ্ড্ দরকার হবে। আশা করি Chunder Brotherদের কাছে পেতে কোন ব্যাঘাত হবে না। আমি এই সঙ্গে সমাজ প্রেস্ ওয়ালাদেরও লিখে দিচ্চি যে তারা Chunder ব্রাদার্সের ওখানে গেলে আমার অ্যাকাউণ্টে কাগজ পাবে। আপাততঃ ৭০ রীম পর্য্যন্ত ক্রমশঃ আবশ্যকমত সমাজের লোকের হাতে তাঁরা কাগজ দিতে পারেন— তার পরে আরো আবশ্যক হলে আমার অর্ডর দেখে তাঁরা যেন দেন।

এটা একটু জরুরী— ছাপা বন্ধ হয়ে আছে। তুমি সত্বর এর বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

অন্যান্য খবরের প্রত্যাশায় আছি।

খবর যদি না থাকে ত খবরদাতাটিকে পেলেও চল্‌বে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ অগস্ট ১৯০০

ওঁ

শিলাইদহ

ভাই

তোমার সঙ্গে কাজের কথা না কয়ে থাকবার যো নেই অতএব সে কথা সেরে রাখাই ভাল। ২০,০০০ যদি ৮ পার্সেন্টে এবং অন্ততঃ বছর তিনেকের মেয়াদে এবং অত্যধিক খরচা ব্যতিরেকে পাওয়া যায় তাহলে মাড়োয়ারীকে শুধে দিয়ে ভার লাঘব করা যায়। কি বল? যদি সুবিধা থাকে ত কিংকর্ত্তব্য লিখো। লোকেনের দেনা শুধ্‌তে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেই জন্যে আমি কাপিরাইট্‌ বেচ্‌তে প্রস্তুত হয়েছি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই— বই কেন্‌বার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। কোন ছাপাখানা-ওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তাহলে ঠকে না এটা নিশ্চয়।

সুরেন ইতিমধ্যে Newmanদের ওখানে মোলিয়েরর অর্ডর দিয়ে এসেছে তারা পাঁচ ছ দিনের মধ্যে পাঠাবে এমন আশ্বাস দিয়েছে। বেলাকে Nursing সম্বন্ধে দুই একটা বই পড়াতে ইচ্ছা করি— যদি সে সম্বন্ধে কোন ভাল বই চক্ষে পড়ে তাহলে

আমার হয়ে অর্ডর দিয়ো— একটা Nursingএর বই সে পড়েছে — একটু বড়সড় গোছের রীতিমত শিক্ষার উপযোগী বই যদি পাও তাহলে ভাল হয়।

Chunder Brothersদের কাগজের কথাটা বলেচ বোধ হয়। কাগজের নৌকা বোঝাই করে আমার গল্পগুলিকে কাল-সাগরে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি— অতএব ১৪ পাউণ্ড্ ডিমাই কাগজের বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

কবির আশ্রমে আস্‌তে গেলে যে পণ্ডিতের সহায়তা নিতান্তই আবশ্যক আমি তা বোধ করি নে— অতএব বিদ্যার্ণবের যদি বিলম্ব থাকে তুমি তাঁর অপেক্ষায় থেকো না— পথ অত্যন্ত সুগম সরল।

তুমি ক্ষণিকা সমালোচনা করচ শুনে আমি খুসি হলুম, সে কথা গোপন করতে চাইনে। তার একটু বিশেষ কারণও আছে;— ওর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে, যারা স্বাধীনরসগ্রাহী লোক নয় তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চে-না এটা তাদের ভাল লাগা উচিত কি না— সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্ততঃ করচে— আর যদি অধিককাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চটেমটে' বইটাকে গাল দিতে আরম্ভ করবে— একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে। আমি লোকেনকে লিখেছি ক্ষণিকায় আমার মনের ভাবগুলিকে এক ঝাঁক বনের পাখীর মত নানা খোপখাপের ভিতর থেকে ছেড়ে দিয়েছি, তারা গানও গাচ্চে এবং

উড়চেও। তাদের কণ্ঠে সুর এবং ডানায় লঘুতা দিয়ে দিয়েছি। ঐ লঘুতাটার জন্যে একদলের বিরাগভাজন হব ; যারা আকাশের পাখীর স্বাভাবিক গানের চেয়ে খাঁচার পাখীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম তক্তপোষে বসে শুন্‌তে চায়— আমার ছাড়া পাখীগুলি অত্যন্ত লঘুতাবশতঃ তাদের দাঁড়ের উপর ধরা দিবে না বলেই তারা চট্‌বে এক একটি সমালোচকের নিজের নিজের এক একটি দাঁড় আছে— সেই দাঁড়ের উপরে শিক্‌লি দিয়ে কবিতাকে না বাঁধ্‌তে পারলে তারা তীর এবং বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ক্ষণিকার ভাগ্যে সেই রকম অপঘাত মৃত্যুর আয়োজন ঘটার সম্ভব বলে তোমার সমালোচনার সংকল্পে আমি একটু বিশেষ খুসি হয়েছি।

আজকের সুনির্ম্মল দিনটি যেন শ্রাবণের ঘনপল্লবিত লতায় একটি ভরা গুচ্ছ আঙুরের মত আকাশ থেকে দোদুল্যমান হয়েছে, পুঞ্জীকৃত সৌন্দর্য্যে এবং রসে পরিপূর্ণ। দেখ্‌লে আশঙ্কা হয় এমন দিন আর পাব না।

প্রভাতকুমারের কাছ থেকে আশ্বিনের চিরকুমার সভার তাগিদ্‌ এসেছে— ভাদ্রেরটা পাঠিয়ে দিয়েছি। অতএব ইতি

২৪শে শ্রাবণ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ অগষ্ট, ১৯০০

ওঁ

শিলাইদহ

ভাই—

তুমি ত কাল বৃহস্পতিবারে এলে না— আমি অত্যন্ত চটে' বোটে করে একেবারে কুষ্টিয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির। তোমার নামে নালিশ দায়ের কর্ত্তে নয়— তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কুষ্টিয়ায় একটা হাইস্কুল হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করতে তাঁর সঙ্গে এবং মুন্সেফ বাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ করা আবশ্যক হয়েছিল। এর থেকেই বুঝ্‌তে পারবে আমি কতবড় পাব্লিক্-স্পিরিটেড্ লোক— রায়বাহাদুর হবার যোগ্য! কেবল ক্ষণিকা লিখি বলে তোমরা আমাকে অবজ্ঞা কর কিন্তু যেদিন কুষ্টিয়ার ছাত্রবৃন্দ আমাকে অভিনন্দনপত্র দেবে সেদিন আমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারবে। তাতে আমার জগদ্-বিখ্যাত দয়াদাক্ষিণ্য শৌর্য্য বীর্য্য বদান্যতার উল্লেখ থাক্‌বে— ধনমান রূপগুণ কুলশীল কোনটাই বাদ যাবেনা। তখন মোলিয়েরের যশস্বী জুর্দ্দ্যাঁর মহাবাক্য স্মরণ করে বল্‌বে প্রায় ৪০ বৎসর লোকটাকে দেখে আসচি কিন্তু জান্‌তুম না ইনি এত বড় ইনি!

কাল কুষ্টিয়ায় যাতায়াতে সমস্ত দিন বোটে কেটেছে— সেটা মহা লাভ। প্রাতে বেরিয়েছি যখন, তখনো পথের তৃণে প্রভাতের

শিশির লেগে আছে— শিলাইদহের ঘাটে যখন ফিরলেম তখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ মধ্যগগনে। আমার সেই জ্যোৎস্নাজড়িত নদীটি স্মিত বিষণ্ণ হাস্যে বল্লেন, আমাদের সেই কলহংসমুখর নির্জ্জন বালুতটে বহু শরতের মৌন মিলনসুখ একেবারে বিস্মৃত হয়ে তুমি এখন ডাঙার মথুরায় রাজত্ব করতে গেছ! আমি তার একটি অক্ষর জবাব দিতে পারলুম না— একেবারে নির্ব্বোধের মত নিঃশব্দে চৌকিটিতে বসে রইলুম।

রাত্রে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলুম। আজ প্রাতে উন্মুক্ত বাতায়নে দুরন্ত দক্ষিণ বাতাসে উত্তর দিতে বসেছি— বৃষ্টিধারা-স্নাত কিশোর আলোকটি পূর্ণমঞ্জরিত ধান্যের ক্ষেত্রে তরঙ্গে তরঙ্গে দোলায়মান।

তুমি ত আধিব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গলির ধারে পড়ে আছ, এ সময়ে তুমি কোন প্রলোভনের আকর্ষণে শেয়ালদহের অভিমুখে দৌড়বে বলে বোধ হচ্চে না। বাঁশি বাজ্‌লে গোপাঙ্গনারা ছুটোছুটি করে যমুনাতটে উপস্থিত হত বটে কিন্তু তোমার মত তাদের কারো পায়ে ফোড়া হয় নি— বৃন্দাবনে দশ প্রকারের দশা এবং স্বেদ পুলক বেপথু স্তম্ভ মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ ছিল কিন্তু কারো পায়ে ফোড়া হত না এবং একা কৃষ্ণ সকল ঘটকালির পথ রোধ করে ত্রিভঙ্গমূরতি ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন।

যাহোক্ তুমি আর যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন কর ঘটকের কাজে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। অতএব বৃথা চেষ্টায় নিজেকে ক্ষুব্ধ কোরো না— নদী যেমন চল্‌তে চল্‌তে এক-

সময়ে সাগরে গিয়ে পড়েই, সেই রকম "বেলা" যথাসময়ে তার স্বামীকুলে গিয়ে উপনীত হবে।

রাস্কিন্ শেষ করে ফেল! এবং আমার ক্ষুদ্র ক্ষণিকাটিকেও ভুলো না! লেখা সম্বন্ধে নদীর উপমা খাটে না— যদি খাটত তাহলে আমার সেই বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি এতদিনে খাতার মধ্যে শেষ হয়ে থাক্‌ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে না লিখলে লেখা অগ্রসর হয় না— জগতের এম্‌নি কঠোর নিয়ম! অতএব লিখে ফেল।

প্রবোধের Arthurian legends আর কতদিন চল্‌বে? তুমি তার লেখার উপরে হস্তক্ষেপ না করে' মাথার উপরে মধ্যমনারায়ণ তৈলক্ষেপ কর। আর্থার সাহেব ও বেচারার মাথায় সইল না।

বেলার জন্যে একটা রোগশুশ্রূষার বই দেখে রেখো। Sanitation সম্বন্ধে একটা বই তাকে পড়াচ্ছিলুম, শেষ অধ্যায়ে এসে ঠেকেছে। ইতি ২৬শে শ্রাবণ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ অগস্ট [১৯০০]

ওঁ

ভাই

আমি এই পুণ্যতোয়া পদ্মার দিকে মুখ করে ডাকযোগে তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করে বল্‌তে পারি যে তুমি যদি এস তা-হলে আমি খুলনায় যাই নে— কিন্তু এই হপ্তার মধ্যে তুমি যদি না এস তা হলে যদি আমি না যাই ত আমার নাম নেই— অতএব তোমার ভৃত্যটিকে হাঁক দাও, পোর্ট্‌ম্যাণ্টো বোঝাই কর, অশ্রুমুখী গৃহিণীর কাছে বিদায় লও, এবং কোনপ্রকার কৌশলে ট্রেন্‌ মিস্‌ করবার চেষ্টা কোরো না। এই আমার Ultimatum। এর পরেই লড়াই সুরু হবে। শেষকালে হয়ত এক দিন লাঞ্ছিত পরাজিত বন্দীভাবে নতশিরে এখানে এসে ধরা দিতেই হবে।

সম্প্রতি মেঘ এবং রৌদ্র উভয়ে মিলে যেন কৃষ্ণ রাধার অফুরান্‌ লুকাচুরি খেলা চল্‌চে। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারচেন না। শেষকালে একপক্ষে কৌতুকহাস্য এবং অপর পক্ষে অশ্রুবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত গড়াচ্চে।

আমি নানাপ্রকার ছুতোয় নানাপ্রকার কুঁড়েমি করে অবশেষে কাল বৈকালে চিরকুমার সভায় হস্তক্ষেপ করেছি— আজ বৈকালে সমাধা করার আশা করচি। অবশ্য চিরসমাধা নয়— কেবল আশ্বিনের কিস্তি।

কিন্তু তুমি বড্ড ফাঁকি দিচ্চ। ফোড়া হলে পা চলে না কিন্তু

কলম চলবার বাধা হয় না। আমি নিজে লেখা-ব্যবসায়ী অতএব আমার কাছে বাজে ওজর কোরো না— এই মুহূর্ত্তেই বসে যাও। প্রবোধ এবং তার পাগ্‌লামি, এবং পত্রগুলিকে জাহান্নম নামক একটা ভূগোলবহির্ভূত জায়গায় যেতে পরামর্শ দাও— বোধ হয় সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ অমন লোকের খবর পেলে নিজের থেকে রাহাখরচ দিয়ে তাকে সেখানে পত্তন করতে পারে।

আমি প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিজেকে অযথা বাড়িয়ে তুল্‌তে ভূয়সী চেষ্টা করচি এ সংবাদ আমার কাছে নূতন। এ বিষয়ে আমার কোন উৎসাহ বা উদ্যোগ নেই— এবং এ সম্বন্ধে কোনরকম অপব্যয় করতে আমি অসম্মত। অথচ Enlargement সম্বন্ধে যতদূর জানা আছে তাতে বল্‌তে পারি ছবি গোকুলে আপনি বাড়ে না, হয় ত আমার অজ্ঞাতসারে আর কেউ তাকে বাড়াচ্চে।

গল্পাবলীর কাগজ সম্বন্ধে গত কল্য সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ অবগত হয়েছ। হাতের দশ রিম কাগজ ফুরিয়ে গেলে চন্দ্র-ব্রাদার্সদের কাছ থেকে আমদানি স্থুরু করতে বলেছি। যথাসম্ভব নগদ দাম দেবারই বন্দোবস্ত করা হবে— স্থতরাং তাতে তাঁদের অস্থবিধা হবে না।

Mark Twainএর Selection যদি তোমার কাছে থাকে এখানে আগমনকালে সঙ্গে এনো— পরিজনবর্গকে সায়াহ্নে আমি পড়ে শোনাই।

সন্তোষের প্রমথবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? তাঁর

হল কি বল দেখি? হঠাৎ যেন দূরে চলে গেছেন— সে জন্যে আমি আন্তরিক ক্ষুণ্ণ। তাঁর প্রতি আমার বিশেষ একটি স্নেহ জন্মেছে— আমার আত্মীয়তাচক্র থেকে তাঁর তিরোধান আমি কোনমতেই ইচ্ছা করি নে। যদি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁকে একবার নাড়া দিয়ে দিয়ো।

অবিনাশের কোন উল্লেখ নেই যে? শরতের আশা শরৎ-কালের রৌদ্রের মত ক্ষণে ক্ষণে মেঘাচ্ছন্ন হয়েও আবার দীপ্তি পাচ্চে। বৃদ্ধ প্রজাপতিকে এরকম লীলাচাঞ্চল্য কোনমতেই শোভা পায় না। ইতি ২৮শে শ্রাবণ [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ অগষ্ট [১৯০০]

ওঁ

ভাই

আবার চুপচাপ? কিন্তু তোমার গতিবিধিটা আমার জানা দরকার। যদি এখানে আস তাহলে আর নড়িনে— এবং লোকেনের কাছে সময়মত একটা দরখাস্ত দাখিল করে মুলতবি মঞ্জুর করে নিই। যদি না আস তাহলে খুলনায় যাবার আয়োজন করতে হয়। তুমি ত শুক্লপক্ষ থেকে আস্‌বার বন্দোবস্ত করচ, কৃষ্ণপক্ষ এল-- তখন্ ধানের গাছে সবেমাত্র শিষ ধরেছে, এখন পাকা ধান কেটে আঁটি বেঁধে বেঁধে গোলায় নিয়ে যাচ্চে, করচ কি? ক্ষেত ক্রমে শূন্য, রাত্রি ক্রমে অন্ধকার, দিন ক্রমে মেঘচ্ছায়াবিবর্জ্জিত হয়ে আস্‌চে। শিলাইদহ যখন রিক্তপ্রায় তখন অতিথি তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হবে।

তার পরে অন্যান্য খবর কি? উল্লাসজনক কিছু থাক্‌লে নিশ্চয় পত্র পাওয়া যেত, এই মনে করে শান্ত হয়ে বসে আছি।

আজ চন্দ্রনাথ বাবুর একখানি চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করলুম— সেইটে তোমাকে কাপি করে পাঠালে তুমিও বোধ হয় খুসি হবে।

"তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুৎবৎ! তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই— উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার

প্রতিভার নিকট অভিভূত। কণিকা কথা কল্পনা ক্ষণিকা— বলিতে গেলে চারি মাসের মধ্যে চারিখানা— পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। "কণিকা" ছাড়িতে না ছাড়িতে "কথা" আসিল,— "কথা" দিয়া তুমি আমার হাত হইতে কণিকা কাড়িয়া লইলে— কণিকার ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া কল্পনা দিয়া কথা কাড়িয়া লইয়াছিলে— আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে। এবার ক্ষণিকায় চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র— সুতরাং আমার গতি বড় ধীর— আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি— কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি— ও গতি যথার্থ ই বিদ্যুতের গতি — যেমন দ্রুত তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্দ্ধদেশের, মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থ ই এমন শক্তি আমার নাই।

যে চারিখানির নাম করিলাম সকলগুলিই মিষ্ট হৃদয়-স্পর্শী সুগভীর সুললিত, (অনেক স্থলে) সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের, পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্ব্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি— পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে— মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধহয় এ সৌরভ শিলাইদহজনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোন্‌টার কথা বলিব? অনেকগুলাতে ঐ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু, কি জানি কেন,

"বিরহের" সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।

ক্ষণিকায় একটা বড় গুণপনা দেখিলাম। উহার আকৃতিও ক্ষণিকার ন্যায়। ক্ষণিকার প্রতি পৃষ্ঠায় দেখি ক্ষণিকা আঁকা রহিয়াছে। তাই বলি তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।

—০—

এই চিঠিখানি পড়ে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করছিলুম। প্রাপ্যর চেয়ে অধিক পেয়েছি সে বিষয়ে আমার নিজের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।— "বিরহ" কবিতাটা আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়— সেইটে উনি বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করাতে আমিও একটু বিশেষ খুসি হয়েছি। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু কি "কাহিনী"খানা পান নি? না, ওঁর সেটা মনে কোনরূপ রেখা অঙ্কিত করে নি? যেন সন্দেহ হচ্চে ওটা কোন কারণে তাঁর হস্তগত হয় নি।

কিন্তু তোমাকে আর অধিক লেখা উচিত নয়। এ পাতাটা খালি থাক্। বিনা প্রত্যুত্তরে পত্র লিখ্‌লে তোমাকে spoil করা হবে। অতএব ইতি। ৩১শে শ্রাবণ। (ভাদ্র মাসে বাড়ি ছাড়তে নাই অতএব ৩২শে তারিখেই তোমাকে বেরতে হচ্চে— সংক্রান্তি মান্‌লে চল্‌বে না)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ অগষ্ট [১৯০০]

ওঁ

শিলাইদহ

১লা ভাদ্র [১৩০৭]

ভাই—

অনেক কাল পরে চিঠি পেলুম। আমি আশঙ্কা করেছিলেম, হয় তুমি, নয় তোমার পুত্র কলত্রের কেউ পীড়িত। আজ সেই সংবাদটা নেবার জন্যে দোয়াত কলম গুছিয়ে বসেছিলুম এমন সময় ডাক এসে উপস্থিত।

শরতের আশা তুমি এখনো ছাড় নি? আমি ত সে অনেকদিন উৎপাটিত করে ফেলেছি। হৃদয়ের মধ্যেও একটা ইকনমির দরকার— অনেক জিনিষকে সেখানে সযত্নে পোষণ করতে হয়— বাজে জিনিষকে খোরাক যোগাবার মত এমন অপরিমিত রক্তভাণ্ডার কোথায়? অল্প বয়সে যখন রক্ত বেশি থাকে এবং ভিড় কম থাকে তখন বাজে খরচ পোষায়; কিন্তু আজকাল বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু বিশেষ সাবধানী হতে হয়েছে— এখন আশা আত্মীয়তা চিন্তা চেষ্টা সমস্ত বেছে বুঝে ছেঁটে ছুঁটে নিজের সাধ্য এবং সহ্যের মধ্যে আনা দরকার। যেমন পাকা ব্যবসায়ী [দাগী] মাল গোড়াতেই বেছে ফেলে দেয় আমি তেমনি নিষ্ফলতার আশঙ্কামাত্র থাকলে আশাকে হৃদয় থেকে দূর করতে চেষ্টা করি কিন্তু সকল সময়ে যে কৃতকার্য্য হই এমন গর্ব্ব করতে পারি নে।

সুরেন বোধ হয় আস্‌চে সোমবারে এখানে উপস্থিত হবে। তার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবে লিখেছে।

সমস্ত আধিব্যাধিজাল থেকে তুমি কবে মুক্ত হবে? তোমাকে উদ্ধার করবার শক্তি যদি আমার হাতে থাকে তবে তার উপরে তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার। কিন্তু হায়, নিজের ক্ষমতার কথা যখন আলোচনা করে দেখি তখন অন্যকে আশ্বাস দেবার ভরসা থাকে না। কেবল এইটুকুমাত্র আশা করি যে কোন [এক] সময়ে বন্ধুকৃত্য করবার উপযোগী সামর্থ্য [ঘট]তেও পারে।

যদি বন্ধন থেকে খালাস পেয়ে বুধবারে আস্‌তে পার তাহলে আর দ্বিধামাত্র কোরো না।

পণ্ডিতমহাশয় তোমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়েছেন— তিনি তোমার গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরলতা চরিত্র-মাধুরী, সদাশয়তা, রসজ্ঞতা ইত্যাদি অনেকপ্রকার গুণের মিশ্রণ দেখে তোমার সঙ্গসুখের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েচেন।

কাল প্রমথবাবুর একখানি পত্র পাওয়া গেল। তিনি তোমার সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করতে যাবেন লিখেচেন। তোমার নিজের নানা প্রকার দুশ্চিন্তা ও কাজের ভিড়ের মধ্যেও তুমি বিচিত্র লোককে কেমন করে আকর্ষণ করে আন্‌তে পার আমি ত বুঝতে পারি নে। চিত্তকে নীরস করে শুষে ফেলবার পক্ষে বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটের মত এমন জিনিষ আর কিছু নেই।

Molière রচিত L'Avare নামক একটি নাটক Fasnach

দ্বারা Edited বেলার পড়ার জন্যে চাই— Thackerএর ওখান থেকে আমার হয়ে অর্ডর দিয়ে দেবে? ভাল Nursingএর বই যদি না পাও ত আপাতত না হলেও চলে।

বেলা অনেক হল। এখন নাইতে খেতে যাওয়া যাক্— নইলে নির্দ্দোষী নিরপরাধী তুমি সুদ্ধ গৃহিণীর বিদ্বেষের ভাগী হবে। তুমি এতক্ষণে আপিসের বর্ম্মচর্ম্ম পরে আদালতের রণাঙ্গনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৩

২০ অগষ্ট [১৯০০]

ওঁ

ভাই

চন্দ্র ব্রাদার্সদের যদি অর্ডরই দাও তাহলে অমনি নিম্নলিখিত বইগুলিও আনিয়ে নিয়ো :—

Choice Works of Mark Twain

Mark Twain's Library of Humour

Chatto & Windus হচ্চেন publisher.

সায়াহ্নে পরিজনমণ্ডলীকে চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট করে দীপালোকে একটা কিছু পড়ে শোনাতে হয়। পরীক্ষা করে দেখ্‌লুম মার্ক টোয়েনের হাস্যরস আমার অপত্যকলত্রের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক বোধ হয়— বিশেষত বেলা এবং বেলার মা অত্যন্ত আমোদ পান। আমার কাছে Tramps Abroad এবং Innocents Abroad আছে সেদুটোর হাস্যকর অংশ প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছি। ছেলেদের পড়ে শোনাবার যোগ্য ছোট ছোট হাস্যকর অথবা সকরুণ গল্পাবলী যদি তোমার জানা থাকে তাহলে রপ্তানি করে দিয়ো। ছোট ছোট দু তিন দৃশ্যের চটি ইংরাজি প্রহসন Thackerদের ওখানে বহুকাল পূর্ব্বে অনেক দেখেছিলুম— তারি এক ঝুড়ি চালান করে দিতে পার? আমি তার থেকে বেছে বেছে পড়ে শোনাব। সেই চটিগুলোর দামও খুব সস্তা। আমার রসদ ফুরিয়ে এসেছে, আর দু তিন দিনের মত

আছে অতএব শীঘ্র কিছু খোরাক না পাঠিয়ে দিলে— Pekin legationএর দশা হবে, তখন সন্তানসন্ততিবর্গের আক্রমণ কিছুতেই ঠেকাতে পারব না। তুমি ত প্রত্যহ আপিসে যাও, এবং Thacker তোমার আনাগোনার পথেই— এবং ডাকে এই পত্র পাবার অনতিপরেই তোমাকে আপিস-যাত্রা করতে হবে অতএব অসুবিধা অথবা বিস্মৃতির আশঙ্কা করিনে।

বিদ্যার্ণব যখন এখানে ছিলেন তখন তাঁর কাছে তোমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বন্ধুগর্ব প্রকাশ করে থাক্‌ব তার মধ্যে এমন কিছু অত্যুক্তিবাদ ছিল না যার জন্যে অনুযোগ বা অনুশোচনার ভাগী হতে পারি— অতএব সে সম্বন্ধে তুমি যতটা বাক্যব্যয় করেছ তৎপ্রতি আমি কর্ণপাতমাত্র করলুম না।

প্রমথবাবু চন্দ্রনাথবাবুর সমালোচনা সবিস্তারে শুন্‌তে চান কিন্তু আর আমি কপি করতে পারি নে। একটু দয়া করবে? তোমার চিঠির মধ্যেকার সেই উদ্ধৃতাংশ প্রমথবাবুকে দেখাবে? যদি তাঁকে কপি করে পাঠাতে পার তাহলে ত ভালই হয়— তুমি ত ছেলেদের এই কাজে পরিপক্ক করিয়ে তুলেছ। যাই হোক তোমার উপরেই বরাত চিঠি দিলুম, সেটা dishonour কোরো না।

আমার চিঠিধৃত তারিখের উপর তুমি যতটা আস্থা স্থাপন করেছ আর কেউ ততটা করে না। তার চেয়ে পঞ্জিকার উপরে বেশি নির্ভর কোরো।

মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে এল। আসন্ন বৃষ্টিপাতের লক্ষণ। আবার, এখনি সুরেনের আসবার কথা আছে। চিঠিখানি এই-বেলা রওনা করে দিই। ইতি ৪ঠা ভাদ্র [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯০০]

ওঁ

ভাই

আজ সুরেনের চিঠি পেলুম। শুনলুম সে তোমার সঙ্গে দেখা করেছে। সে লিখেছে, ৯ পার্সেণ্টে সহজে বন্দোবস্ত হতে পারে তুমি তাকে বলেচ— এই জন্যে আমার প্রতি তার পরামর্শ এই যে, ৯ পার্সেণ্টেই প্রস্তাব খতম করে ফেলা। কেবল খরচাটা যাতে দুঃসহ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। কি বল? তাই নাহয় ঠিক করে ফেল! সে জন্যে কি আমার কলকাতায় যাওয়া দরকার হবে— সুরেনের প্রতি আমার Power of Attorney আছে— সকল প্রকার ক্ষমতাই দিয়েছি— যদি সেটাতে কাজ চলে তা হলে আর নড়তে চাইনে।

কাগজ সম্বন্ধে সমাজওয়ালারা কেন চন্দ্র ব্রাদার্সের ওখানে যায় নি প্রশ্ন করে সেই "উদ্যোগ" ব্রাহ্মণটিকে পত্র লিখেছি— আগামী কল্য-নাগাদ উত্তর পেলে সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া যাবে।

এখানে কৃষ্ণ পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সমাগম হয়েছে— পূর্ণচন্দ্রাননা গৌরী হঠাৎ একদিনেই নীলনীরদবরণী শ্যামামূর্ত্তি ধারণ করেচেন। তোমাকে যে দেবী কোন্ মূর্ত্তিতে দর্শন দেবেন কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু ক্ষণিকা সমালোচনার জন্যে তুমি চিন্তা করচ কেন?

লোককে বোঝাবার চেষ্টামাত্র কোরোনা— ভাল লাগা আবার বোঝাবে কি ? কেবল যেখানটা তোমার ভাল লাগ্‌চে সেই জায়গাটাতে গলা ছেড়ে বলে উঠো— বাঃ বেশ লাগ্‌চে ! অমনি পাঠকেরাও বল্‌বে— বেশ লাগ্‌চে। আগুনটা একবার ধরিয়ে দিলেই কাঠ খড় অঙ্গার সমস্ত আপনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, নইলে তর্কশাস্ত্রের সহস্র লগুড়াঘাতে তাদের চিরান্ধকার ঘোচে না। তুমি আমার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে চক্ষু বুজে লিখে যেয়ো।

শরতের শেষ চিঠি কি আশাপ্রদ ? অবিনাশের ভাবটা কি রকম ? শরৎ নিজে যদি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করে তাহলে কি তার মা সহজে সম্মত হবেন ? কিন্তু শরতই বা বেলার কোন-প্রকার পরিচয় না পেয়ে কিসের জোরে মার কাছে প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করবে ? এই সমস্ত নানা কারণে বিশেষ আশা করবার কোন হেতু দেখা যায় না। লোকেন আমাকে দিনকতকের জন্যে খুলনায় যেতে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছে— সে যেরকম কড়া হাকিম, হয় ত না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না।

কাপিরাইট ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

তোমার বই দুটির সঙ্গে সাধুবাদ প্রেরণ করচি। W. Harlandএর বইখানিতে যৌবন এবং বসন্ত টগ্‌বগ্‌ করচে— H. Spencerএর গ্রন্থে বার্দ্ধক্য পরিপক্ক পরিণত। দুটোই যে আমি একসঙ্গে পড়তে পারলুম তার থেকে প্রমাণ হচ্চে আমি এমন একটি বয়সে এসে পেঁাচেছি— যার এক সীমানায় যৌবনের রেখা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে এবং আর এক সীমানায় বার্দ্ধক্য ক্রমশ শুভ্র রেখায় স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌চে।

দীনেশবাবু এসেছিলেন তাঁরি হাতে বই দুটি দিলুম।

আমি সন্তোষের ওখানে নিমন্ত্রিত বটে কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখানে আমি কর্ম্ম এবং বিশ্রাম উভয়ের দ্বারাই বদ্ধ।

যাবার ইচ্ছা ছিল, কেবল নিমন্ত্রণের প্রলোভনে নয়— তোমার কাছ থেকে পাঠ্য বই দুই একখানা উদ্ধার করে আনবার জন্যে। যা হোক্ বিলম্বে বা অবিলম্বে কোন না কোন কর্ম্মদায়ে কলকাতায় যেতেই হবে তখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করবার অবসর হবে।

এখন এখানে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর।

তোমার রবি

ওঁ

ভাই

আমি তোমাকে সত্যি বল্‌চি এখন আমাদের কারো হাতে এক পয়সা নেই। আমার একমাত্র মহাজন হচ্চেন সত্য— তাঁর কাছ থেকে ইতিমধ্যে ২০০৲ টাকা ধার নিয়ে সংসার চালিয়েচি— তাঁর বাকি যা টাকা হাতে ছিল মেজবৌঠানকে দিয়েচেন। পূজো কাছে আস্‌চে কি না, এই সময়ে সমস্ত দেনা শোধ করবার জন্যে সকলেই ব্যস্ত। আমাদের পরিবারে আজকাল এমনি দুর্ভিক্ষ বিরাজ করচে যে সে দূর থেকে তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। আমি নিজের জন্যে কাল দুপুর বেলা কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলুম কিছু সুবিধা করতে পারলুম না। দেনা যে ক্রমে কত বেড়ে যাচ্চে সে বল্‌তে পারি নে। এ দিকে আমাদের মাসহারা বহুকাল থেকে আর্দ্ধেক বন্ধ হয়ে আছে, কি করে যে শুধ্‌ব ভেবে পাই নে। আমার বয়সে আমি কখনো এমন ঋণগ্রস্ত এবং বিপদ্‌গ্রস্ত হই নি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শিলাইদহ * ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আঃ কি দুর্য্যোগ! ক'দিন অবিশ্রাম ঝড় ও বৃষ্টি চল্‌চে— খুব ভাল লাগ্‌তে পারত কিন্তু তোমার রাস্কিন প্রবন্ধে ত দেখিয়েছ যে, সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে যখন ধর্ম্মবোধের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন সৌন্দর্য্যভোগকে অবসর দিতে হয়। এই অবিশ্রাম দুর্য্যোগে চারিদিকের লোক্‌সান আর ত দেখা যায় না! বড় বড় আখের ক্ষেত ভূমিশায়ী, শস্যক্ষেত্র প্লাবিত, কূল-প্লাবিনী নদী পুরাতন পল্লী এবং বৃদ্ধ ছায়াতরুগুলিকে গ্রাস করে চলেছে। কোনো দরবারে এর নালিশ নেই, কোনো কোতো-য়ালিতে এর প্রতিকার নেই, অন্ধ হাওয়া হাঁ হাঁ করে ছুটে আস্‌চে, অন্ধ স্রোত নৃত্য করতে করতে কি করচে কিছুই জানেনা— আকাশের জলধারা নির্ব্বিচারে অনাবশ্যক ঝরে পড়চে; আমি চুপ করে চোখ বুজে মনকে এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করচি যে, আমার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি সমস্ত বিশ্বব্যাপার দেখ্‌তে পাচ্চিনে বলেই প্রত্যক্ষ এবং স্থানীয় এবং ক্ষণকালের লোকসানে এত ব্যথিত হচ্চি; কিন্তু এ ব্যাপারটি যে কি কারণে না হলেই নয় এবং না হলে দূরদূরান্তর এবং কালকালান্তর পর্য্যন্ত তার কি ফল ফল্‌ত তা আমি কিছুই জানিনে— অতএব যতই ব্যথিত হই পীড়িত হই কারো নামে

কোন নালিশ আন্‌ব না— এটা বল্‌বনা যে, আমরা যেটা চাচ্চি সেটা কেন হচ্চে না! আমি এই ঝড়বৃষ্টি দুঃখক্ষতির ঠিক কেন্দ্র-স্থলে একটি দেশকালাতীত নির্ব্বিকার শান্তির অন্বেষণ করচি— একাগ্রমনের দ্বারা এই ঝঞ্ঝাবর্ত্ত ভেদ করে ঠিক এর অন্তরতম স্থানে যেখানে অনন্ত স্তব্ধ পরিপূর্ণতা· বিপুল নিঃশব্দে নিত্যকাল বিরাজ করচে সেইখানে প্রবেশ করতে চেষ্টা করচি— সেইখানে যেমনি প্রবেশ করা অমনি, আখের ক্ষেত থাক্‌লেই বা ততঃ কিং এবং আখের ক্ষেত গেলেই বা ততঃ কিং! সকল কাজ এবং সকল সুখদুঃখের মধ্যে মনকে সেই জায়গাটাতে বসিয়ে রাখ্‌তে চাই, একদিন হয়ত সফল হব বলে আশা করচি। তখন আমার সমস্ত নালিশ এক মুহূর্ত্তে ডিস্‌মিস্‌ হয়ে যাবে।

তুমি কর্ম্মজালে জড়িত জেনেই তোমাকে আমি আর কোন-প্রকার তাগিদ দিয়ে ব্যস্ত করে তুলিনি। যথাসময়ে যথাবকাশে তুমি আস্‌বে আমি নিশ্চয় জানি— না যদি আস তাহলেও আমার কোন সংশয় নেই— জীবনের এই প্রৌঢ়বয়সে যেখানে স্থিতিলাভ করা গেছে সেখানে আর চ্যুতির আশঙ্কা করিনে।

তোমার রস্কিন প্রবন্ধ কলাতত্ত্বে জীবনবৃত্তান্তে এবং রস-সমালোচনায় ক্রমশই সম্পূর্ণতর হয়ে উঠ্‌চে; এইবার এর যথাবিহিত পরিণামের অপেক্ষা করচি।

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল্‌ আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারাণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্ম্মলাও তথৈবচ— এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা

আছে বটে। কিন্তু কোন রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে রকম প্রতীয়মান সেরকম ভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল্ মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপর বিরোধী ভাবে না দেখে উপায় পাইনে— কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং কাব্যে যদিচ কোন কোন রিয়াল লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্ম্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে— কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিষ আছে যা তাঁদের কারোই নয়।

দুর্যোগবশতঃ এ চিঠি আজ ডাকে যাবার সম্ভাবনা নেই। অপরাহ্ন ঘনান্ধকার হয়ে এসেছে, আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শিলাইদহ *] ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০০

ওঁ

ভাই

আধিব্যাধিতে যখন তুমি আক্রান্ত এ সময়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ছাড়া তোমার প্রতি কোন বিরুদ্ধভাব আমার মনে থাক্‌তেই পারে না— সে সম্বন্ধে তুমি আমার প্রতি নিশ্চিত আস্থা রাখ্‌তে পার। এই সমস্ত দুর্দ্দৈবজাল থেকে মুক্ত হয়ে এখানকার নির্ম্মল শারদশান্তির মধ্যে তুমি আস্‌তে পারলে আমি খুসি হতুম কিন্তু কি করা যাবে বল? আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। এক একবার কথা হচ্চে সপরিজনে বোটে করে পদ্মার চরে যাব— সেই প্রস্তাবটা চল্‌চে বলে কবি দেবেন্দ্রসেনকে এখানে আস্‌তে নিরস্ত করা গেছে। কিন্তু তুমি যদি আস্‌তে পার তাহলে আমি অন্যরূপ বন্দোবস্ত করি। আমাদের বিদ্যার্ণব মহাশয় আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে শিলাইদহে আসবেন লিখেছেন— সে সময়ে তুমি যদি নিষ্কৃতি পাও তাহলে তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করে নির্ভয়ে যাত্রা করতে পার।

দেশ ছেড়ে না পলায়ন করলে প্রবোধচন্দ্রের কাছ থেকে তোমার মুক্তি নেই এ কথা নিশ্চয়।

কুষ্টিয়ায় কোনো ব্যবসায় ফাঁদবার জন্যে তোমার যে ঔৎসুক্য ছিল সেটা কি এখনো আছে? আজ নগেন্দ্র এখানে এসেছে— এই বিষয়ে সে আলোচনা করছিল।

আমি ইতিমধ্যে কেবল একটি মাঝারি সাইজের গল্প লিখেছি আর কিছু করিনি।

গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে— দেখেছ বোধ হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ হয়নি।

তোমার লেখনী থেকে "রেণু" গ্রন্থের সমালোচনা পাবার জন্যে তার লেখিকা আগ্রহ প্রকাশ করেচেন— এর থেকে বুঝ্‌তে পারবে তোমার সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র যদিবা কখনো তোমার স্কন্ধ পরিত্যাগ করেন, এবার থেকে লেখকদের হাত এড়াতে পারবে না।

নগেন্দ্র গুপ্তর তপস্বিনী পড়ে দেখ্‌লুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realismএর অবতারণা করতে চাচ্চেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্ব্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষপর্য্যন্ত বল্‌তে পারেননি, সেইজন্য তাঁর self-conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্ব্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্চে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেচেন। ফর্ ইনষ্ট্যান্স্, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন

ছোক্‌রার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎসমূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এসব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল করে গোপন করতেও পারেন নি।

অশোকগুচ্ছ বেরিয়েছে নাকি? আমি এখনো পাইনি।

তুমি তোমার সমস্ত বিঘ্নবিপদ কেটে বেরিয়ে এস এই আমি প্রার্থনা করি। ১২ই আশ্বিন ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০০

শিলাইদহ
কুমারখালি

ভাই

গল্পগুচ্ছ তুমি পাওনি কেন? শৈলেশরা ত সব বাড়ি চলে গেল— তাহলে ওরা ফেরার পূর্ব্বে বই পাবেনা। শৈলেশ ২০।২২শের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবে এবং তার পরে শিলাইদহে আসবে লিখেছে। চাই কি, তুমি তাকে সহায় করে চলে আসতে পার। Budget জিনিষটা সুখকর নয় আমি জানি, বিশেষতঃ cash জিনিষটা যখন দুর্লভ। অতএব তোমার কোষবিভাগের যা হয় একটা গতি করে পদ্মাপারে দৌড় মেরে এস, প্রবোধচন্দ্র এণ্ড্ কোম্পানি পদ্মার ওপারে দাঁড়িয়ে হতাশ-চিত্তে দলিল আন্দোলন করতে থাকুন।

কার্ত্তিকের ভারতী পাই নি। বোধ হয় এখনো বেরোয় নি। হয় ত কার্ত্তিক মাসেই বাহির হবে।

আজ এই মধ্যাহ্নে শারদরৌদ্রে এবং নিস্তব্ধ শান্তিতে আমার মাঠ ও পল্লী প্লাবিত হয়ে গেছে— আমাকে নেশায় ধরেছে— মাথার মধ্যে রৌদ্রের আমেজ্ মদের মত প্রবেশ করেছে— চোখ অর্দ্ধ নিমীলিত করে সমস্ত পৃথিবীটাকে সোনার স্বপ্নের মত দেখ্‌চি— শস্যক্ষেত্রের সুকোমল সবুজ রংটি আমার মোহাবিষ্ট নয়নপল্লব চুম্বন করচে। আকাশে আজ বিশ্বব্যাপী শারদীয়া

পূজার উদ্বোধন দেখ্‌চি— আগমনীর করুণামিশ্রিত রাগিণীতে অনন্ত শূন্য বাষ্পবিজড়িত হয়ে রয়েছে— তোমাদের সহরে এমন নিঃশব্দ নিস্তব্ধ এমন অপরূপ সমারোহের পূজার আয়োজন কোথাও নেই। আমার মনে হচ্চে যেন, আমি বিদেশী সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করে আজ বাড়িতে ফিরে এসেছি— তাই এমন আকাশপূর্ণ প্রসন্নতা, এমন জগদ্ব্যাপী স্মিতহাস্য। তাই এমন ছুটি, এমন পরিপূর্ণ অপর্য্যাপ্ত রৌদ্ররঞ্জিত অবকাশ।

আজ "রেণু" রচয়িত্রীর একখানি চিঠি পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন তাঁর লেখা তোমার কেমন লাগ্‌ল। আমি উত্তর দিয়েছি তোমার ভাল লাগ্‌বে— এ সংবাদটা আমি কোথা থেকে পেলুম সে প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বে বোধ হয় তোমার একটা অভিমত তাঁকে জানাতে পারব। ইতি ১৪ই আশ্বিন [১৩০৭]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শিলাইদহ * ২ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

ভাল মন্দ এবং মাঝারি বলে কিছু নেই বুঝি ? তোমাদের হ্যাপায় পড়ে আমাকে কি কেবল খুব ভালই লিখ্‌তে হবে ? তুমি লিখেছ এবারকার লেখা গল্পটা নিশ্চয় খুব ভালই হয়েছে। তোমরা যদি আমার কাছে কেবলি খুব ভালই আশা করতে থাক তাহলে চলবে না— আশাটাকে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে রেখে দেবে।

আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন তাতে বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উল্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত হবে— একবারে মূলতত্ত্বে ঘা দেবে— কেবল Physics নয়, কেমিষ্ট্রি, ফিজিয়লজি, এমন কি Psychology পর্য্যন্তে আঘাত করবে। যুদ্ধ তো আরম্ভ হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপের মধ্যে একজন মহারথী— জগদীশ বসুর মত বিশেষ রূপে তাঁরই মত খণ্ডন করেছে। সেজন্যে প্রথমে, প্রফেসার যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলেন— কিন্তু জগদীশ বসুর প্রবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্রশংসাবাদ করে বসুজায়ার নিকট গিয়ে বল্লেন— Let

me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তার পরে তাঁরা ওঁকে ধরে পড়েছেন যে, তুমি ইংলণ্ডে থেকে কাজ কর, ভারতবর্ষে তোমার বিস্তর ব্যাঘাত। ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন— তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি, যে জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণমনে প্রার্থনা করি তাঁর জয় হোক্!

ডাক্তারটি যদি ২০ টাকা বেতন নিয়ে এবং আমার এখানে থেকে আহার করে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে অগ্রহায়ণের আরম্ভ থেকে তাঁকে রাখতে পারি। এখন কার্ত্তিকের অনেকদিন পর্য্যন্ত পূজার ছুটি। আর যদি কুষ্টিয়ায় Practice set up করতে চান ত নগেন্দ্র তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করবে। তুমি এখানে এলে সে সমস্ত আলোচনা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শিলাইদহ * ৫ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আলো ও ছায়ার "মহাশ্বেতা" আমার ভাল লেগেছিল বেশ মনে আছে। আসল কথা আলো ও ছায়া লেখিকার ভাব, কল্পনা এবং শিক্ষা আছে কিন্তু তাঁর লেখনীতে ইন্দ্রজাল নেই, তাঁর ভাষায় সঙ্গীতের অভাব, আমার এই রকম মনে হয়েছিল, কিন্তু আর একবার পড়ে না দেখলে বলতে পারিনে। পৌরাণিকী বলে একটা কাব্য কামিনী দেবী লিখেচেন, দেখেছ? সেটাও ঐ রকম, ভাল করে জ্বলে ওঠেনি। সেই অনির্ব্বচনীয় জিনিষটার অভাব সমালোচনায় বোঝান শক্ত। ভাবটা চিন্তাটা ওজন করে মাপ করে ভাষা থেকে ভাষান্তরে নিয়ে গিয়ে দেখান যেতে পারে, কিন্তু রসটাকে প্রত্যক্ষগম্য করা ভারি শক্ত। সেটা যদি শক্ত না হত তাহলে রসগ্রাহিতার এত আদর হত না। তুমি যখন আসবে আলো ও ছায়াখানি সঙ্গে করে এনো।

আসতে পারবে ত? আমি বোটে যাওয়ার কল্পনাটা পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু তোমার আগমনপ্রত্যাশায় দেবেন্দ্র সেনকে পুনর্নিমন্ত্রণ স্থগিত রেখেছি— কারণ, তোমাকে আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে চাইনে— আতিথ্যের কর্ত্তব্যপালনের হাঙ্গামার ভিতরে বেশ নিভৃতভাবে গুছিয়ে বসতে পারব না— অন্য লোক থাকলে তুমি এখানে এসে গৃহের স্বাদ পাবে না—

তোমাকে অতিথিশালায় স্থান না দিয়ে গৃহে রাখতে ইচ্ছা করি।

কই? প্রদীপ ত আমার হস্তগত হয়নি। তুমি কি গীতিকার সমালোচনা করেছ? দেখবার জন্যে উৎসুক রইলুম— কিন্তু পূজার ছুটি উত্তীর্ণ না হলে পাব বলে আশা করচিনে। প্রদীপে কি তোমার রাস্কিনের উপসংহারটা বেরিয়েছে?

Tolstoyএর What is Art নামক একখানি বই পড়বার জন্যে সুরেন আমাকে পাঠিয়েচেন। আজ হস্তগত হল— এখনো পড়িনি। বোধ হচ্চে Art সম্বন্ধে তিনি একটা কোন নূতন পথে গেছেন। কিন্তু সমস্ত বড় বড় বিষয়ে পথ একটা বই নেই এবং সে পথ অতি পুরাতন— অপথের অন্ত নেই। তুমি আসবার সময় ভেবে চিন্তে দুচার রকম পড়বার বই নিয়ে এস। Le crime de Sylvestre Bonard নামক Anatole Franceএর ফরাসী বই যদি তোমার কাছে বা কোন দোকানে থাকে আমাকে পাঠাতে পার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২

[* ৫ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

শিলাইদহ

৫ই [?১৯] আশ্বিন ১৩০৭

ভাই

এতদিন পরে আজ একটুখানি businesslike চিঠি লিখেছ — রোস, তাহলে পথঘাটের কথা বিস্তারিতরূপে বলা যাক্ :—

সকালে (কলকাতা টাইম্) সাড়ে ছটার সময় যে গাড়ি শিয়ালদহ ষ্টেশন ছাড়ে সেটাকে বলে চাঁদপুর মেল, বনাম চিটাগং এক্স্প্রেস। সেইটে সব চেয়ে দ্রুতগামী এবং সুবিধার গাড়ি। সেটা কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁছয় সকাল ৯৷৷০/১০টার মধ্যে। অর্থাৎ ঠিক স্নানের সময়। কুষ্টিয়ায় নেমে আমাদের বাড়িতে স্নানাহার করে বোটে করেও যাওয়া যেতে পারে, ষ্টীমারে করেও যাওয়া যায়। তুমি যদি এই গাড়িতে এস তা হলে ভোরে উঠে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য ভোরের বেলায় বিদায় লওয়ার ব্যাপারটা একটু করুণরসাত্মক হয় এবং সে রস যদি হতে-করতে একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে পড়ে তাহলে ট্রেন মিস্ করার সম্ভাবনা আছে— সেইটে যদি বাঁচিয়ে কোন গতিকে ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়তে পার তাহলে যাত্রার অবশিষ্ট অধ্যায়-গুলো হুহুঃ শব্দে এগিয়ে যাবে। তোমার নিশ্চয় আসার খবর পেলে আমি কুষ্টিয়ায় উপস্থিত থাক্‌ব— নদীপথটা একত্রে ভোগ করা যাবে। যদি কোন কারণে এ গাড়িটা না পাওয়া যায় তবে

কলকাতা টাইম্ সাড়ে সাতটার সময় যে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ শেয়ালদ ছাড়ে সেইটেতে অধিরোহণপূর্ব্বক বেলা ১॥০/২টার সময় কুষ্টিয়ায় অবরোহণ করতে পারবে— এবং গাড়ি থেকে নেমেই বাক্যব্যয় না করে একেবারেই ষ্টীমারে উঠ্‌তে হবে —এবং ষ্টীমার তোমাকে বেলা ৪/৫টার সময় শিলাইদহের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে পাবনায় চলে যাবে। এ গাড়িটাও যদি ধরতে না পার তবে তুমি দুর্ভাগ্য— তাহলে রাত্রের গোয়ালন্দ মেল্ বই আর গতি নেই-— সেটা ছাড়ে সাড়ে দশটা রাতে এবং পৌঁছয় রাত ২॥০টায়— অতএব এই গাড়িটাকে দুর্জ্জনবৎ পরিহার করবে। ভালমানুষের মত চাটগাঁ মেলেই প্রত্যূষে চড়ে বোস। কিন্তু পত্রখানি যেদিন পাবে সেই দিনই উত্তরে জানিয়ো সোমবারে কোন্ ট্রেনে তুমি ছাড়বে অথবা ছাড়বেনা। নতুবা কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত বৃথা যাত্রা করে ফিরে আসা আমি কিছুতেই উল্লাসজনক বলে বিবেচনা করিনে। চিঠি লেখার পরেও যদি কোন কারণে তোমার না আসা হয় তাহলে যথাসম্ভব সত্বর নিম্নঠিকানায় টেলিগ্রাফ করে দিয়ো :—

Babu Nagendranath Roy Chaudhuri
C/o Messrs Tagore & Co.
Kushtea.

আমি শৈলেশকে লিখে দিয়েছি যে, সে যদি ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে ফেরে এবং শিলাইদা আসা সংকল্প করে তাহলে তোমার কাছে গিয়ে যেন বিজ্ঞাপন করে।

ষ্টীমার থেকে ওঠানামা সম্বন্ধে তোমার যদি কোন সংশয় থাকে তাহলে না হয় বোটে করেই যাওয়া যাবে— একটু সময়-ব্যয় ছাড়া তাতে আর কোন অসুবিধা নেই— কিন্তু সময় যখন অত্যন্ত মহার্ঘ্য নয় তখন সে জন্যে ভাববার দরকার নেই।

বিজয়ার প্রীতি অভিভাষণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩

[শিলাইদহ ॥ ৯ অক্টোবর ১৯০০]

ওঁ

ভাই

আজ এইমাত্র প্রদীপ পাওয়া গেল কিন্তু এখনো পড়িনি। সকাল বেলায় Tolstoyর বইখানা দেখছিলুম ওর সঙ্গে মতে মিলিনে কিন্তু খুব suggestive। আমার ইচ্ছে করচে ওর বিস্তৃত সমালোচনা করে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি— তার মধ্যে আমার মতটা বেশ বিস্তৃত করে বল্‌তে পারি। তুমি রস্কিনে যে তর্ক তুলেচ এতেও তর্কটা তাই— তবে অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে ইস্তক নাগাদ যত মতামতের সৃষ্টি হয়েছে টলষ্টোয় তার একটা চুম্বক দিয়ে তার উপরে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেচেন। এ বইটা যদি না পড়ে থাক ত পড়া আবশ্যক।

ব্যাকরণ ঘেঁটে ফরাসী শেখা আমার কর্ম্ম নয়— একটা বই দিয়ো। আমার লাইব্রেরীতে যে যে ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে তারই কোন একটার original পেলে সুবিধা হয়। Gautierএর Capitane Fiacase, Daudetএর Jack, Maupassantএর Pierre & Jean, No Relation, Goncourtএর Sister Philomene, ইত্যাদি।

চমৎকার শরতের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সে আর কত-বার বলব। রথী এবং আমার শ্যালক বোটে করে পদ্মায়

বেড়াতে গেল। আমি আমার এই দক্ষিণের উন্মুক্ত দরজার কাছে স্থির নিস্তব্ধভাবে বসে বসে ভ্রমণ করব এই প্রকার সংকল্প করেছি।

কিন্তু তুমি করচ কি ? লিখচ না পড়চ না প্রের দলিল তৈরি করচ না চুপচাপ বসে আছ। পূজার গোলমাল ত চুক্‌ল— এখন তোমার শ্রম, না, শান্তি, না ক্লান্তি ?

আমার ছোট গল্প আর অনেকগুলো মাথায় আছে। কিন্তু এখনো আমার পূজোর ছুটি ফুরোয়নি— তাই লেখায় হাত দিতে পারিনি। ছুটি শেষ হলেই একদিন তলব হবে তখন খাতাপত্র হাতে ডেস্কে বসে যেতে হবে। তুমি যে একটা গল্প লিখবে বলে গোপন গুজব তুলেছিলে তার কি হল বল দেখি ? গুজবটাই গল্প হয়ে পড়ল নাকি ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ ফেব্রুয়ারি [১৯০১]

ওঁ

৪ঠা ফাল্গুন [১৩০৭]
শিলাইদহ

ভাই

বাঁচা গেল ! আমার টাকার দরকার বারো হাজার। কিন্তু শুন্‌চি মহাজন ৬০০০ হাজারেই ক্ষান্ত থাকবে— সেটা জনশ্রুতি মাত্র। যদি ১২০০০ বা ১০,০০০ পার যোগাড় কোরো, নইলে ৬০০০ই সই। কিন্তু তুমি এতদিন আমাকে বিধিমতে পরীক্ষা করে দেখ্‌লে, তবু কি করে জান্‌লে যে, প্রমিসারী নোট্‌ কি ভাষায় লিখ্‌তে হয় তা আমার মনে আছে ? একটা খস্‌ড়া লিখে পাঠালেই ত ভাল করতে ! অন্ততঃ টাকাটা নিয়ে অবিলম্বে চলে এস— দ্বিধামাত্র কোরো না। ডিস্‌কাউন্ট্‌ যদি দিতে হয় ত হবে— কি করা যায় বল। আমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব— কারণ, পরিজনবর্গকে পদ্মায় ভাসিয়ে দিয়ে আমার কোথাও নড়া অসম্ভব। তোমার গৃহিণীকে বোলো ঝড়ঝাপটের বিরুদ্ধে আমি তোমার জামিন হতে রাজি আছি। যেখানে এবার আড্ডা নিয়েছি এখানে ঝড়ের প্রবেশাধিকার strictly prohibited। স্থানটি দেখ্‌লে রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর প্রতি আর তোমার কখনো ঈর্ষ্যার উদয় হবে না। ইতস্ততঃ করে আস্‌তে বিলম্ব কোরো না। এই চিঠির উত্তরেই দিনস্থির করে লিখো—

কারণ আমাকে কুষ্টিয়ায় গিয়ে তোমাকে বহন করে আন্‌তে হবে। নিশ্চয়, বিলম্ব কোরো না।

তোমার চিঠিতে অন্য সুখসমাচারের আভাস পেয়ে মনটা পুলকিত আছে— তার বিস্তারিত বিবরণ তুমি একেবারে দেবেনা বলেই বোধ হচ্চে— কৃপণের মত এক এক কড়ি করে বের করবে! যদি এলাকার মধ্যে তোমাকে হাতে পাই তাহলে দস্যুবৃত্তি করে একদমে আদায় করে নেব।

আমি এখন আর শীঘ্র পদ্মার কোল ছাড়চি নে। অন্ততঃ বর্ষা পর্য্যন্ত এখানে কাটাব বলে মন স্থির করে নোঙর ফেলে শিকল বেঁধে ঘরকন্না ফেঁদে বসেছি। অতএব

এস এস বঁধু এস, অর্দ্ধেক চরে বস,
নৌকা ভরিয়া তোমায় রাখি।

সঙ্গিনী পড়েছি— খাঁটি সোনা নয়, বিস্তর খাদ আছে— দেখা হলে আলোচনা হবে। প্রমথবাবু এখন বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী সপ্তম স্বর্গে আছেন— তাঁহার শ্যালিকাপতি গর্দ্দভটা কোন্ মাঠে ঘাস খাইয়া চোখ্ বুজিয়া জাওর কাট্‌চে (গাধা বুঝি জাওর কাটে না— ভুল হল) আমি তাই ভাবি! সে লোকটার উপরে আমার উত্তরোত্তর অশ্রদ্ধা হচ্চে। আমি আজ প্রমথবাবুর সুখালসগদ্‌গদ একখানি চিঠি পেয়েছি।

এখান থেকে পোষ্টাপিস্ দূরে পরপারে— অতএব শীঘ্র শেষ করি। তুমি অবিলম্বে আসবার ব্যবস্থা কোরো!

বিবাহের দিন কবে?

তোমার

শ্রী

যদি তোমার আস্‌তে নিতান্তই দেরি হয় পত্রোত্তরে প্রমিসারি নোটের একটা আদর্শ লিখে পাঠিয়ো।

[পাবনা * ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০১]

ওঁ

ভাই

কিছুদিন থেকে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রাতঃকাল থেকে রাত দেড়টা পর্য্যন্ত লেশমাত্র অবসর পাইনে— গৃহিণীর অবস্থা ততোধিক। তোমাকে অনেক দিন থেকে চিঠি লেখবার সঙ্কল্প করচি কিন্তু কোন মতেই হয়ে উঠ্‌চে না। অবশেষে ভারতী থেকে চিরকুমারসভার তাগিদ আসাতে নিতান্ত বিব্রত হয়ে আজ সকালে কোনমতে একটা নিভৃত কোণ খুঁজে নিয়ে একটা বড় কেদারায় বসে তারি হাতার উপর কাগজ রেখে রচনায় মন দিয়েছিলুম— এমন সময় বহুকাল পরে ডাক-যোগে তোমার পরিচিত হস্তাক্ষর লেফাফার উপর থেকেই আমাকে সাদর অভিবাদন দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম হতে মুহূর্ত্তের মধ্যে আহ্বান করে নিলে। কিন্তু চিঠির মধ্যে যে অবসাদ ক্লান্তি এবং উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে তাই দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলুম। তোমাকে তোমার সমস্ত সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে কি উপায়ে যে একটা নিরাপদ বন্দরের মধ্যে আকর্ষণ করে আনব আমি ত কোনমতেই তা ভেবে পাইনে। অল্প মূলধনে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতির আশঙ্কা বর্জ্জন করে কি করে এমন ব্যবসায় চালান যেতে পারে যাতে তোমার চলতে পারে? সম্প্রতি কলকাতার একজন মাড়োয়ারী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরাজ আমাদের

সঙ্গে অর্দ্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়— যা কিছু খরিদ হবে তার অর্দ্ধেক খরচ আমাদের অর্দ্ধেক তাদের— তারা নিজব্যয়ে কলকাতার Establishment চালাবে আমরা নিজ-ব্যয়ে কুষ্টিয়া চালাব— আমরা খরিদ করব তারা বিক্রি করবে— লোকসানের সম্ভাবনা দেখলে অল্পের উপর দিয়েই কাজ বন্ধ করে দেব -- এই রকম একটা প্রস্তাব চলচে— তুমি কি এ রকম কাজে হাত দিতে ভরসা পাবে? মূলধন পাঁচ হাজার এমন কি তার কম দিলেও চলে— লাভ যদি হয় যথেষ্ট হতে পারে— লোকসান হলে যাতে যথেষ্ট লোকসানের চেয়ে কম হয় সে জন্যে সতর্ক হওয়া যেতে পারে— কিন্তু লোকসানের লেশমাত্র আশঙ্কা থাকলেও কি তোমার কাজ করা পোষাবে? এ বৎসর কালি-গ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি— কেবল আখের কল পূর্ব্ববৎ চলচে। তুমি যদি আখের কলে টাকা ফেলতে চাও আমাদের আপত্তি নেই— কিন্তু আখের কল সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তার কারণ আছে— তোমাকে আমাদের কোন বিপদের মধ্যে জড়াতে ইচ্ছা করে না। কুষ্টিয়ায় আর একটা কাজ হতে পারে— নদীর ধারে খানিকটা জমি নিয়ে গোলাপের ক্ষেত করে কলকাতা market-এ ফুল supply করা। তাতে হাজার দুয়েক টাকা মূলধন লাগবার কথা— নগেন্দ্র সেই কাজে প্রবৃত্ত হবার সঙ্কল্প করচে— তুমি যদি ইচ্ছা কর তার সঙ্গে যোগ দিতে পার— কাজটা লাভজনক বলে অনেকে ভরসা দেয়। তুমি ফুলের market-এ খবর নিলেই

জানতে পারবে গোলাপ তারা কি মূল্যে খরিদ ও বিক্রি করে। এ অঞ্চলের নদীতীরের বেলে জমি গোলাপের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল soil। টাকাটা ফেলে এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে— কিন্তু অল্প টাকা এক বৎসর পড়ে থাকলে বোধ হয় বেশি কষ্টকর না হতে পারে। তুমি যদি একবার এদিকে এসে পড়তে পার তাহলে এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করা যেতে পারে। গোলাপের ব্যবসায় তোমার মত সৌন্দর্য্যপিপাসুর উপযুক্ত হতে পারে— এতে তোমার কোন এক ছেলে লেগে থাকতে পারে। ভেবে দেখো। তোমাকে কেবল কাজের চিঠি লিখলুম— কিন্তু সেটা আমার আন্তরিক উদ্বেগবশতঃ।

গোলমালের মধ্যেও গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেচি। এখন অতিথির প্রতি মন দিতে চাই।

-তোমার রবি

১৩৬

[ফেব্রুয়ারি ?, ১৯০১]

ওঁ

ভাই

আমার অতিথি পালিয়েছেন— কিন্তু তবু আমি ভালরকম অবসর পাইনি। কারণ চৈত্রের চিরকুমার আতিথ্যের হাঙ্গামে মুলতুবি পড়েছিল— সেটা শেষ করে ফেল্‌তে হল— মনে করচি এবারে না থেমে একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে একটানা উপসংহারে গিয়ে উপস্থিত হব। নাটোরকে সেই বিনোদিনীর গল্পাংশ একদিন শোনান গেল – তাঁর খুব ভাল লাগল। শোনাতে গিয়ে সেটা লিখে ফেলবার জন্যে আমারও একটু উৎসাহ হয়েছে— কিন্তু অন্য সমস্ত খুচরো লেখা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটায় হাত দিতে ইচ্ছা আছে। এদিকে খুচ্‌রো লেখা রক্তবীজের ঝাড়, একটা যেতে না যেতে আর দশটা এসে উপস্থিত হয়— অথচ সেগুলো মাথা থেকে ঝেটিয়ে না ফেল্লে মনটা কোন বড় লেখা লেখবার মত শান্তি ও অবসর পায় না। নাটোর না এসে পড়লে এতদিনে আমি চিরকুমার শেষ করে ফেলতে পারতুম। তোমাকে গোলাপের ব্যবসার যে প্রস্তাব করেছিলুম তাতে তোমার সম্মতি আছে কি ? ৫০০ টাকার বেশি দিতে হবেনা। কিন্তু টাকাটা বছরখানেক শূন্য পড়ে থাক্‌বে। নগেন্দ্রকে তোমার কথা বলেছি— তাতে তার যথেষ্ট উৎসাহ হয়েছে। যদি তুমি ফুলের দাম প্রভৃতি সম্বন্ধে বাজারে একবার সন্ধান করে দেখ ত ভাল

হয়। Amateur Rose Gardener বলে একটা বই আছে— তোমার অবকাশমত Newmanদের সেটা আমার শিলাইদহ ঠিকানায় পাঠাতে বলে দেবে? তুমি ইতিমধ্যে একবার এ অঞ্চলে আস্‌তে পারলে ভাল হয়। এখন ত পথঘাট পরিচিত, তাছাড়া নগেন্দ্র তোমার পাণ্ডা আছে— একেবারে কুষ্টিয়ার ঘাট থেকে আমাদের বোটের ঘাটে এসে উপস্থিত হবে— তার পরে এখানকার সুবিস্তীর্ণ নির্জ্জনতায় পৃথিবীর সমস্ত অশান্তি বিস্মৃত হতে পারবে— সংসারকে তখন খুব প্রকাণ্ড এবং প্রবল বলে মনে হবেনা। এরকম বিজনবাসের অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে বোধহয় কখনো হয়নি— যদি চেষ্টা করে দেখ এর মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিষ মিলবে। ডাক্তার কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? এখন থেকে পাবনার ঠিকানায় না লিখে পূর্ব্ববৎ শিলাইদহের ঠিকানায় পত্রাদি পাঠিয়ো।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্র

[১৩ ?, মার্চ্ ১৯০১]

ওঁ

ভাই

ভাবিয়াছিলাম বৈষয়িক চিঠি লিখিব না। কানে ধরিয়া লেখাইল। আজ আমলার সাহা বাবুরা তাঁহাদের টাকাটা তুলিয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। ১২,০০০ টাকা, দশ টাকা হারে সুদ। ওদিকে সুরেন এখন বায়ুপরিবর্ত্তনে কটকে গেছে— মহাজন টাকাটা ৯।১০ দিনের মধ্যেই চায়। অবস্থা এইরূপ! কি পরামর্শ দাও? আপাততঃ আপনা-আপনি কারো কাছ হইতে (যথা চন্দ্র ব্রাদার্স্) যোগাড় করিয়া দিতে পার? লেখাপড়ার হাঙ্গামা করিতে গেলে সুরেনকে পাইব না— আমার পক্ষেও বিষম অসুবিধা। সুরেন কটক হইতে ফিরিলে যাহা হয় একটা গতি করা যাইবে। তোমার নিজের দায় যথেষ্ট আছে তাহার উপরে পরের ঝঞ্ঝাটও তোমারি ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। যদি সুযোগ ঘটাইতে পার ধন্যবাদ দাবী করিতে পারিবে, না পারিলেও কৃতজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

তোমাকে খবর দিয়াছিলাম ঝড়ের ভয়ে তটস্থ হইবার উপক্রম করিতেছি— কিন্তু পরাভব স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। পদ্মার প্রান্তে একটি বেশ নিরাপদ স্থান পাইয়াছি— সেইখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি— সে জায়গাটা ঝড়ের এলাকা-বহির্ভূত। অতএব তুমি আসিলে জলের মধ্যে নির্ভয় আশ্রয় পাইতে পারিবে।

শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন— সে জন্যে আমাকেও যথেষ্ট ঠেলাঠেলি লাগাইয়াছেন। এখন দিবাবসানে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে— এখন কি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে? এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে এখন সকল রকমেরই দোকানপাট বন্ধ করিয়া বাড়ি পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি— সেখানকার সন্ধ্যাদীপশিখা কেবলি চোখে পড়িতেছে— এমন সময়ে দেনা-পাওনায় টানাটানি করিতে থাকিলে কি প্রাণ বাঁচে?

আজ রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখিতেছি— আশা করি এত ক্ষণে তুমি শান্তিশয্যায় শয়ান— কোন দুশ্চিন্তা তোমার সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত করিতেছে না।

প্রমথবাবুর খবর কি? সঙ্গিনী পড়িয়াছ?

তোমার শ্রী

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের কুষ্ঠিগুলা লইয়া করিতেছ কি? এদিকে পরমায়ু যে অবসান হইতেছে।

১৪ মার্চ [১৯০১]

ওঁ

ভাই

কাল রাত্রে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছি আজ তার একটা পরিশিষ্ট দিচ্চি দুটোই এক সঙ্গে পাবে।

আমলার সাহাবাবুরা বোধ হয় পূরা টাকা না পেলেও ৫/৬ হাজার পেলেই আপাততঃ ঠাণ্ডা থাক্‌বেন তাঁদের কর্ম্মচারী আমাদের অ্যাসিস্টাণ্ট্ নায়েবের কাছে এমনতর আভাস দিয়েছেন। তা যদি হয় তবে অন্ততঃ ঐ রকম পরিমাণ টাকাটা সংগ্রহ করে দিলে একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পাই। দোহাই তোমার সুদটা যাতে ১০ পার্সেন্টের বেশি না হয় সেই চেষ্টা কোরো। নইলে বহু দুঃখজালে জড়িত হতে হবে। নিতান্তই অসম্ভব হলে ১২ পার্সেণ্টই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে— কিন্তু এ টাকাটা একটু চেষ্টা করে তোমাকে সংগ্রহ করতেই হবে— কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।

কাল আমরা পদ্মার আর এক কোলে যাব। ঝড়ের তাড়নায় পদ্মার এক কোল থেকে অন্য কোলে আশ্রয় নিতে হচ্চে— দেনার বিপ্লবে এক মহাজনের হাত থেকে অন্য মহাজনের হাতে যাওয়ার মত। আশা করচি নৌকাডুবি হবেনা।

এই কাজটি সমাধা করে conquering heroর মত তুমি এখানে চলে এস— অন্য কোন বাধার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র কোরো না। ইতি ১লা চৈত্র।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্র

১৮ মার্চ ১৯০১

ওঁ

ভাই

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন কিছুদিন সুনিদ্রার প্রত্যাশা করি। টাকাটা তুমি যদু চাটুয্যের হাতে দিলে সে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। তোমার চিঠি পেলেই আমি তাকে তোমার ওখানে যেতে বল্‌ব।

সাহিত্যারণ্যে দীর্ঘকাল বনবাস যাপন করেছি— এখন কিছু-দিন অজ্ঞাতবাসের খুব দরকার ছিল— তার পরে রাজত্বলাভের দাবী করতে পারতুম— কিন্তু বঙ্গদর্শন ভারতী আবার আমাকে টানাটানি আরম্ভ করেছে— এ সময়ে আমার কিছুতেই বেরতে ইচ্ছা করচেনা। কি করা যায় বল ত? কোথায় পালাই?

আমার নৈবেদ্য ১০০ পেরিয়ে গেছে। ওদিকে আদি সমাজ প্রেসে ছাপাও আরম্ভ হয়েছে। ভেবেছিলুম ৫০টার বেশি হবে না— হতে হতে জম্‌তে জম্‌তে দ্বিসংখ্যক অঙ্ক থেকে ত্রিসংখ্যক অঙ্কে এসে পৌঁচেছি।

রামানন্দবাবু প্রবাসী বলে একখানা পত্র বের করচেন— আরম্ভ সংখ্যায় একটা কবিতা লিখে দেবার জন্যে আমাকে খুব চেপে ধরেছিলেন— খান চারেক চিঠি উপ্‌রি উপ্‌রি লিখেচেন —আমার নৈবেদ্যের শেষ কবিতাটি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেটা সনেট নয়— একটি বড় সড় ব্যাপার— তার নামও

"প্রবাসী"। ওদিকে ভারতী বৈশাখে একটি মাঙ্গলিক চান্— কিন্তু ফরমাসমত আমার মাথায় কিছুই আস্‌চে না। ইতিমধ্যে চিরকুমারটা বৈশাখেই নিশ্চয়ই শেষ করতে হবে। বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসতে পারচি নে।

বঙ্গদর্শন যদি বের হয়, তোমাকে ত আসরে নাব্‌তেই হবে— হাল্ বঙ্গদর্শন বৈঠকে তোমার একটা গদি ত পড়বেই— কিন্তু তোমার ঝঞ্ঝাটের যেরকম লম্বা ফর্দ্দ দেখা গেল তাতে সে গদি দীর্ঘকাল শূন্য থাকবার আশঙ্কা দেখ্‌চি। তার চেয়ে পালাও পালাও— পালিয়ে এখানে ডুব দাও— আফিস্ এবং তোমার দলবলগুলি সুদূরে মাথা চাপ্‌ড়ে মরুক্! এখানে Extradition Treatyর জোর নেই— তোমাকে কেউ টেনে বের করতে পারবে না।

গরম পড়তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু রাত্রি ও সকাল বেশ রীতিমত ঠাণ্ডা! অলমতি বিস্তরেণ। ইতি ৫ই চৈত্র ১৩০৭

তোমার শ্রীরবীন্দ্র

১৪৮

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই

আজ তোমার চিঠি পেলুম। আমরা এতদিন বহুদূরে খোলা পদ্মার মধ্যে বাস করছিলুম এখন শিলাইদহের অনতিদূরে পদ্মার একটি কোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। এখানে ঝড়ে ঝঞ্ঝায় নিরাপদে থাকা যাবে। ক্রমে গরম পড়ে আস্‌বে, বালি উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌বে, দিনান্তরম্য গ্রীষ্মকাল এসে উপস্থিত হবে, কিন্তু আমি পদ্মার কোল সহজে ছাড়চি নে। অতএব আরও দিন দশ পনেরো বাদে যদি তুমি এসো তবে আমাদের কাছ থেকে এবং এখানকার বালুতটবাসিনী নিদাঘশ্রীর কাছ থেকে খুব Warm reception পাবে। তোমার মাছের ব্যবসায়ের প্রস্তাবটা আমার কাছে মন্দ লাগ্‌চে না— শ্যালার কাছে লিখে এর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ফুলের ব্যবসায়ের যতটা খবর নিতে পেরেছি তাতে ওটাকে নেহাৎ আকাশকুসুমের ব্যবসা বলে বোধ হচ্চে— মাণিকতলার মালী-সম্প্রদায় বল্‌চে আমাদের পুঁজি অল্প, নইলে আমরা এরকম সুযোগ পেলে বেঁচে যেতুম। যাই হোক্‌ এখনো হাতে সময় আছে। বৈশাখ মাস থেকে কাজ স্নুরু করতে হবে, তার পূর্ব্বে জমি খালি পাওয়াই যাবে না। কুষ্টিয়ায় বিঘা পাঁচ ছয় জমি আমাদের হাতে আছে।

তুমি আসার পূর্ব্বেই চিরকুমার সভাটা লিখে শেষ করে ফেল্‌ব। তার পরে ভয়ানক নিশ্চিন্ত— মনের সাধে দেদার কুঁড়েমি করতে পারব।

তোমার রবীন্দ্রনাথ

১৪১

[মার্চ, ১৯০১]

ওঁ

ভাই

তুমি ত আমাকে কলকাতায় যাবার জন্যে লিখেছ— আমিও অনেকদিন থেকে যাব-যাব করচি— কিন্তু প্লেগের ভয়ে গৃহিণী যেতে দিচ্চেন না। আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়িতেই দুজন মেথরের প্লেগ হয়েছে এ অবস্থায় কোন জরুরী কাজের ওজর দেখিয়ে যে আমি ছুটি পাব এমন আশামাত্র নেই। চেষ্টা করে অবশেষে ক্ষান্ত হয়েছি। পত্রদ্বারা যতদূর হতে পারে সেই উদ্যোগেই আছি। বোধ হয় কাল অথবা পরশু একটা উত্তর পাব। সময় খুব খারাপ যাচ্চে।

প্লেগটাকে কোনমতে ঘরে ঢুক্‌তে দিয়ো না— তোমার সভায় বেগার কার্জের উমেদার আনাগোনা করে— সেই সঙ্গে ইনিও যেন গিয়ে উপস্থিত না হন। যোড়াসাঁকোর মত সুরক্ষিত জায়গায় যদি এর গতিবিধি ঘটে তাহলে তোমার বাড়ির জন্যে বিশেষরূপ আশঙ্কার কারণ মনে উদয় হয়।

আজ তবে স্নান করতে যাই। বেলা হয়ে যাচ্চে।

তোমার র

ওঁ

ভাই

আজ শনিবার। তুমি যদি সোমবার নিশ্চয় এস তাহলে আশা করি আগামী কাল খবর পাবই। কারণ, তোমাকে কুষ্টিয়ায় ভোজন করিয়ে সেখান থেকে আনাতে চাই।

সেই পুরাতন শিলাইদহের ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি। আজ সকালে চলে এসেছি। সেখানে সকলের শরীর মন পীড়িত হতে আরম্ভ করেছিল। গরমটাও ক্রমে হঠাৎ বেড়ে উঠ্‌তে লাগল— ঝড়ের আশঙ্কাও আকাশের এ কোণে ও কোণে দেখা দিতে লাগল— আম্‌লাবৃন্দ এবং প্রজাবর্গও অনুনয় আরম্ভ করে দিলে— দস্যুভয়েরও অল্পস্বল্প সূচনা হল— অতএব আর অপেক্ষা করতে পারলেম না।

শুক্লপক্ষ অবসান হবার পূর্ব্বেই শিলাইদহে তোমার অভ্যুদয় হবে এই রকম আশা করা যাচ্চে।

বেলার যৌতুক সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। মোটের উপর ১০,০০০ পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করতে পারি। সেও সম্ভবতঃ কতক নগদ এবং কতক instalmentএ। অবশ্য instalmentএর ব্যবস্থা আমার পক্ষে হিতকর নয়— কিন্তু নিতান্তই যদি অনটন হয় তবে উপায় নেই। সম্ভবতঃ এখন cashএ অতি অল্প টাকাই আছে— বাবামশায় কখনো ঋণের প্রস্তাবে সম্মত হবেননা— অতএব এত কাল পরে এই দুঃসময়ে কোনমতে আমি বড়

যৌতুকের কথা তুল্‌তে পারিনে। সাধারণতঃ বাবামহাশয় বিবাহের পর দিন ৪।৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে থাকেন— সেজন্যে কাউকে কিছু বল্‌তে হয় না। বিশ হাজার টাকার প্রস্তাব আমি তাঁর কাছে উত্থাপন করতেই পারব না।

আমাদের যোড়াসাঁকোর গলিতেই তুজন লোক প্লেগে মারা গেছে এবং তুজন মুমূর্ষু— সে জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। তোমাদের পাড়ার কিরকম অবস্থা ?

চিরকুমার সভাটা, মনে করচি, আজই লিখে একেবারে ইতি করে দেব। তাহলে একটা বড় ভূত আমার কাঁধ থেকে নেবে যাবে। চৈত্রের ভারতী পেয়েছ বোধ হয়।

শ্রীশ বাবু পালামৌ থেকে বঙ্গদর্শনের তাগিদ লাগিয়েছেন— আমি কোথায় পালামু ? তুই ভাইয়ে মিলে নিকটে এবং দূরে থেকে আক্রমণ করবে— এবারে বোধহয় মরণং ধ্রুবং !

তোমার

২৪ মার্চ ১৯০১

ওঁ

ভাই

এখনো অন্যত্র টাকা পাইবার আশা আছে তাই তোমাকে কিছু লিখিতে পারিতেছি না। যদি ফস্কিয়া যায় তবে শুক্রবারেই তোমার টাকাটা লইব।

যৌতুক সম্বন্ধে কাল তোমাকে খোলসা লিখিয়াছি। যাহা অসাধ্য জানি তাহার জন্য চেষ্টা করা অনর্থক। বাবামশায়কে বিরক্ত ও পরিবার-সুদ্ধ সকলকে অসন্তুষ্ট করিয়া আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নই। এ সময়ে তাঁহাকে উৎপীড়ন করা আমি কিছুতেই পারিবনা। বারম্বার পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে কৃতকার্য্য হইতে পারি কিন্তু তাহা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব— এবং আমার পিতার কোন পুত্রই বিশেষ প্রয়োজনের স্থলেও এমনতর করিয়া নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

তোমার আজিকার পত্রে সোমবারে যাত্রার কোন উল্লেখ নাই। চৌঠা এপ্রিলেরও কোনও প্রসঙ্গ দেখিলাম না— আশা করি তোমার যাত্রার তারিখ ক্রমাগতই পিছু হঠিতে থাকিবে না।

কাল চিরকুমারসভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি— এমন সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য শ্রীশ শৈলেশ দুই ভাইয়ের নিকট হইতে বন্দুকের দুই চোঙ ভরা

অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে— কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই। তোমাকে সম্পাদক পাকড়াও করিবার জন্য শৈলেশকে উত্তেজিত করিয়া পত্র লিখিয়াছি। বেগার খাটুনির তাগিদে নানা লোক তোমার দ্বারে ধন্না দেয়— আরেকটা ধন্না বাড়িলে বোঝার উপর শাকের আঁটি পড়িবে। পরের অনুরোধে লক্ষ্মীর দলিলপত্র ফসাফস্ লেখ, আর সরস্বতীর মৌরসী দলিল কেন না লিখিবে? পত্র প্রাপ্তিমাত্র Show cause why।

কাল রাত্রেই একটা ঝড়ের বাচ্ছা নদীতীরে শিকার সন্ধানে গিয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া আমাদের কুঠিবাড়ির চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছিল। অতএব ঠিক দিনেই আসিয়াছি।
১১ই চৈত্র ১৩০৭

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[মার্চ ১৯০১]

ওঁ

ভাই—

অল্পদিনের মধ্যে শোধ দিতে হবে শুনে এবং ডিস্কাউন্টের আশঙ্কায় আমি অন্য স্থানে চেষ্টা করে ৯ পার্সেন্টে কৃতকার্য্য হয়েছি। যদি দীর্ঘকালের মেয়াদে হাজার দশেক যোগাড় করে দিতে পার তা হলে সুবিধা হয়— কিন্তু খরচায় এত বেশি পড়ে যায় যে ভেবে দেখ্‌তে গেলে তাতে আমাদের বিশেষ সাহায্য হয় না— বরঞ্চ একটু ক্ষতিই হয়। সেই জন্যে ইতস্ততঃ করতে হয়। যাই হোক্, আসন্ন সঙ্কটটা হয় ত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব। যদি নিতান্ত ঠেকে, তাহলে হাজার পাঁচ ছয় সংগ্রহ করতে কি তোমার ক্লেশ হবে ?

পদ্মার এ প্রান্ত থেকেও তাড়ালে। মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত বালু উড়ে আচ্ছন্ন করে দিচ্চে— এবং এখানকার স্রোতহীন বদ্ধ ['জল'] ক্রমে দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হবার উপক্রম করচে। আমি তোমাকে আহারান্তে লিখ্‌তে বসেছি— ধূলিধ্বজা উড়িয়ে অগ্নিশ্বাস বাতাস গর্জ্জন করে ছুটে আস্‌চে— জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রজারা, পদ্মা থেকে তীরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যে আজ প্রাতে বহুল অনুনয় করে গেছে। উঠ্‌তে হল। চৈত্রের মাঝামাঝি হয়ে এল— এখন আর এই বালুতটে বাস সহ্য হবে না। তুমি কেবল দেরি করে করে পদ্মার আতিথ্য থেকে বঞ্চিত হলে—

অন্ততঃ আর পনেরো দিন আগে তোমার আসা উচিত ছিল। যতদিন সম্ভব ততদিন টেনেটুনে আমরা পদ্মার আশ্রয় ছাড়িনি— এখন নিতান্তই বিদায়ের সময় এসেছে। সেজন্যে তুমি রাগ করে এখানে আসবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে বোসো না। শিলাইদহে বসন্ত শুক্লরজনীর শোভাটা একবার দেখে যেয়ো ?

তোমার শ্রী

১৪৫

[মার্চ ১৯০১]

আমি যথাসময়ে যথাবিহিত উদ্যোগ করতে পারিনে— সুসময় উত্তীর্ণ হয়ে না গেলে আমার কর্ম্মদেবতা সচেতন হন না। যা হোক্, আশাকে খর্ব্ব করে ধৈর্য্য ধরে থাকা যাবে— প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সময় নিশ্চয় আপনি এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু তুমি এরই জন্যে যদি কলকাতায় অপেক্ষা করে থাক তাহলে তোমার আশাও বোধ হয় আমাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। কারণ, ঋণ এবং জামাতা লাভ কখনো সহজে এবং সত্বর হতে দেখি নি— তাঁহাদের যখন শুভাগমন হয় হবে, তাই বলে তোমার আসা সুদ্ধ স্থগিত করা সঙ্গত নয়। এ দিকে প্রতিদিনই গরম বেড়ে যাচ্চে— নদীতীরে যেটা যথার্থ আরামের সময় সেটা ক্রমেই দগ্ধ তপ্ত হয়ে যাবার দাখিল হয়ে আস্চে— মাঝে মাঝে ঝোড়ো মেঘ আকাশের ঈশান কোণে ভ্রূকুটি করে কয়খানি ক্ষুদ্র বোটের উপর বিদ্যুৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ করচে— অতএব ত্বরয়।

আর নয়! আহার প্রস্তুত— ঘন ঘন দূত আস্চে— এখনো আমার স্নান হয় নি বলে আমার সহধর্ম্মিণী উত্তপ্ত হচ্চেন— সহানুভূতির এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব! বেলা একটা বাজে— তীরের তপ্ত বালুকা থেকে উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস আস্চে।

তোমার রবি

[মার্চ, ১৯০১]

ওঁ

ভাই—

পর্শু খুব একটা ঝড় হয়ে গেছে। কিন্তু ডুবি নি। ডোবা অসম্ভব ছিল না। যাই হোক্, ডোববার ইচ্ছা নেই— তাই সুমতি কানে কানে বলচে, মূঢ়, শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে ফিরে যা!— সুমতির কথার অনুমোদন করবার অন্য প্রবল লোকও আছে— সুতরাং পদ্মাচরচারণ পরিহার পূর্ব্বক কুঠিবাড়িতে উঠিতে হইবে— অতএব বিদায় হে নিষ্ঠুরা হে ভীষণা হে মোহিনী হে প্রেয়সী পদ্মা!

কিন্তু তাই বলে তোমার আসবার ব্যাঘাত না হয় যেন! যখন যাত্রাই স্থির করেছ এবং সম্ভবতঃ যথাস্থান থেকে যথোচিত-ভাবে বিদায় গ্রহণ করেচ,— তখন এতটা প্রভূত উদ্যম ব্যর্থ না হয়!

চিরকুমার সম্বন্ধে সাক্ষাতে আলোচনা হবে— ব্যবসার কথাও ভুলবনা। আমার শাশুড়ি এবং শ্যালকজায়া আমার অতিথি, অতএব ব্যস্ত আছি।

পুনর্দর্শনায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[মার্চ, ১৯০১]

ওঁ

ভাই

Life Policy নিতে রাজি আছি— কত টাকার নেওয়া আবশ্যক এবং তার ব্যয় কি রকম একটু আভাস দিয়ো। বয়স, ৪১শে পড়ব।

Easter ছুটিতে লোকেনকে ডেকেছি— আস্‌তে পারবে কি না জানিনে— কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে তোমরা দুজনে একত্র হলে বেশ জমে উঠ্‌বে আশা করচি। তোমরা পরস্পরের কাছে সুপরিচিত হও এই আমার ইচ্ছা।

অতুলচন্দ্র (ছদ্মনাম বীরেশ্বর গোস্বামী) তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসি হয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন— যেন, তুমি কাউকে খুসী করলে তার কৃতজ্ঞতার অংশে আমারও দাবী আছে।

বিনোদিনী লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি— কিন্তু তার উপরে ভারতী এবং বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন, ভারতী প্রত্যহই তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি আমার দ্বারে ফেরাচ্চেন। এমন করলে আমি ত আর বাঁচি নে।

আকের গুড় তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্চি— মূল্য এখন ফস্ করে নিচ্চি নে— যতটা সাধ্য তোমাকে ঋণী করে রাখা যাক্— মিষ্টের ঋণ, সুবিধা পেলে, কোন এক সময় মধুরেণ শোধ করে নেওয়া যাবে।

বাচা মাছ এখন পাওয়া দুঃসাধ্য। তা ছাড়া সে মাছ গরমে অতি শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। পাঠাবার তর সবে কিনা সন্দেহ। যদি লোভ থাকে ত ঈষ্টরের মধ্যে এসে খেয়ে যেয়ো। এখানকার সব ভাল জিনিষ যদি তোমাকে পাঠিয়ে দিই তাহলে সশরীরে আসবার তাগিদ্ থাক্‌বে কেন? ডাক্তার মাঝে মাঝে তোমার শুভাগমনের তথ্য নিয়ে যান— উত্তরোত্তর তিনি হতাশ হয়ে পড়চেন বলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে

তোমার রবি

ওঁ

ভাই

চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল— ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম— যেমন করে হোক্ শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুন্‌লুম শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আস্‌চে— তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে। সকল সময়ে কি মেজাজ ঠিক থাকে? চৈত্রের কুমারসভা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেচ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শমতে ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্ত্তন করে দেবার চেষ্টা করব। বৈশাখে কুমারসভার উপসংহারটা পড়ে তোমাদের কি রকম লাগে জান্‌বার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে। নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবল মাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি— মনের সে অবস্থায় কখনো রস নিঃসারণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েচে কি না নিজে বুঝ্‌তে পারচি নে। একবার সমস্ত জিনিষটা একসঙ্গে ধরে দেখ্‌তে পারলে তবে ওর পরিমাণ-সামঞ্জস্য বিচার করা যায়— সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।

আজ এখানে শৈলেশের আসবার কথা আছে। বিনোদিনী সম্বন্ধে একটা সুবিধা এই যে অন্ততঃ মাস তিনেকের মত লেখা সংশোধন করে ঠিক করে লিখে রেখেছি— সুতরাং কতকটা রয়ে বসে ওটা সমাধা করতে পারব। কিন্তু তবু খণ্ড খণ্ড করে এ রকম গল্প বেরলে জিনিষটা অসমান হয়ে পড়ে। সব জায়গা ত সমান সরস ও কৌতুকাবহ হতেই পারে না — সুতরাং মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে হতাশ হতোদ্যম হতে হবেই। এ রকম বই সবটা একসঙ্গে না পড়লে এর উত্তরোত্তর বিকাশ এবং ঘনায়মান পরিণাম পাঠকের মনে দৃঢ় করে বসে না। এ গল্পে ঘটনাবাহুল্য একেবারেই নেই, সেই জন্যে এটা ক্রমশঃ প্রকাশের যোগ্য নয়— কিন্তু মাসিক পত্রিকার করাল কবল থেকে এ'কে যে বাঁচাতে পারব এমন আশা করিনে। সেকালের দৈত্যকে যেমন পালা-ক্রমে এক একটি নর-খাদ্য দিতে হত— এ কালে মাসিক পত্রকেও সেই রকম এক একটি সাধের রচনা পর্য্যায়-ক্রমে দিয়ে শোক করতে হয়। ভারতীর জন্যে আজকালের মধ্যেই একটা লেখা সুরু করতে হবে— আজ খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন এসেছে। গুড় পেয়েছ ?

তোমার র

ওঁ

ভাই

এই মাত্র সত্যর কাছ থেকে পত্র পেলুম। সে লিখ্‌চে এখন বাবামশায়ের কাছে দরবার করার অনেক বিঘ্ন— বৈশাখের আরম্ভে বিঘ্ন দূর হলে কথাটা উত্থাপন করা তার মত— আমিও তাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করলুম। অতএব আপাততঃ ন যযৌ ন তস্থৌ থাকা যাক্। আমি স্বভাবতঃ তোমার চেয়ে কিছুমাত্র কম অধীর নই— কিন্তু আজকাল অনিবার্য্য বাধা বা অকৃতার্থতার কাছে ধৈর্য্যাবলম্বন করে থাকতে চেষ্টা করি— কখন কখন কতক কতক সফল হয়ে থাকি— অকারণ দাহ সৃষ্টি করে জীবনের তেল অনাবশ্যক পুড়িয়ে ফেল্‌তে আর প্রবৃত্তি হয় না— তেল অনেকটা নেবে এসেছে, পল্‌তেও অনেকটা পুড়ে এসেছে— এখন তেলের সঙ্গে অনেকটা পরিমাণে জল মিশিয়ে ঠাণ্ডা না রাখলে আর বাঁচাও নেই।

আজ শৈলেশ আসবার কথা আছে— তাকে সবিনয়ে বঙ্গ-দর্শন থেকে বিরত করবার ['জন্যে'] ডেকে পাঠিয়েছি— হতভাগ্য দেশে প্লেগ বাড়চে এর উপর কাগজ বাড়তে দেওয়া গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং। এখন দুর্ভিক্ষ এবং মারীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার কাল— এখন কে বসে বসে মাথামুণ্ডু রচনা করবে— আর কেই বা বসে বসে মাথামুণ্ড পড়বে ?

তোমার আসবার আশা ছেড়ে বসে আছি। বসন্তশুক্ল-রজনী উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্চে। ইতি কঁয়ই চৈত্র?

তোমার রবি

[৩ এপ্রিল ১৯০১]

ওঁ

ভাই

ভারতীও তাড়া লাগিয়েছে— সুতরাং আমাকে দুটো কলে একসঙ্গে দম লাগাতে হয়েছে। ভারতীর জন্যেও একটা লিখ্‌চি —বিনোদিনীকেও অবহেলা করতে পারচি নে। আজ কাল বেশ একটু গরম পড়ে এসেছে বলে আমার মগজের এঞ্জিনটা বেশ সহজে চল্‌চে, সেই জন্যে এখন আমি ভাবি নে। কিন্তু যা বসন্তের সময় আরম্ভ করা গেল তা শীতের সময় পর্য্যন্ত যদি চলে তাহলেই মুস্কিলে পড়তে হয়— বর্ষার স্রোতে দুটো নৌকো ভাসানো গেল প্রবাহের বেগে আপনি ছুটে যাবে আমাকে লগি ঠেলতে হবে না— কিন্তু ঘাটে পৌঁছবার পূর্ব্বেই যদি জল শুকিয়ে যায় তা-হলেই ঠেলাঠেলি করতে করতে ছাতি ফাটে। চিরকুমার গরমের সময় আরম্ভ করেছিলুম ভেবেছিলুম এই ভাবেই তোড়ের মুখে লিখে যাব— কিন্তু ক্রমে যখন হেমন্তের হিম এবং শীতের কুয়াশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ধরল তখন কল্পনার ডানা প্রতিদিনই জড়িয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল— তখন নিজের উপর এবং লেখার উপর নিতান্তই জুলুম চালাতে হল। ফি বারেই অনিচ্ছা এবং জড়ত্বের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে করতে লেখা সারতে হল। আমার কল্পনা গ্রীষ্ম ঋতুতে ফোটে, বর্ষা এবং শরৎ পর্য্যন্ত থাকে তার পর ঝরতে থাকে। সেই জন্যে সম্বৎসর নিয়মিত যোগান্

দেবার কোন ভার গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসঙ্গত— সেই জন্যেই সম্পাদক হওয়াটা আমার লাইনে নয়— কারণ পঞ্জিকার মাস আমার কল্পনাবিকাশের জন্যে অপেক্ষা করে না এবং ষ্টুপিড্ মাসিক পত্র পঞ্জিকার মাস অনুসারেই চল্‌তে চায় সম্পাদকের সুযোগের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কাকে ঠিক করলে এখনো খবর পাইনি। তার আসবার কথা ছিল— আসেনি, এবং কেন আসেনি তারও কোন কৈফিয়ৎ দেয় নি। তুমি, নগেন্দ্র গুপ্ত, এবং চন্দ্রশেখর মুখুয্যের মধ্যে তারা দোদুল্যমান। তোমার নিত্য অব্যবস্থিত ব্যস্ততার জন্যে তারা শঙ্কিত— নগেন্দ্র গুপ্তকে শৈলেশ ভয় করে এবং চন্দ্রশেখরের উপরেও বড় ভরসা নেই— অতএব আপাততঃ বঙ্গদর্শনের রাজসিংহাসন শূন্য আছে বলেই বোধ হচ্চে-- তুমি টপ্ করে চড়ে' বস না।

তোমার কবিতাটি বেশ লাগ্‌ল— কিন্তু গোড়ার দুই stanzaর মিলগুলো চলনসই হয় নি বলে বিশেষ আপত্তি। সংশোধন করা কাজটা নিরতিশয় দুরূহ— তবু আমি মিলগুলোকে উদ্ধার করবার জন্যে একটু আধ্‌টু উলট পালট্ করেছি— এর উপরে তুমিও একবার হাত বুললেই হয়ে যাবে। এই ছোট কবিতার মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের যে সঙ্গীতটুকু আছে আশা করি সেটা নষ্ট করি নি। যাই হোক্, প্রদীপে কেন দেবেনা? আচ্ছা, আমিও তাকে একটা কবিতা দেবার চেষ্টা করব।

তোমার রবি

ওঁ

ভাই

বিনোদিনীকে লইয়াই ত পড়িয়াছি। তাহার একটা সদ্গতি না করিতে পারিলে আমার ত নিষ্কৃতি নাই। এই অপরিণত অবস্থায় ঐ গল্পটাকে কোন কাগজে দিতে আমার একেবারে ইচ্ছা নয়। গ্রন্থ আকারে সম্পূর্ণভাবে বাহির হইলেই আমার মনঃপূত হয়। কিন্তু একদিকে শৈলেশের তাড়না অপর দিকে অর্থাভাবেরও তাড়া আছে— তাই অপেক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গোটা সাতেক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছি— বিনোদিনী সবে রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিতেছে মাত্র। এটা যদি শৈলেশকে দিতে হয় তবে সেই সঙ্গে আরেকটা গল্প ভারতীকে দিতেই হইবে— সে আমার একটা উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। গল্পের প্লট অনেকগুলাই মাথায় আছে। তাহার মধ্যে দুই একটা ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে মাথার খুলির মধ্যে ঠোকর মারিতেছে— কিন্তু সময় নাই— মনের শান্তি নাই। লোকেনের চিঠি পাই নাই— সে যে কলিকাতার মায়া কাটাইয়া এখানে আসিবে এমন আশা হয় না— তবে যদি দু দিনের মত উঁকি দিয়া যাইতে পারে। তোমার গুড় সংগ্রহ হইয়াছে। এখানকার নায়েব বোধহয় কাল কলিকাতায় যাইবে— তাহার হাত দিয়াই পাঠাইয়া দিব।

আজকাল তোমাদের সংবাদটা ঘনঘনই প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

তোমার রঃ

[১৯০১]

ওঁ

ভাই

শৈলেশ এসেছে। অতএব চিঠিপত্র লেখা কঠিন।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি হব এমন আশঙ্কামাত্র নেই। তবে—

বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
কাঁচা আমগুলো রহে গো পাড়িতে—

শৈলেশ সেই রকম তাগিদের চোটে মাঝে মাঝে আমার কাঁচা লেখাগুলো পেড়ে নিতে ছাড়বে না বলেই বোধ হচ্চে।

ভারতীতে সেই নষ্টনীড়টাকে একটুখানি বাড়িয়ে পাঠান যাচ্চে। কবিতার জন্যে শৈলেশ ধরে পড়েছে— থলি ঝেড়ে ঝুড়ে কিছু দিতেই হবে।

বৈশাখের আরম্ভে কলিকাতায় হাজির হতে চেষ্টা করব। দেখি অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু সেই সময়টা আমার লেখার হিসাবে অত্যন্ত নষ্ট হবে।

স্নানাদির সময় অতীত হয়ে গেছে। আমার স্নানের বিলম্বে জানিনে কোন্ অতিপ্রাকৃত নিয়ম অনুসারে আমার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। অতএব আজ আর বিলম্ব করতে সাহস হচ্চে না।

বিনোদিনীকে তুমি প্রশংসার দ্বারা অধিক প্রশ্রয় দিয়ো না —যদি বিগ্‌ড়ে যায়?

তোমার রবি

১৫৩

[এপ্রিল ১৯০১]

ওঁ

ভাই

তোমারি জিত। কলকাতায় চল্লুম। ৩১শে চৈত্র শনিবার অপরাহ্লে পৌঁছব। রবিবার প্রাতে নববর্ষের উপাসনা— যোড়াসাঁকোয় তোমার সঙ্গে সেদিন সকালে দেখা হবে ত?

তোমার

১৫৪

[এপ্রিল ?, ১৯০১]

ওঁ

ভাই

মনে করেছিলুম সেই ছ হাজার টাকার জন্যে তোমাকে আর বিরক্ত করতে হবে না— কিন্তু আবার দরকার হয়েছে। তুমি চন্দ্র ব্রাদার্সের কাছ থেকে টাকাটার বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে? আমি সোমবারে সকালের গাড়িতে শিলাইদহে রওনা হতে চাই তুমি রবিবারের মধ্যেই টাকাটা দিলে আমার সুবিধা হয়।

কাল অনেক রাত্রে সেই নিমন্ত্রণ সভা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি

তোমার রবি

[শিলাইদহ ? ১ মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

বল কি ? ক্রমাগত পিছিয়ে পিছিয়ে এতদিন পরে যদি লোকেনকে টাকা না দিই তাহলে আমি ইহজন্ম আর মাথা তুল্‌তে পারব না। আমার হৃদয় এ কথায় কোনমতেই সায় দিতে চাচ্চে না। সে তার এখানকার সমস্ত বাজারদেনা প্রভৃতি শোধ করে যাবার জন্যেই এ টাকাটা শীঘ্র চেয়েছে— বিলেত রওনা হয়ে গেলে পর টাকা দিয়ে কি করব ? সুরেনের সঙ্গে তোমার ত দেখা হয়েছে— কোন রকম পরামর্শ হল কি ? টাকাটার জন্যে সমস্ত বিষয় ভারি খিচুড়ি পাকিয়ে আছে— শীঘ্র এর সুব্যবস্থা হলে বাঁচা যায়। কিন্তু যতই তাড়াহুড়ো করা যাক্ না, ১৩ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে বিবাহের আয়োজন করা অসাধ্য হবে বোধ হচ্চে।

তোমার রবি

১৫৬

[মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কাল তোমাকে যে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দিয়ো। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ত হওয়া অসম্ভব, অন্য কোন্ তারিখে হতে পারে তুমিই সেটা পাঁজি পুঁথি মিলিয়ে আমাকে ঠিক করে লিখে দাও না। আষাঢ়ে বোধ হয় কোন লগ্ন নেই। শ্রাবণের ১০ই কি বল? শুক্লা দশমী। সে সময়ে টাকাও হাতে আসবে। বিলম্বে আশঙ্কার কারণ আছে যদি মনে কর তাহলে জ্যৈষ্ঠের ২৮শে তারিখ কৃষ্ণানবমী স্থির করতে হয়।

আমার চিঠির উত্তর এইখানেই দিয়ো। দার্জ্জিলিঙে আমার ঠিকানা কি এখনো তা জানিনে। ইচ্ছা ছিল দীর্ঘকাল দার্জ্জিলিঙে কাটাব কিন্তু বেলার এই বিবাহের উদ্যোগে চট্‌পট্ চলে আস্‌তে হবে।

তুমি ফস্ করে দার্জ্জিলিঙে এসে পড় না। স্যানিটেরিয়মে উঠে পড়তে পার। বোধ হয় মহিমের প্রসাদে রাজাশ্রয়ও পেতে পারবে। তাহলে পরিচয়েরও সুবিধা হবে। এ প্রস্তাব যদি সমীচীন বোধ কর তাহলে যেদিন চিঠি পাবে সেই দিনই ছাড়লে একত্রে দার্জ্জিলিং যাওয়া যেতে পারবে। নচেৎ তার পরদিন ছেড়ো। কারণ আমি হয়ত দিন চারেক থাক্‌ব। কিন্তু

বিবাহের দিন যখন নিশ্চয়ই পিছবে তখন তাড়াতাড়ি ফেরবার কি দরকার আছে? ৬ মাসের রিটার্ণ টিকিট্ই নিই তার পরে যা থাকে অদৃষ্টে।

বাঁকা করে ধরার দরুন চিঠিখানা বেঁকে গেল নইলে [স্বভ]াবত আমার বাঁকা চাল নয় সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

তোমার রবি

১৫৭

[দার্জিলিং * ৯ মে ১৯০১]

ওঁ

দার্জ্জিলিঙে। খবরাদি পেতে নিতান্ত উৎসুক। ঠিকানা :— C/o H. H. The Maharaja of Tippera। অবিলম্বে চিন্তা দূর করবে।

শ্রী

[+ ১৮ মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

এইমাত্র দার্জ্জিলিং থেকে কুষ্টিয়ায় ফিরে এলুম। হয়ত শিলাইদহে গিয়েই তোমার চিঠিতে সমস্ত অবগত হব। যদি চিঠি না গিয়ে থাকে ত আর বিলম্ব কোরো না। কারণ, ২৮শে যদি দিন স্থির হয়, তবে এখনি আমাদের রওনা হতে হবে— নইলে কিছুই গুছিয়ে উঠ্‌তে পারব না। সুরেনকে লিখে দিয়েছি সেই যৌতুকের টাকাটা কিভাবে কখন্ কার হাতে দিলে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ হবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ও স্থির করে আমাকে জানাতে— তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি ?

এর মধ্যে বঙ্গদর্শনের দরখাস্তও পেশ করি। লেখা না পেলে মারা যাব— কারণ, আমি বিচিত্র টানাটানিতে লেখবার সময় করে উঠ্‌তে পারচিনে।

তোমার রবি

অন্যান্য কাজ ও অকাজের কথা সাক্ষাতে নিবেদন করব। তোমার সঙ্গে আমার একটা প্রকাণ্ড বড় ঝগড়া আছে।

১৫৯

[† ২০ মে ১৯০১]

ওঁ

ভাই

ভেবেছিলুম আজ তোমার কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট রচনার একটা নমুনা পাওয়া যাবে। কই?

আমার পক্ষে কলকাতায় যাওয়া ভারি অসুবিধা। কারণ ঝড়ঝঞ্ঝার সময় পরিজনবর্গকে পদ্মার হাতে সমর্পণ করে কোন মতে যাওয়া যায় না। আর কোন বয়স্ক অভিভাবকও এখানে নেই। নগেন্দ্র বরিশালে। অতএব দূরে থেকেই যাতে দেনা পাওনা হতে পারে এমন ব্যবস্থা করে দিয়ো। ব্যস্ত।

তোমার শ্রী

১৬০

[১৯০১ ?]

ওঁ

ভাই

সেই ৬০০০ টাকা শুধিয়া ফেলিতে চাই— যদি হ্যাণ্ডনোট সুদ্ধ একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইতে পার তবে সুবিধা হয় অথবা আর কি করা কর্ত্তব্য লিখিবে। শরীর ভাল নাই। নীতুর অসুখ সেই জন্য উদ্বিগ্ন আছি।

তোমার—

[২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০২]

ওঁ

ভ্রাতঃ

···কলকাতায় গিয়ে আমি দুই একটা কাজে যোগ দিই সত্য এবং গতবারে লোকেনের নববধূকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম সেও ঠিক কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ আর বন্ধুত্বচর্চ্চার অবসর পাইনে। আমি যে কাজ মাথায় নিয়েছি সেই কাজই আমার সমস্ত মন অধিকার করেছে।··· আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ যশ অপযশকে আমি আর লালন করতে চাইনে— আমি বহুল পরিমাণে নির্জ্জন অবকাশ এবং মঙ্গলকর্ম্মের বৃহৎ ক্ষেত্র চাই— এখন প্রধানত এই কর্ম্মসূত্রেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে আমার যোগ— এখন আমার নিজের জন্যে কাউকে আমি বিশেষ করে চাইনে। আমার মঙ্গলব্রতে যাঁরা আমাকে প্রবৃত্ত করেচেন ও সাহায্য করেচেন তাঁরাই সব চেয়ে আমার কাছে আছেন। আর সবাই যেন দূরে গিয়ে perspectiveএ ঝাপসা হয়ে এসেছেন। লোকেন প্রভৃতিরাও এই আমার দূরত্ব অনুভব করেচেন। উপায় নেই। এখন আমি নিজের হৃদয়ের বিলাসবিহারের চর্চ্চায় মন দিতে পারিনে— আমি নিজের কাছ থেকে প্রত্যহ দূরে যাচ্ছি— বন্ধুরাও আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না।···

তোমার—

[+ ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯ ২]

ওঁ

ভ্রাতঃ

আমাকে তুমি আদর্শ চরিত্র কল্পনা করিয়াছিলে— এরূপ অসঙ্গত কল্পনা আঘাত পাইতে বাধ্য। আমি বিনয়ের আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু আমার চরিত্রে নানা ছিদ্র আছে তাহা কোন কালে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। উন্নত আদর্শের প্রতি হৃদয়ের যতটা আকর্ষণ আছে ততটা বল নাই এ কথা আমাকে যে জানে সেই বুঝিতে পারে। ঈশ্বরের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এইটুকু-মাত্র বলিতে পারি— কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝিতে ও অন্যকে ভুল বুঝাইতে চাই না। এখন আমি নিজেকে নিভৃতে রাখিতে ইচ্ছা করি। যদি যথাস্থানে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বল লাভ করিতে পারি তবে সংসার কোলাহলের মাঝখানে নিজের চরিত্রের দ্বারা এবং ঈশ্বরের আদর্শ-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া শান্তি প্রীতি ও মঙ্গলের মধ্যে সহজে বাস করিতে পারিব। এখন আমি আত্মরক্ষা এবং আত্মস্থিতি সাধনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন আমি যত্ন করিয়া সাংসারিক সমস্ত ক্ষোভ মনের চতুঃসীমা হইতে দূর করিতে বসিয়াছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আমার যেটুকু বিচ্ছেদ তাহা বিরোধাত্মক বিচ্ছেদ নহে। মনুষ্যচরিত্রে ইকনমির আবশ্যকতা আছে— সময়বিশেষে

নিজেকে যথাসম্ভব নানা দিক হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া এক দিকে সংহৃত করিতে হয়— লেখাপড়া শিল্পচর্চ্চায়ও এই নিয়ম পালন না করিলে চলে না— জীবনের গভীরতর সাধনাতেও এই নিয়মের প্রয়োজন আছে। যাহা কিছু আমার এখনকার প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল আমি কেবল তাহাই চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করি— আর সকলকে ইহাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতেই হইবে। তুমি আমাকে বড় মনে করিয়ো না— মহৎ মনে করিয়ো না— আমাকে যাহা বলিয়া মনে হইতেছে যদি বা ঠিক তাহা নাই হই তবু আমি সেই রকমেরই একটা কিছু। ভুলও করি, অবিচারও করি, অভিমানও করি— আবার হৃদয়কে মার্জ্জনা করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভেরও চেষ্টা করিয়া থাকি।

তোমার

৩ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

ভ্রাতঃ

… …র পত্রের কাপি পাঠাই :—

"I beg to remind you that you agreed to pay up my money within a year but the year is past and I am sorry to say, you have done nothing towards liquidation so I request you to pay off within the 15th of the current month".

টাকাটা শোধ করিয়া দেওয়া বোধহয় কঠিন হইবে না। কিন্তু এরূপ স্বল্প মেয়াদ দেওয়াতে আমাদিগকে হঠাৎ বিপদে ফেলিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়। এইজন্যই পাঁচ বৎসরের মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা ছিল। যাহা হউক্ এই আকস্মিক বিপৎপাত হইতে বোধ হয় উদ্ধার হইতে পারিব। সুরেনকে … … …র পত্র পাঠাইয়া চিঠি লিখিয়া দিলাম। ইতি ২০শে চৈত্র ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[† ৬ এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

ভাই

পর্শু তোমাকে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতে হইয়াছিল। তাহার একটা কারণ, বিদ্যালয়ে আমাকে ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে হয়— বাকি সময়টায় আগামী নববর্ষের জন্য একটা লেখা লিখিতে হইতেছে— সে লেখা আজকালের মধ্যে শেষ করা চাইই। দ্বিতীয় এই বিষয়টা লইয়া অধিক আলোচনা করিয়া পাছে আমার উপস্থিত কর্ম্মে আমি অক্ষম হই— পাছে দিনের কর্ত্তব্যের ভিতরে চিত্তচাঞ্চল্য আমাকে পরিত্যাগ না করে এই আশঙ্কায় আমি তোমাকে এবং সুরেনকে অতি সংক্ষেপেই এই খবরটা দিয়াছি। দুশ্চিন্তা আমাকে পরাভূত না করে এই আমার একান্ত চেষ্টা ছিল।

তুমি যদি অন্যত্র হইতে সহজে ৪০ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পার তাহা হইলে মুক্তি পাই। আজ সুরেনের পত্রে আর এক জায়গা হইতে টাকা পাইবার আশ্বাস পাইয়াছি— কিন্তু যিনি দিতে রাজি হইয়াছেন তাঁহার হাতে পুরা টাকা না থাকাতে তাঁহাকে কাগজ ভাঙান প্রভৃতির হাঙ্গামে যাইতে হইবে— এবং তাহা হইলে অনেক টাকা লোকসান দিতে হইবে বলিয়া যদি অন্যত্র সহজে পাওয়া যায় ত ভাল হয় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমি সুরেনকে তোমার সহিত দেখা করিতে চিঠি লিখিয়া দিব।

বর্ষশেষের দিন যদি শান্তিনিকেতনে আসিয়া বর্ষারম্ভের দিন এখানে যাপন করিতে পার তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন নববর্ষের উৎসব হইবে। যদি বিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল থাকে তবে তাহা মিটাইবার এই উপযুক্ত সময়— তোমার সঙ্গে আলোচনা করিবারও এই অবকাশ।

তোমার রবি

১৬৫

[৬ এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

ভাই

আমি সুরেনকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে লিখে দিয়েছি। বর্ত্তমানে কি করা কর্ত্তব্য সুরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক কোরো। কিছুদিন থেকে আমার শরীর বড় খারাপ যাচ্চে নইলে আমি কলকাতায় যেতুম। অসুস্থ দেহে কাল রাত্রে ভাল ঘুমতে পারিনি— আজ মাথাটা ঘুলিয়ে আছে— আজ রবিবার সুতরাং সকালেই একটু ঘুমিয়ে নিতে পারব— আজ স্কুলের ছুটি আছে। ইতি রবিবার

তোমার রবি

১৬৬

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

ভাই

শৈলেশ কিম্বা তাদের কেউ নববর্ষ উপলক্ষ্যে নিশ্চয় এখানে আস্‌বে— তুমি তাদের আশ্রয় করে অনায়াসে যাত্রা করতে পার। শৈলেশকে আমিও লিখে দেব। কলকাতায় গাড়িতে কোন গতিকে যদি চড়ে বস, যদি লুপ মেলের গাড়িতেই চড়তে পার তাহলে বোলপুরে সন্ধ্যা ৭৷৷৹টার সময় না এসে পৌঁছে তোমার গতি নেই। বোলপুরে নাবলেই হয় আমাকে নয় আমার দূতবৃন্দকে দেখতে পাবেই। অতএব চিন্তা কোরো না। যদি প্রাণপণ চেষ্টায় প্রমথবাবুকে ধরে আন্‌তে পার তাহলে বেশ হয়। কিন্তু তাঁকে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করতে হবে তাতে কুণ্ঠিত হলে চল্‌বেনা।

সুরেনের সঙ্গে কি তোমার ইতিমধ্যে দেখা হয় নি?

তোমার রবি

১৬৭

২১ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

ভাই

আমার শরীর অসুস্থ ছিল— তা ছাড়া বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ছুটিতে অনুপস্থিত— তাঁদের কাজ আমি চালাচ্চি বলে সময় পাইনে— তাছাড়া বিষয়কর্ম্মের কথা স্মরণ হলেই মনটা কর্ম্মের অযোগ্য হয়ে পড়ে বলে আমি সুরেনের উপর ভার দিয়ে চুপ করে ব'সে আছি। তুমি যে নিয়মে যে যে প্রস্তাব করেচ তা ত আমার কাছে বেশ ভালই লাগ্‌ল— এতে কোন আপত্তিই হতে পারে না। উকিলখরচাটা সম্বন্ধে একটু টানাটানি কোরো। অন্যত্র যেখান থেকে আমাদের টাকা পাবার কথা হচ্চে সেখানে কোম্পানি কাগজ ভাঙাবার discountএ প্রায় হাজার টাকা দিতে হচ্চে আর কিছু লাগ্‌চে না। তুমি সুরেনের সঙ্গে কথা কোয়ো কিম্বা চিঠি লিখো।

এত বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট ও বিঘ্নের মধ্যেও ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বদাই শান্তি প্রেরণ করচেন— অবসাদে আমাকে অভিভূত করে ফেলে নি— সকলপ্রকার সম্ভবপর দুঃখ দৈন্য বিপদ নৈরাশ্যের জন্যে আমাকে অনেকটা সবল ও শান্তভাবে প্রস্তুত করে রাখ্‌চেন এজন্যে আমি আমার বর্ত্তমান সময়কে দুঃসময় বলে জ্ঞান করিনে।

আমার নববর্ষের প্রীতি অভিবাদন গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমার এই নূতন বর্ষকে কল্যাণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে সফল করুন।

এ অঞ্চলে কবে আস্‌তে পারবে? লেখাপড়া সম্পন্ন করবার জন্যে আমার যাওয়া কি নিতান্ত দরকার হবে? আমার এখানে কোন কোন ভদ্রলোক কাজ করবার জন্যে আসবেন, তাঁরা আমার বিদ্যালয়কে তাঁদের এক মাসের সময় দান করবেন —তাঁদের উপস্থিতকালে আমি অবর্ত্তমান থাকলে আতিথ্য ও শিষ্টতার ব্যাঘাত ঘটে। সুরেনকে আমার পূরো আমমোক্তার-নামা দেওয়া আছে— সে ইচ্ছা করলে আমার বাড়ি বিক্রি এবং দান করতেও পারে। ইতি ৮ই বৈঃ ১৩০৯

তোমার

১৬৮

২৭ এপ্রিল ১৯০২

ওঁ

ভাই

তোমার এবং সুরেনের কারো কোন পত্র পাই নি। ক' দিন ধরে আমার শরীরও অসুস্থ যাচ্চে— মাথা ঘোরার একটা উপসর্গ জুটে সকল কাজেই ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এখানে থেকে থেকে খুব ঝড় দেখা দিচ্চে— আজ বিপরীত গুমট করে রয়েছে —লাফ দেবার পূর্ব্বে ব্যাঘ্রী যেরকম গুটি মেরে থাকে প্রকৃতিকে ঠিক সেইরকম দেখাচ্চে। আজ একটা রীতিমত ঝড় হবে বলে আশঙ্কা করচি। আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে দুই একটি অতিথি আস্‌বেন— যদি ঝড়ের মধ্যে পড়েন সেই ভয় করচি। তুমি কবে আস্‌চ ?

পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে ধূলো উড়চে দেখ্‌তে পাচ্চি— ঝড়ের নৃত্য বোধ হয় নেপথ্যেই সুরু হয়েছে— এখনি তার ধূসর আঁচল উড়িয়ে সম্মুখে উপস্থিত হবে। এখানে মেঘ ঝড় বৃষ্টির কোন আব্রু নেই— উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে তার আনাগোনা সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিশে ডাকাত যেমন আগে থাক্‌তে খবর দিয়ে ডাকাতী করতে আস্‌ত এখানকার ঝড়ও সেইরকম আস্‌বার অনেক পূর্ব্বে দিগন্তে তার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। ইতি ১৪ই বৈঃ ১৩০৯

তোমার রবি

[† ৩০ মে ১৯০২]

ওঁ

ভাই

আমি যে তিন চার দিন কলকাতায় ছিলুম এক মুহূর্ত্ত অবসর পাই নি। সেই মোতিচাঁদের টাকার বন্দোবস্ত করতে আমাকে ক্রমাগতই যোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জে আনাগোনা করতে হয়েছে। তোমার ওখানে যাব বলে নিশ্চয় স্থির করেছিলুম কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। শরীরটা অত্যন্ত ভেঙে পড়াতে কিছুদিন বিশ্রাম করবার জন্যে শিলাইদহে এসেছি কিন্তু এখানে এসেও শরীরটা শুধ্‌রে ওঠ্‌বার লক্ষণ দেখ্‌চি নে। তার উপরে এখানকার জমিদারী কাজেও জড়িয়ে পড়েছি।

যাই হোক্ সেই টাকাটার একটা গতি করতে পেরে আপাততঃ একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। দেখা যাক্ সঙ্কট আবার কখন্ আর কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে বঙ্গদর্শন এক মুহূর্ত্ত স্কন্ধ ছাড়ে নি। এই অল্প দিন হল চোখের বালি সমস্তটা শেষ করে শৈলেশের হাতে দিয়েছি। কিন্তু রক্তবীজকে বধ করাই সম্পাদকের কাজ— একটা চুকিয়ে আর একটাকে আক্রমণ করতে হয়— ফের আর একটা গল্প লিখ্‌তে হবে। যাই হোক্ আপাতত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চোখের বালিই আসর অধিকার করে থাক্‌বে।

এখানে প্রত্যহই বৃষ্টি চলচে। এই বৃষ্টিধৌত শ্যামলতার মধ্যে দুপুরবেলাকার রৌদ্রকিরণটি বেশ মধুর লাগে।

তোমার রবি

ওঁ

ভাই—

আমরা যেখান থেকে টাকা ধার নিয়েছি সেখানে আমাদের কোন আশঙ্কা বা তাগিদ্ নেই। নূতন জায়গায় নূতন বন্দোবস্ত করবার খরচপত্র আপাতত অনাবশ্যক।

রেণুকার অসুখ নিয়ে আমি আজকাল ব্যস্ত হয়ে আছি। দীর্ঘকাল থেকে তার জ্বর কিছুতেই উপশম হচ্চেনা— সঙ্গে কাশিও আছে। বোলপুরে তার কোন উপকার হল না— এখন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ু পরিবর্ত্তনের উপযোগী একটা বাড়ির সন্ধানে আছি। আজকাল পশ্চিমে প্লেগের দৌরাত্ম্য— সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে বাড়ি খুঁজচি— এখনো পাইনি – যাই হোক্ শীঘ্রই কোথাও যেতেই হবে।

এ ছাড়া বিদ্যালয় ত আছেই। তাতেও আমার অনেক সময় ও চিন্তা দিতে হয়— এই সকলেরই মধ্যেই সমাহিত হয়ে আছি। তোমার কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে আনবার বিশেষ লোভ ছিল কিন্তু **রেণুকার** অসুখ নিয়ে তোমার ওখানে যাবার সুবিধা করে উঠতে পারি নি।

রথী পরীক্ষা দিতে কলকাতায় গেছে। **রেণুকাকে** কোথাও নিয়ে যাবার উপলক্ষ্যে আমাকেও বোধ হয় এর মধ্যে যেতে হবে। তখন দেখা হবে। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

তোমার প্রস্তাব সুরেনের কাছে লিখে পাঠালুম। বোধহয় কুষ্টিয়ার কারখানা বন্ধক রাখবার আর কোনও আপত্তি নেই কেবল পাছে বাজারে discredit হয় এই ভয়। যদি জানাজানি না হয়ে গোপনে কাজটা হয়ে যায় তাহলে কোন আশঙ্কা বা আপত্তি নেই।

Pharmaco-Dynamics বইখানা রাধারমণ বাবুর হাত দিয়ে শৈলেশকে পাঠাব— শৈলেশ তোমাকে দেবেন— রাধারমণ বাবু বোধ হয় কালই কলকাতায় যাচ্চেন। বইখানা তুমি ফেরৎ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি কোরো না— আপাতত এটা আমার কোনো দরকারে লাগ্‌বেনা— এবং ভবিষ্যতে একটা Enlarged নতুন Edition কিনে নেওয়া যাবে। তাও বোধ হয় অনাবশ্যক হবে— কারণ আমার কাছে Materia Medica দুতিনখানা আছে— তাতেই আমার রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ের কাজ চল্‌চে। অতএব এটা তোমার ছেলেকে খুব কসে দাগ দিয়ে note করে পড়ে হজম করে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে দিয়ো।

হাজারিবাগে যাবার পূর্ব্বে খবর পাবে।

সুরেনকে একখানা চিঠি লিখে ধার নেওয়া ব্যাপার সম্বন্ধে একটা interview ঘটিয়ো। আজকাল তার উপরেই ভার নিক্ষেপ করে আমি যথাসাধ্য অবসর পাবার চেষ্টা করচি।

কৃতকার্য্য হতে পারচিনে তবু চেষ্টা ছাড়চিনে। সে যেরকম বলে তাতেই আমার মত জান্‌বে।

রবি

১৭২

[১৯০৩]

ওঁ

ভাই

সুরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কি রকম স্থির হল আমাকে জানাবে।

ইতিমধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আমার বিদ্যালয়ে হাজার টাকা দান করিয়াছেন— ইহাতে আমার কি উপকার হইয়াছে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এই একটি মাত্র ঘটনায় ঈশ্বরকে আমি আরো যেন নিকটে পাইয়াছি। বুঝিয়াছি তাঁহার কার্য্য আপন গৌরবেই সফলতা আকর্ষণ করিয়া আনে— আমরা নিতান্ত সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র। ঈশ্বর আমার হৃদয় জানিতেছেন আমি আর অধিক কি বলিব? যিনি দান করিয়াছেন তিনি বারম্বার তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন— তাই তাঁর নাম আমার হৃদয়েই অঙ্কিত হইয়া রহিল।

বোধ হয় বৃহস্পতিবারে হাজারিবাগ যাইব। রেণুকা ভালই ছিল— আজ আবার হঠাৎ তাহার জ্বর বাড়িয়াছে।

তোমার

[† ৩০ মে ১৯০৩]

ওঁ

Thomson House
Almora

ভাই

সংসারের তরণীটি নানাপ্রকার তুফানের উপর ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি— কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানি নে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে কেউ আর একদিকে, আমার বিদ্যালয় একদিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছে। সেদিন প্ল্যাঞ্চেটে হাত দেবামাত্র লেখা বেরল, "বাবামশায়ের অসুখ।" জিজ্ঞাসা করলুম আলমোড়া থেকে আমাকে কোথায় গিয়ে স্থিতি করতে হবে— বল্লে কলকাতায়। বোলপুরে গিয়ে থাক্‌তে পারব না শুনে বিস্মিত হলুম। তুমি চিঠিতে যে কথা লিখেছ তাতে বোঝা যাচ্চে কলকাতায় গিয়ে থাকবার কারণ কি হতে পারে। উপরি উপ্‌রি আমার এই রকম ঘাত প্রতিঘাত কতদিন আর চলবে আমাকে বল্‌তে পার? আমার কোষ্ঠীতে কি বলে? বিঘ্নবিপত্তি যদি এতই উত্তাল হয়ে উঠ্‌বে তাহলে ভাগ্য এতগুলো কাজ এই সময়ে আমার ঘাড়ে চাপালে কেন? বোধ হয় ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজেকে স্থির রাখবার জন্যেই এই সমস্ত অবলম্বন। এই শিকলগুলো না থাক্‌লে নৌকাডুবি হতে পারত।

রেণুকার শরীর এখানে কি রকম থাক্‌বে এখনো বলা যায় না। ব্যামো কখনো বাড়ে কখনো কমে— কমবার সময় আশা জন্মে বাড়বার সময় আশঙ্কা। স্থানের গুণ এখনো সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। প্রতীক্ষা করে রয়েছি।

তোমার "চোখের বালি" ছাপা সম্বন্ধে যে দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়েছে শৈলেশকে আমি সেজন্যে নিরপরাধ গণ্য করতে পারিনে। প্রত্যেক ফর্ম্মাটি ছাপা হলে তার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক্ ছাপাখানাই এজন্য দণ্ডনীয়। শৈলেশ যে তাদের তাগিদ করে এখনো কেন ছাপিয়ে নিচ্চে না বুঝতে পারচিনে। ... কাজের লোক নয় এটা বেশ বুঝেছি।

আমার ঝড় তুফানের মধ্যে তোমার বইখানি মারা গেছে। যখন রেণুকা ও দলবল নিয়ে হাজারিবাগের পথে চলেছিলুম তখনই বোধ হচ্চে মধুপুর ষ্টেশনের ভোজনাগারে বা স্নানাগারে কিম্বা আর কোথাও সেখানি হারিয়েছে। পথক্লেশ নিবারণের জন্য সেই একখানি মাত্র বই আমার সম্বল ছিল। বালক-বালিকা দাসদাসী সিন্ধুক বাক্স পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি নিয়ে নানা পথ দিয়ে বিচিত্র যানবাহনযোগে যাওয়ার যে কি দুঃখ এবার তা পেট ভরে বুঝে নিয়েছি। সাম্‌নে অন্তত আর একবার সেই বিপত্তি আছে বলে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। তাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি "কোথা এই যাত্রা হবে শেষ?" ইতি শনিবার

রবি

[৩০ মে ১৯০৩ শনিবার]

[বোলপুর + ১৬ অক্টোবর ১৯০৩]

ওঁ

ভাই

আমি এখনো বিশেষ বল লাভ কর্ত্তে পারি নি— অথচ কাজ এসে পড়েছে। বিদ্যালয় খুলেছে। অনেকদিন অনুপস্থিত ছিলাম তাই সমস্ত ব্যবস্থা করতে আমাকে বিশেষ প্রয়াস পেতে হবে। মাস দেড়েক এখানকার কাজ ভালরূপে দেখেশুনে ঠিক করে দিয়ে মনে করচি কিছু দিনের জন্য পদ্মায় বোটে গিয়ে থাক্‌ব।

আমার কুষ্টিটা একবার শৈলেশের কাছে দিয়ো— আমার প্রয়োজন আছে। সুসময় দুঃসময় জানবার জন্যে কোন কৌতূহল আর রাখি নে— যা ঘটে তা ঘটুক্— ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপনার কাজ করে যেতে চাই।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

৭ ডিসেম্বর ১৯০৩

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

ভাই

কলিকাতায় পা দিলেই এমনি একটা গোলমালের মধ্যে পড়িতে হয় যে মনে যা থাকে তা কিছুই করিয়া উঠিতে পাই না। শেষ কালে সময় ফুরাইয়া যায়। কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের জন্য মনটা উৎসুক আছে— তাই সমস্ত কর্ম্মের জাল কাটিয়া পদ্মায় ভাসিয়া পড়িয়াছি। কিছুকালের মত ডাকঘরের হাত এড়াইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইবার ইচ্ছা আছে। সেইজন্য আজ পত্রযোগে বিদায় লইলাম। ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগ দিতে পিতৃদেব আদেশ করিয়াছেন অতএব সেই সময়টাতে একবার ফিরিব। হয় ত ৫ই কিম্বা ৬ই প্রাতে কলিকাতায় যাইতে হইবে। সেই অবকাশে যদি একবার দেখা হয় ত চেষ্টা করিব। তুমি নানারূপে পীড়িত আছ শুনিয়া ক্ষোভ পাইলাম— ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন এই প্রার্থনা করিলাম। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[? এপ্রিল ১৯০৪]

ওঁ

ভাই

সেই ঔষধটায় উপকার হয়েছে— বটব্যালের কাছ থেকে আর একটা বড় শিশিতে সেই ঔষধ তৈরি করে আমাকে পাঠিয়ো। আমি কালই মজঃফরপুরে রওনা হব অতএব সত্বর পেলে ভাল হয়।

Idle days in Patagonia যদি পড়ে থাক আমাকে পাঠিয়ো, আমি ওটা আমার Idle days in Mazaffarpurএর জন্যে সংগ্রহ করে এনেছিলুম— যদি ঐ জাতের আর কোনো বই থাকে প্রবাসের জন্যে আমাকে পাঠাতে পার?

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি আস্‌তে পার
একটা কথা
আছে

১৭৭

[মজঃফরপুর] ২৮ এপ্রিল ১৯০৪

ওঁ

ভাই

এখানে আসিয়া ভাল আছি। তাহার একটা কারণ কুঁড়েমি —আর একটা সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদ। ঔষধগুলার নাম করিতে পারিলাম না পাছে বৃদ্ধ বয়সে জনসমাজে কলঙ্ক রটনা হয়।

বেলা এবং ছেলেরা ভালই আছে। গরম পড়িয়াছে— তা পড়ুক্। আম লিচুর প্রত্যাশায় আছি— এখনো বিলম্ব আছে। যথাসময়ে এখনো বৃষ্টি না হওয়ায় লিচুর সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে, দরিদ্রের মনোরথের মত তাহারা প্রত্যহই ধূলাতেই লীয়ন্তে।

তোমাদের খবর সব ভাল ত? ইতি ১৬ই বৈঃ ১৩১১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৮

২৮ জুন ১৯০৪

ওঁ

মজঃফরপুর

ভাই

একবার একটা কাজকর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে পড়িয়া অল্প দিনের মধ্যে বোলপুর হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে

বোলপুর এবং বোলপুর হইতে মজঃফরপুরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। এই ঘুরপাকের মধ্যে তোমাদের খবর দেওয়া হয় নাই। কলিকাতায় গিয়া এমন ভিড় এবং অস্থিরতার মধ্যে থাকিতে হয় যে সত্যই তোমাদের ডাকিবার সময় করিয়া উঠিতে পারি-না। এখানে আসিয়া একটু স্থির হইয়া শ্রাবণ সংখ্যার নৌকা-ডুবি কাল লিখিয়া ফেলিতে পারিয়াছি। সমস্ত গোলমালের ভিতরে যেখানেই থাকি ঐ গল্পটার জের টানিয়া বেড়াইতে হয়। কত দিনে নিষ্কৃতি পাইব এখনো নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি খুব সম্ভব আষাঢ়ের শেষাশেষি কলিকাতায় যাইব—সেই সময়ে তোমার কাছ হইতে Literary History of Persia বইখানি আদায় করিয়া লইব।

রথী কেদারনাথ তীর্থ ঘুরিয়া কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমি বোধ হয় জান কেদারনাথ হিমালয়ের একটি দুর্গমতম তীর্থ। সেখানে রথী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত গিয়া সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখন আর সে কোথাও ভ্রমণ করিতে ভয় করিবেনা। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩১১

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৯

* ২৫ জানুয়ারি ১৯১৪

ওঁ

জোড়াসাঁকো

বিষম ব্যস্ত ছিলুম এখনো সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাই নি।

আরো চার পাঁচ দিন আছি

যেদিন যখন আসতে পার আমাকে খবর দিয়ো।

ক্লান্ত হয়ে রয়েছি।

১৮০

[১-২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪]

চিত্রা যদি এই মেলে

বোলপুরে এসে থাকে

তাহলে এক কপি পাঠাব

কলকাতার ঠিকানায়

আজ ত আসে নি।

বিলাতের কাগজের জন্য এখান

থেকে সমালোচনা লিখে কোনো লাভ নেই— প্রকাশের

সম্ভাবনা নিতান্তই বিরল

[? ১৯১৫]

ওঁ

ভাই

আমার উপর কারো তোমাদের দয়া নেই। সৌভাগ্যের জাঁতায় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে ঘোরাচ্চে সেই জন্যেই আমি বন্ধুকৃত্য করে উঠ্‌তে পারি নে— আমার দিনগুলো নানা ঝঞ্ঝাটে চাপা পড়ে গেছে। তার উপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম ও শান্তির দরকার বেড়ে গিয়েছে— তাই একটুখানি সময় পেলে এবং কোথাও একটু পিঠ ঠেসান দিয়ে বসবার জায়গা পেলেই চুপচাপ করে পড়ে থাকি।

আর কৃপণতার কথা যা বলেছ সেটা সত্য। ওটা ভিতরে আছে। তার একটু কারণও বেড়েছে। অল্প বয়সে নিজের প্রয়োজন ছাড়া আর প্রয়োজনই ছিলনা— এই জন্যে বই কিনেছি আর টাকা ছড়িয়েছি। তার ফলে কিছু হাতে থাকত না আর থাকবার দরকারই ছিল না। এখন আমার উপর দুশো ছেলের ভার পড়েছে, তাদের কথা ভাবে এমন সহায় প্রায় কাউকে পাই নি। পাবার দাবিও সঙ্গত নয়— কারণ আমার যা আছে তাতে চলে যায়— আজ চোদ্দ বছর চলে গেছে— কত বই বেচেছি, কত ধার করেছি, এখনো তা শোধ হয় নি— কিন্তু সেও বেশি কথা নয় কারণ ধার করবার সঙ্গতি আমার আছে। কিন্তু থ্যাকারের দোকানের সংঘাত যতদূর সম্ভব

বাঁচিয়ে চল্‌তে হয় এবং খয়রাতের কথা উঠ্‌লেই রথীর উপর বরাৎ দিই— এক এক সময় ভয় হয় তার রথ বুঝি অসম্ভব রকমে ভারি হয়ে উঠেছে। কারণ তার হিসাব আমি দেখিনে, সুতরাং তার তহবিলের অবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে। তবু তার কাছে দশটা টাকা চাইলে যে পাওয়া যাবে না তা নয় এবং বোঝার উপর শাকের আঁটিও সইবে। কিন্তু নিতান্তই গোলেমালে ভুলে বসেছিলুম। এবার কলকাতায় গেলে স্মরণ করিয়ে দিয়ো বোধ হয় এবারে তোমাকে বিড়ম্বিত হতে হবে না।

গানের কবিত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছ সবই মানি। কেবল একটা কথা ঠিক নয়। মাথায় কবিতা সম্বন্ধে কোনো থিওরিই নেই। গান লিখি, তাতে সুর বসিয়ে গান গাই— ঐটুকুই আমার আশু দরকার— আমার আর কবিত্বের দিন নেই। পূর্ব্বেই বলেছি ফুল চিরদিন ফোটে না— যদি ফুটত ত ফুট্‌তই, তাগিদের কোনো দরকার হত না। এখন যা গান লিখি তা ভাল কি মন্দ সে কথা ভাববার সময়ই নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন, তার কারণ হচ্চে ওগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা— অতএব কারো না কারো অন্তরের কোনো প্রয়োজন ওতে মিট্‌তে পারে— ও গান যার গা[বা]র দরকার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিলে[ল]ও ক্ষতি নেই কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে। যিনি গোপনে অপূর্ণ প্রয়াসের পূর্ণতা সাধন করে দেন তাঁরই পাদপীঠের তলায় এগুলি যদি বিছিয়ে দিতে পারি এ

জন্মের মত তাহলেই আমার বকশিস্ মিলে গেল ;— এর বেশি এখন আমার আর শক্তি নেই। এখন মূল্য আদায় করব এমন আয়োজন করব কি দিয়ে, এখন প্রসাদ পাব সেই প্রত্যাশায় বসে আছি। তোমরা সেই আশীর্ব্বাদই আমাকে কোরো— হাটের ব্যাপারী এখন দ্বারের ভিখারী হয়ে যেন দিন কাটাতে পারে।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

সংযোজন

১

ছিন্ন

ওঁ

ভাই

আমাকে এখান থেকে শীঘ্র উঠ্‌তে হবে— আমরা Park Street-এ একটা বাড়িতে যাচ্চি। কাল সেইখানে গিয়েছিলুম। আজ ... ...

শেষাংশ

তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ওঠা অদৃষ্টে নেই দেখ্‌চি। ভারি ঘুরে বেড়াচ্চি। আজও বেরোতে হবে।

শ্রীরবি

২

ছিন্ন

ভাই—

এগারই মাঘের হাঙ্গামে আমি নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে আছি। আমরা এখন আর 49 Park Stটে নেই— ১০ নম্বর Wood Stটে উঠে এসেছি। বহুকাল কোন বন্ধু বান্ধবের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। মেজদাদা চলে গেছেন। বড় দাদা আজকাল চলে বেড়াচ্চেন— এবং আমরা সাধারণতঃ আছি ভাল। ... ...

... ... দেখা হলে অনেক কথা বলবার আছে কিন্তু এগারই মাঘের মধ্যে বোধ হয় তেমন সময় পাব না। আজ এই পর্য্যন্ত— সন্ধের সময় আবার যোড়াসাঁকোয় গান শেখাতে যেতে হয়। সন্ধে প্রায় আগত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[? ১৮৮৫]

ওঁ

ভাই—

... .,. আশুর ওখেনে যেতে হবে। আমি এই কাগজের অন্য half sheet-এ উপাসক সম্প্রদায়ের জন্য সমাজের কর্ম্মচারীকে লিখে দিলুম।

শ্রীরবীন্দ্র

ওঁ

রুক্মিণী—

এই লোকের হাত দিয়ে অক্ষয় কুমার দত্তের উপাসক সম্প্রদায় ২ খণ্ড পাঠাইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

ভাই

তোমার আফিস কোথায় তাহা ত জানি না। অতএব ৫টার সময় এখানে আসিয়া কার্য্য সমাধা করিবেন। ইতি শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

[কলিকাতা। ১৮৮৮]

ওঁ

ভাই—

সখিসমিতির হাঙ্গামে আমাকে আগামী সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত বড় ব্যস্ত থাক্‌তে হবে তাই ইতিমধ্যে আর কোন appointment করলুম না— তার পরে একদিন তোমাদের ওখানে যাব—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

ভাই— আজ কাল বিষয়কর্ম্মের ভার নিয়ে দুপুর বেলা আমার আর সময় থাকে না— যদি পার ত অপরাহ্নে আড়াইটে তিনটের ['সময়'] এস। কিম্বা আজ থাক— আজ বিকেলে আমাকে Park Streetএ যেতে হবে। তুমি কাল ঐ রকম সময়ে যদি আস ত ঠিক হবে। আজ কাল আমার সময়ের ভারি অপ্রতুল হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ছিন্ন

ওঁ

ভাই—

তুমি যে অংশের কথা বলেচ, সেটা ছাপা হয়ে গেছে। তুমি যে ভাবে আপত্তি করচ তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বে ওতে আর হাত দেবার সুবিধে নেই। ওটুকু বদ্‌লে দিতে বেশি হাঙ্গাম করতে হত না— এখন কেবল ছাপা হয়ে গেছে বলে ব্যয়বাহুল্য এবং বিলম্ব হবার ভয়ে ক্ষান্ত থাকৃতে হল।

৮

ওঁ

ভাই

আমাকে বোধ হচ্চে কালই যেতে হবে। ইতিমধ্যে তুমি একবার হাটখোলার ··· ··· দের সেই সম্বন্ধে কোন রকমে approach করতে পার? তারা বোধ হয় অনেকটা বিশ্বস্ত চিত্তে এবং গোপনে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সুরেনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে হবে— তার ঠিকানা

1 Rainey Park
Ballygunj Circ. Rd

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কলিকাতা। ১১ অগস্ট ১৯০০]

ওঁ

ভাই

বোঝবার গোলমালে গল্পাবলীর কাগজ ঠিক আমার অভিপ্রায়মত হয় নি— যা হোক্ যে রকম কাগজাদির দরকার এই চিঠি থেকে বুঝতে পারবে— এবং সেই অনুসারে চন্দ্রব্রাদার্সদের বলে দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[কলিকাতা। ডিসেম্বর ১৯০০]

ভাই আজ সকালে আটটার সময় Codicil সই করবার ব্যাপার আছে— হয়ে গেলেই যাব— একটু অপেক্ষা কোরো

রবি

১১

ওঁ

ভাই—

সুরেনের অসুখ— আজ সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে দেখিতে যাইব— অতএব আজ আসিয়ো না। নূতন খবর কিছু আছে? আজ সকালেই একটা পত্র লিখিবে এমন একটা কথা ছিল।

বঙ্গদর্শনের লেখা?

তোমারি

১২

ছিন্ন

[১৯০১?]

... ...

হাঁ, আমাদের কোষ্ঠীগুলার কি করিতেছ? ছোটবৌ মাঝে মাঝে তাহার জন্য তাগিদ করেন। দৈবাৎ নষ্ট হইলে ছেলেদের জন্মপত্রিকা আর নাই। তুমি চক্রগুলা কপি করিয়া লইয়া কুষ্ঠিগুলা যদি রেজেষ্ট্রী ডাকে ফেরৎ পাঠাও তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। আমাকে বার বার তিনি স্মরণ করাইয়া দেন আমি বারবার ভুলি। সেদিন একজন দৈবজ্ঞ নলডাঙ্গা হইতে আসিয়াছিল তাহাকে ছেলেদের কুষ্ঠী দেখাইবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য হয়— কিন্তু কুষ্ঠীগুলা না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

কাল চিরকুমারটাকে আদ্যোপান্ত সংশোধন ও সংক্ষেপ করিয়া ছাপিতে দিবার আকারে তৈয়ার করিয়া তুলিয়াছি। অপব্যয়ের ভয়ে ছাপাখানায় দিতে সাহস হইতেছে না।

এইবার বিনোদিনীর ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কাগজের উপদ্রব আমার আদবেই ভাল লাগিতেছে না— একটা আধটা ত নয়— একেবারে শকুনির পাল পড়িয়াছে। পাঠক ও লেখকদের আর ঠাণ্ডা হইতে দিল না দেখিতেছি।

তোমার রবীন্দ্রনাথ

[শিলাইদহ। ১৯০১]

ওঁ

ভাই

তুমি যদি ওদের সঙ্গে প্রাইভেট্ কোন বন্দোবস্ত কর এবং বর্ত্তমান সঙ্কট কাটাতে পার সে কথা আমার জানবার কি কোন দরকার আছে? তুমি যদি ওদের ধার দাও এবং ঋণ শোধ করে নাও তাতে আমার আপত্তি করবার কোন অধিকারমাত্র নেই। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার সংশ্রব না থাক্‌লেই হল। কি বল? শরৎকে চিঠি লিখে আমি সুবুদ্ধির পরিচয় দিই নি—কিন্তু একটা শেষ কথা আসল লোকের কাছে না পেলে মনের আশাকে সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়া যায় না। আমার একটা কেবল আশঙ্কা হচ্চে যে, যে দশহাজার টাকা দেওয়া হবে সেটা হয় ত সম্পূর্ণ শরতের ভোগে আস্‌বেনা। যা হোক্ সে নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। তোমার পত্রের উত্তর পেলে গহনা এবং অন্য সকল ব্যাপারের ব্যবস্থা করতে হবে— তার জন্যে সময়ের আবশ্যক।

বুধবারে সুরেনকে সেই টাকাটা দিয়ো।

ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের ছেলে জিতেন্দ্র মজুমদার আমাদের এখানে এখন অতিথি আছেন।

তোমার ডাক্তারটি তাঁর ছেলের অসুখ নিয়ে স্বগ্রামে পলাতক। আমি lumbagoর আক্রমণে অচল হয়ে পড়েছি। ঠিক সময়ে

ডাক্তার অতিথিকে আমার বাড়িতে পাওয়া গেছে।

অতিথি সৎকারে মন দিতে হচ্চে। ইতি ১৫ই বৈশাখ

তোমার—

১৪

[১৯০১]

ওঁ

ভাই

আজ শরতের পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি সুন্দর কিন্তু strictly private বলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। শরৎ ভাইদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চায় না এবং বাবামশায়ও বিবাহের পূর্ব্বে যৌতুক দিবেন না স্থির-প্রতিজ্ঞ— অতএব তুমি এই সঙ্কটের যদি কোন সুপথ থাকে অবলম্বন করিয়ো— আমাদের পক্ষ হইতে আমি ত কোন সুযোগ ভাবিয়া পাই না। কোন পক্ষের দোষ, তাহা বিচার করিতে বসা নিষ্ফল— সকল দিক রক্ষা করিয়া যদি কোন সুবিধা করিতে পার তবে নিতান্ত খুসি হইব না যদি পার তবে শান্তচিত্তে নৈরাশ্য বহনের চেষ্টা করিব। বাবামশায় যৌতুক বিবাহের পূর্ব্বে দিতে কোন মতেই রাজি হইবেন না ইহা স্থির নিশ্চয়— সত্যও আমাকে তাই লিখিয়াছেন।

তোমার রবি

১৫

[১৯০১]

ওঁ

ভাই

গোলেমালে এবং অসুবিধাবশতঃ কাল টাকা পাঠাতে পারি নি— ক্ষমা কোরো। আজ পাঠালুম।

কাল শরৎরা সন্ধ্যার সময় এসেছিল— দেখাশুনার কাজ হয়ে গেছে।

তোমার

১৬

[? ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]

ওঁ

ভাই—

আমি আজই বিকেলের ট্রেণে বোলপুরে যাচ্চি। অতএব শীঘ্র আর দেখাশুনো হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে আমার অনেক দেনা রেখে গেলুম তোমার সেই টাকাটা এই লোকের হাতে যদি বিনাবিলম্বে দেও তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমার বক্তৃতার প্যাম্ফ্‌লেট ২খানা পাঠাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

সংযোজন

ওঁ

[অক্টোবর ১৮৯৯]

ভাই

যোগীন্দ্রের পত্র তোমার দৃষ্টিজন্য পাঠাইলাম। খোলসা বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে কিছু বেশী আশান্বিত হইয়াছে বোধ হয়।

আমার পূর্ব্বপত্র এতদিনে পাইয়াছ [।]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

প্রিয়নাথ সেনের পত্রাবলী

১

[এপ্রিল ১৮৮৪]

রবিবাবু

সেদিন ঋষিবরের মুখে আপনার জ্যোতিদাদার স্ত্রীবিয়োগের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি এবং সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছি বলিয়াই আপনাকে বা আপনার জ্যোতিদাদাকে এ পর্য্যন্ত কোন পত্র লিখি নাই বা দেখা সাক্ষাৎ করি নাই। অপর কেহ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে জানিলে জ্যোতিবাবুর এ দুঃখ লাঘব হইবে এমন নয়। সুতরাং তাঁহাকে এ পত্রের কথা কিছুই বলিবেন না। তবে যদিও আমার দুঃখ আপনার দুঃখের কাছেও দাঁড়াইতে পারে না— তবুও আমরা উভয়েই আপনার জ্যোতিদাদার দুঃখে দুঃখী এবং পরস্পরের দুঃখ পরস্পরকে জানাইলে কষ্ট অল্প মাত্রায়ও নিবারণ হইতে পারে— এই বুঝিয়া

আপনাকে পত্র লিখিলাম— এবং যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয় তাহা হইলে আজ বিকালে আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসি।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

একটা প্রথা আছে যে যখনই যাহার যে রকম কেন ভয়ানক সাংসারিক বিপদ ঘটুক না অমনি চারিধার হইতে শোকসূচক ··· আসিতে থাকে— সভ্য জগতের এই ··· ··· আমার চক্ষে বড়ই হৃদয়-বিহীন বলিয়া বোধ হয়।

২

[১৮৮৫]

ভাই,

তোমার অপরাপর সকল চিঠির উত্তর লিখি না লিখি তাহাদের একটা উত্তর লেখা যাইতে পারে। কিন্তু এ চিঠির কি উত্তর দিব— কেমন করিয়া— কোন ভাষায়— কি কথায় উহার উত্তর লিখিব? তোমার চিঠি পড়িতে পড়িতে আমি যেরূপ বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে— আনন্দের পর আনন্দে— ব্যাকুলতার পর ব্যাকুলতায় চালিত এবং আন্দোলিত হইয়াছি— তাহাই ত' তার যথার্থ উত্তর। কিন্তু বিস্ময়ের ভাষা ও বিস্ফারিত লোচন— আনন্দের ভাষা ও পুলকিত হাস্যরঞ্জিত কপোল এবং অধর যুগল কি বলিবে কি করিবে না জানিয়াই ব্যাকুল— এ সব

কি করিয়া আমি তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব। ভাই তোমার সুন্দর কাব্যগুলির আমি দুটি মৌলিক গুণ দেখিতে পাই— তাহাদের ঔদার্য্য এবং মাধুর্য্য। তাহাদের প্রাণের ভিতর কে যেন আকাশ আর প্রান্তরের মহাপ্রাণ মিশাইয়া দিয়াছে এবং তারই সঙ্গে যেন বসন্ত বায়ু খেলিতেছে— জ্যোৎস্না হাঁসিতেছে আর বাঁশী বাজিতেছে— কিন্তু ভাই সেই দুটি গুণেই— সেই ঔদার্য্য এবং মধুরতায় তোমার এই চিঠিখানি তোমার সকল কাব্যকে পরাজিত করিয়াছে। "মুখচোরা" বলিয়াই এখনও প্রাণের সমস্ত কথাটা বলিতে পারিতেছি না— কিন্তু না বলিয়াও যে থাকিতে পারি না— বলি তবে! কবি, তোমার কাব্যগুলি বড়ই সুন্দর! কিন্তু তোমার মন তা অপেক্ষাও সুন্দর! তোমার কাব্যসৌন্দর্য্যে অনেক দিনাবধি মুগ্ধ আমি— কিন্তু আজ যে দূর হইতে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া তোমার যে সুন্দর কবির মন দেখাইলে তাহাতে আমি পরাজিত হইয়াছি— বিস্মিত হইয়াছি — কথা কহিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে কোথায়— কোন সমুদ্রের ধারে— কোন জ্যোতিষ্কের সম্মুখে— অনন্তের মাঝখানে আনিয়া ফেলিলে?

তুমি তোমার লেখা লইয়া যে সকল কথা বলিয়াছ— তাদের সম্বন্ধে তোমার যে সন্দেহ ব্যক্ত করিয়াছ সে সমস্তই আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তা নইলে ভাই তুমি কবি কেন? ফুলের পর ফুল— তারার পর তারা— আলোর পর আলো – সুষমার পর সুষমা— স্বর্গের পর স্বর্গ— কাব্যের পর

কাব্য চিরদিনই— নিয়ত— তোমার জীবনপথে ফুটিতে এবং হাঁসিতে থাকিবে। যাহা লিখিয়াছ তাহাত' তোমার পক্ষে সত্যই ভাল নয়— কারণ যাহা লিখিবে তাহা যে আরো ভাল। আমার এ দীন ভাষায় আর তোমাকে কি বলিব? তোমার দাদার সাহায্য লইয়াই তোমাকে বলি ভাই—

— ধন্য সুখী তুমি দুঃখের এ ধামে
চিরজীবী হ'য়ে থাক ধরণী পুরুক তব নামে
চূড়া হও দেশের— কুলের হও জ্বলন্ত মানিক
ধর্ম্ম-অর্থ-মহত্ত্বের আলোকে উজল দশদিক

* * *

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী— থাকিবেও সদা
চিরকাল। বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা
যে অরণ্যে বাতাসের সনে মুখোমুখী কথা ক'য়ে
মরে না ঝড়ে ঝাপটে— দিগন্ত প্রাচীরে বদ্ধ নয়

১৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫

ভাই

কই আজও ত তোমাদের Steamerএ যেতে পাল্লেম না। যাবার বড় সাধ— আর প্রতিদিনই ত যাব যাব করি, কিন্তু যেতে পারি কই? যেতে পারব কি? কাজটা আমার এক

রকম দুর্দ্ধর্ষ (বানান আর প্রয়োগটা দেখ) বলে বোধ হচ্চে। তা নয় কলকেতা Tramway কোম্পানীর প্রসাদে কয়লঘাট অবধি গেলেম্। তার পর ? তার পর বুঝি নৌক কর্ত্তে হবে— সে আবার কেমন করে করে ? "নৌকো-ও-ও নৌকো-ও-ও" বলে কি ডাকতে হয়— না ঘাটে দাঁড়াবামাত্র নৌক আপনি এসে উপস্থিত হয় ? ভগবান জানেন, আমিত কখন নৌকা করি নি— অর্থাৎ নিজে। আচ্ছা যেন নৌক হল, তার পর তাদের (এখানে idiomএর জোরে nounকে একবারেই অনুপস্থিত রেখে, Pronounকে কি খাড়া করা যেতে পারে না ?) তার পর তাদের বলব কি ? কোন্ Steamerএ লাগাবে ? Steamer কে চিন্‌বে ? রাজহংস কে পড়্‌বে ? আমার দূরপিন যে হারিয়ে গেচে। আচ্ছা তাও যেন হল— Steamer পাওয়া গেল। এখন নৌকা থেকে Steamerএ কি করে উট্‌বো ? যদি নৌকর চালের উপর দাঁড়িয়ে কোন রকম বাঁস-বাজি খেল্‌তে হয় তা হলে "মু অবধড় ত পারিবিনি' অবধড়' ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্চে না ? সুতরাং দশজনা বহুদর্শী লোকের পরামর্শ চাইলেম্। তা তাঁরা সকলেই বাড়ী ছেলেন। আমি নিতান্ত গরীব— বেচারী— আহাম্মুখ্— না-বালক ভাল মানুষটির মত দাঁড়িয়ে আমার কাহিনী বল্লেম। আর তাঁরা খুবই পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ ফুরায় না— তার শেষ নাই— বিরাম নাই। আমি ঘাড় হেঁট করে এক মনে শুনলেম— বল্লেম ঢের হয়েচে, আপনাদের আর বিরক্ত করব না। তবু ছাড়ে নাই। শুধু পরামর্শ দিয়ে তাঁরা ছাড়েন কই ?

তাঁরা রোজ রোজ তাগাদা করেচেন— জিজ্ঞাসা করেচেন আমি Steamerএ গিয়েছিলেম কি না— আর তাঁরা যেমন যেমন বলেছেলেন তেমন তেমন ঘটেছিল কি না। শুধু তা—ই নয়— সেই অবধি তাঁরা আমার বিষয় অনেক অনুসন্ধান করেচেন— আমার কথা অনেক নাড়াচাড়া করেচেন্। আমার নিতান্ত নিতান্ত আত্মীয়েরাও আমার এত তত্ত্ব লন না। আর জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি Thacker Spinkর বাড়ী থেকে এত বই কিনে কি করি— আর এ কথার সদুত্তর তাঁহাদের নিজের মধ্যে না পাওয়াতে তাঁরা আর দশ জনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে অভয় প্রদান করে বলেন— "ভয় কি! Steamerএ সিঁড়ি আছে। আর একজন অতি বিজ্ঞতার সহিত এমনি সংক্রামক ভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন— যে তা দেখে অবধি আমি এখনও সময়ে সময়ে সেই ভাবে ঘাড় নাড়ি। তা যাই হোক এখন কথা হোচ্চে সিঁড়ি ত নানান রকমের। কতক্গুলি সিঁড়ি উট্বার জন্যে। কতকগুলি নাবার জন্যে আর কতকগুলি যে নাববার উঠবার দুয়েরই জন্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু কতকগুলি যে গড়াবার জন্য তার মশাই করেচেন কি?

সুতরাং সাত পাঁচ ভাবচি— অর্থাৎ ৭ও ভাবি নি, ৫ও ভাবি নি— ৫ পা এগোচ্চি আর ৭ পা পেচোচ্চি— কখন বা vice versa এমন সময়ে উপস্থিত— আচার্য্য মহাশয়! আর কি, খোল্ কুষ্টি— পাড়্ খড়ি হরি হরি। ঠাকুর ঘাড় নাড়লেন—

ফাঁড়া আচে। তা এখন তেরিজ জমা খরচে সঙ্কলন ব্যবকলনে সকলেরই ভুল হতে পারে— বিশেষ আপনার— না, না, শুধু আমার। তা ঠাকুরেরই যেন ভুল হল। খনন আমার মেজ ভায়া যে আমার হাত দেখে হাত ধরে বসে রইল। শ্রীমান বল্লেন আর কথাটা যে নিতান্ত নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নির্ভুল ভাবে বলেছিলেন তা শুনলেই জানতে পারবেন। শ্রীমান বল্লেন— 'দাদা এই বৎসরের মধ্যে আমাদের একটি সারিকানের তিরোধান দেখ্‌চি"। আমিও সেই নিঃস্বার্থ— অকপট— অনির্ব্বচনীয় ভ্রাতৃপ্রেমে গলিয়া গিয়া ভায়াদের গুজরান করিবার এমন স্থন্দর অবসর— এমন দুর্লভ— এমন রাজকীয় (ওরফে royal) স্থবিধা না ছাড়িবারই প্রতিজ্ঞা কল্লেম। কিন্তু বুঝি বা একটু বিলম্ব হয়। এই আমার একজামিনটা দিয়ে গেলে হয় না? এক-জামিন্‌টা না দিয়ে আমি হঠাৎ অমন কোন ঘোর নিঃস্বার্থ কার্য্য কচ্চি নে সে বিষয়ে আপনি নির্ভয়ে জামিন থাকতে পারেন। মনে করুন আর দু বছর হলেই তিন পাঁচা পনের বছর হয়। কেউ কেউ আমার এ জন্মে এক্‌জামিন্‌টা দেওয়া প্রশস্ত মনে করেন না— পর জন্মের উপর সে ভারটা [বরাৎ] দিতে বলেন।

আমি জানি— আর আমিও যে নাজায় তা নয়— এই অতিবুদ্ধিদের ফাঁকীতে পড়ে অনেকেই চিরক্যলের জন্য বাকী পড়ে থাকে কিন্তু শর্ম্মা ঠকিবার পাত্র নয়। স্থতরাং কেঁচে Black stone ধরিচি।

তাই বলে কি তুমি আমাদের এখানে একদিন আসবে না।

না— না এখন এসে কাজ নাই। এখন আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা Public worksএ খুব মনোযোগ দিয়েচেন, চারিদিকে মেরামৎ নূতন সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদির হাঙ্গাম পড়ে গেচে। সত্য সত্যই চোকে ধূলো দিয়ে— খালি চোকে নয়— Engineer মহাশয় অনেক টাকা ফাকি দিচ্চেন। আর তারের (tar) গন্ধে ওলাউঠা—আঃ বিবি— যিনি আমাদের বাড়ীর সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে তিনটিকে আজ ক দিন হল সরিয়েচেন— তারের গন্ধে ১লাটি [?] নাপালা আমাদের জীবাগ্নি অনেক দিন ছুটি পেয়ে ছুট্—

সুতরাং করা যায় কি— নিরামিষের রকম কমিয়ে পাঁঠার বাজারে struggle for existence অনেকটা লাঘব করে এনিচি— এবং এ বিষয়ে আরো liberal measures contemplate কচ্চি। তুমি কি জলে থাকিয়া এই শীতকালের তপস্যা-মৎস্যদের অকালমৃত্যুর সম্বন্ধে কিছু কচ্চ? বিধান না প্রতি-বিধান? মনে থাকে যেন একের বিধানে অপরের প্রতিবিধান হতে পারে।

১৮।১২।৮৫

১৯ জুলাই [১৮৮৬]

৪ঠা শ্রাবণ [১২৯৩]

ভাই,

তোমার স্নেহ-মমতা-পূর্ণ ক্ষুদ্র পত্রখানি আজ দিন চার হ'ল পেয়েছি— তুমি শুনে সুখী হবে আমার ছেলেটি বেশ আরাম হ'য়েছে— এক মাসেরও অধিক কাল পরে সবেমাত্র কাল সে বাঙ্গালী-জীবনের একমাত্র সম্বল দুটি বালাম চালের ভাত পেয়েছে— তাতেই তার আর আনন্দ রাখবার জায়গা নাই— এ থেকে যেটুকু moralize করা যেতে পারে তা' তুমি করে নিও।

আমি কিন্তু নিজে— খোদ বা স্বয়ং বড় ভাল নাই। যদিও ডাক্তারি শাস্ত্রের তপসিলের লিখিত কোন দফার রোগ আমার দফা সার্ত্তে আমাকে আক্রমণ করে নাই, আমার মনটা কিন্তু এমনি ম্রিয়মাণ— নিস্তেজ ও আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা এমনি অলস— দুর্ব্বল ও স্ফূর্ত্তিহীন হয়েছে যে সত্যি সত্যি আমার সাধ যায় কেবল চোখ বুঁজে প'ড়ে থেকে ভবলীলাটা সাঙ্গ ক'রে ফেলি। তামাসা ছেড়ে বাস্তবিক বলচি আমার আজ কাল কিছুই ভাল লাগে না।— জীবনটা যেন নিতান্ত পুরাতন খেলা ব'লে বোধ হয় যেন এর ভেতর আর কোন মজাই নাই— সবই সেই পুরাণ একঘেয়ে ব্যাপার— সেই পুরাণ একঘেয়ে হাঁসি আর সেই পুরাণ একঘেয়ে কান্না

একটানা স্রোতে চলেচে— তাতে তরঙ্গ নাই— বৈচিত্র্য নাই— এক একবার মনে হয় যেন জীবনের ঠিক পথে যেতে পারি নাই— যেন ঠিক দর্জ্জায় ঘা মার্ত্তে পারি নাই— যেন কোন পোড়ো জলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্চি। আমার প্রাণ চায় আলো-আকাশ-পরিসর— আর দেখি না কোথা থেকে ৪টা বড় বড় দেয়াল এসে আমাকে ক্রমেই ঘেরে ফেলচে— দিগ্‌গজ দেয়ালগুলো আমাকে এমনিই আটকে ফেলচে যে আমার আর হাত পা নাড়বার জায়গা নাই— তোমার এটা ভারি morbid রকম কিছু বোধ হ'তে পারে— আর সত্যিই বা তা হবে— কারণ আমার মনটা নিতান্তই বেফূর্ত্তি হ'য়ে পড়েছে তার ভিতরকার স্বভাব যেন বিগড়ে গেচে— যেন হঠাৎ কোন দিক থেকে একটা বাতাস এসে আমাকে এক রকম করে তুলেচে— আমার জিবে আর তার নাই আমার চোখে আর আলো যায় না। আমার মত কেতাবী লোকের আর এর চেয়ে কি দুর্দ্দশা হ'তে পারে যে, কোন বইই আর আমার ভাল লাগে না। মনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য এই ত' কত নতুন বই কিনলেম তার একখানাও কিন্তু প'ড়ে উঠ্‌তে পাল্লেম না। এমন যে Swinburneএর নতুন Miscellany প'ড়লেম তাতেও সে পূর্ব্বেকার মত আনন্দ পেলেম না। Guy de Maupassantর একখানা নতুন বই পেয়েছি কিন্তু কই তার সেই সুন্দর জীবন্ত উদার তরঙ্গময়ী ভাষা আগেকার মত ত' প্রাণে একটা উৎসাহের স্রোত— একটা জীবনের তরঙ্গ এনে দিতে পাল্লে না? অন্যে পরে

কা কথা— এমন যে মহাকবি শ্রীপ্রিয়নাথ সেন— তাঁরই রচিত এবং অরচিত কাব্যগুলি— সেই আসমানি— সেই এলনাসকারী (Alnascharil) স্বপ্ন আনে না। কিছুই ভাল লাগে না— কিছুতে মন বসে না। কেবল মাজে মাজে এই বর্ষাকালের মেঘ-বিচিত্র আকাশ দেখতে একবার একবার ভাল লাগে। ঘরে বেশ একলা নিঝুম (আবকারি revenue না বাড়িয়ে) ব'সে আছি— সামনের একটা জানলা খোলা— খানিকটা নীল আকাশ দেখা যাচ্চে— কোথা থেকে একখানা মেঘ— অতি ধীরে— অতি মন্থর —অতি অলস গতিতে চ'লে যাচ্চে। দেখি আর ভাবি কোথা থেকেই বা আসে আর কোথাই বা চলে যায়— কোন দূর থেকে— কোন গ্রাম-নদী-প্রান্তর দেখে শুনে— এমনি আমার মত কত আনমোনা অলস চাহনি পেয়ে— কোথায় আবার কোন দূরে ভেসে যাচ্চে— আর আমরাই বা কোথা থেকে এসেচি— আর কোথায় ভেসে চলেচি। দেখচি তুমি ভয় পেয়েচ— তুমি মনে ক'চ্চ দ্বিতীয় একখানা মেঘদূত কাব্যের অবতারণা বুঝি আরম্ভ হয়। মা ভৈঃ— আমি হলপ করে বলতে পারি— আমার দ্বারা ও রকম কুকার্য্য কখনই হবে না— তুমি অবশ্য হলপের কোন আবশ্যকতা দেখচ' না— তা যাই হ'ক কথাটা হ'চ্চে এই আমার দেহখানি আর তার অধিষ্ঠাতৃ-দেব বা অসুর মন নিতান্ত খারাপ থাকার দরুণ তোমাকে এত বিলম্বে তোমার পত্রের উত্তর লিখচি। আর যদি বল আজই বা লিখচি কেন— সামাজিক ভদ্রতা শীলতা বা শালীনতার (এই তিনটে কি এক না তিন

বিভিন্ন, পদার্থ বা অপদার্থ) অনুরোধে যে আজ লিখতে বসিনি তা নিশ্চয় জেন। আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান এসব বিষয়ে এমনই সজাগ যে এইসকল ব্যাপার নিয়ে আমার উপর অনেক বন্ধুবরের অনুরাগ রাগে পরিণত হয়েচে। তাছাড়া এমন সময় কি কারো কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগে ? তুমিই মনে কর দেখি ভাই— আমি আজ আপিস পালিয়ে আমার সেই ছেঁড়া শতরঞ্চবিছান ঘরের এক কোণে লুকিয়ে ব'সে আছি। আমার দেহটাও নিতান্ত ছেঁড়া গোচের— এলিয়ে প'ড়চে। প্রাণটা কিছুই চায় না— তার কোন সাধ কর্ব্বার সাধও নাই— সাধ্যও নাই— আকাশে এই নিঝুম তুপুর বেলায় কে পাতলা মেঘের মশারি খাটিয়ে দিয়েছে— বৃষ্টি পড়চে কি না পড়চে— ঘরের প্রায় সব দরজা জানলা বন্ধ— তাতে বেশ একরকম অকাল সন্ধ্যা ক'রে আছে— কেবল পাশের একটি জানলার আধখানা খোলা আছে— আর তারই ভেতর দিয়ে ভিজে বাতাস তুষ্টু ছেলের মত তার নিজের গায়ের জল আমার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্চে— এমন সময়ে কি কারো কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে ? এ নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ব্বার সময়। কে বলবে এ সময়ে চাণক্য প্রভৃতি "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং"। আমি কিন্তু ভাই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছুই না ক'রে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে শুয়ে থেকে বৃষ্টির রিম ঝিম শুনচি— আর তারই মাঝ থেকে এই মৃত্যু-বৃষ্টির মৃত্যু-কোমল-সম্পাত-ময় শব্দে— প্রাণের ভিতর হঠাৎ কেমন তোমার সেই কোমল সহৃদয় পত্রখানি জেগে উঠল— তাতেই— আর stationeryগুলি নিতান্ত হাতের কাছে থাকার দরুণ এই

লিপিপ্রবরের অবতারণা এবং তোমার উপর দারুণ অত্যাচার —ইত্যলং।

তুমি সেই সমুদ্র-উপকূলে থাকিয়া সমুদ্রের গানগুলি শুনিতে শুনিতে যে আর এক মহাসাগরের জীবনকাহিনী শুনিয়াছ তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আমি বেশ উঁপলব্ধি ক'র্ত্তে পারি। তোমার পিতার জীবন ইতিহাস যে একখানি পরিণত এবং সারগর্ভ গ্রন্থ হবে তাহাও বেশ বুঝি। তুমি যে সেদিন তোমাদের বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর যে পত্রখানি দেখিয়েছেলে সে-খানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল— তাহার সুন্দর অকপট স্নেহময় ভাষায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমি ভাই ছেলেবেলা থেকে — যখন থেকে মাটির উপর কাদার আলিপনা কাটি— তখন থেকে মনে মনে বড় বড় লোকের ছবি আঁকি। এই রকম কল্পনার খেলায় তোমার বাপের যে ছবিখাঁনি এঁকেছিনু, তারই যেন আদরা সেই চিঠিখানির ভেতর প'ড়ে রয়েছে— চিঠিখানি দেখবার কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি কথা শুনেছিনু তাতে সেই আমার আশৈশব কল্পিত ছবিখানির গায়ে দুই একটি লম্বা গোছের আঁচড় প'ড়েছিল কিন্তু সেই চিঠির বিমল দর্পণে যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম তাহাতে সে সব দাগ মুছে গেল আর প্রতীয়মান হ'ল আমার সেই শৈশব কল্পনাটি সত্যের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি!

তোমার

প্রিয়নাথ

[? ১৮৯৯]

ভাই

তোমার ফর্দ্দ সম্বলিত চিঠি পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম।

ফর্দ্দ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য দুই একজন কারবারী লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরে জানাইব। ফর্দ্দলেখক বলিয়াছেন "বাঁকী কারবারই বেশী ফলাইতে হয়" — ইহার অর্থ ঠিক বুঝতে পারিতেছি না— এবং একটু ভয়ও পাইতেছি— যদি এমন হয় কিস্তিবিশেষের কিছু টাকা বাকী রহিল— তাহা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে ততটা ভয় দেখি না — কিন্তু যদি প্রতি ক্ষেপই কতক টাকাও বাকী থাকিয়া যায় এবং কোন ক্ষেপের সকল টাকাই বাকী থাকে তাহা হইলে আমার লাঞ্ছনার বাকী থাকিবে না। "মু তা পারিমু না অবধড়"। ফলকথা যদি পাইকর তোমাদের প্রজা হয় বা তোমাদের লোক প্রভৃতিরা পরিচিত হয়— সংক্ষেপে আদায়ের পক্ষে যদি তোমাদের সাহায্য থাকে তাহা হইলে "আমি কি ডরাই সখি" সুতরাং এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া লিপিযোগে সমাচার — সমস্ত নাই হোক— পাঠাইলে আমি অর্থযোগের শুভলগ্ন দেখি।

তারপর "এখানে ঘন বর্ষা নামিয়াছে" তোমার এই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত সম্বাদে বিপুলানন্দে তরঙ্গায়িত হইয়াছি— এই বর্ষারই

কদম্ব ফুলের ন্যায় আমি পুলকে রোমাঞ্চ-দেহ। নিবিড়কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম জীবনতীরে। বর্ষার মত আমি কোন ঋতুই ভোগ করি না— আমি এত ভিজিতে পারি। বৃষ্টির জলে ভিজিতে আমার যে কি আনন্দ তোমাকে বলিতে পারি না— তাহার স্পর্শে আমার দেহ মন কিশলয়িত হইয়া উঠে। সুখস্বপ্নের মধ্যে আমার একটি এই :— বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে কোন গ্রাম্য পল্লীর বৃক্ষলতাশোভিত নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়া অন্তরের কোন অন্তহীন অনির্দ্দেশ মাধুরীর জল্পনার অলস নিরুদ্দেশ ভ্রমণ।— আঃ আমি কি বকিতেছি।

মাঝে মাঝে চিত্রা পড়িতেছি এখনও কিন্তু তোমার ···কে খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইতি আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৬

১৯ অগস্ট ১৮৯৯

শনিবার

19 Augt 99

ভাই,

তোমার অশ্রুপ্রবাহের সঙ্গে আমারও শোকাশ্রু গ্রহণ কর। তোমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, এমন রত্নও অঙ্কচ্যুত হল। বলুর মতন বিনয়-মধুর চরিত্র কখন কোথাও দেখি নাই। পথে ঘাটে যেখানে যখনই দেখা হইত তোমার পুরাতন···

···তুমিও জান প্রথম হইতেই আমি তাহার অসাধারণ রচনাশক্তি চিনিয়া লইয়াছিলাম এবং তাহার বিকাশোন্মুখ প্রতিভার পূর্ণ আবির্ভাবের অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখন সকল আশা সেই সুন্দর বপুর সঙ্গে চিতার আগুণে ভস্মসাৎ হইল! ভগবান তাহার শোকদগ্ধ আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৭

৭ এপ্রিল ১৯০০

২৫ চৈত্র ১৩০৬

ভাই,

তোমার পত্রের জন্য আমি অত্যন্ত উন্মুখ হ'য়ে আশা পথ চেয়েছিলাম— আজ প্রাতে ১০টার সময় পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। অক্ষয়বাবু জীবিত আছেন— আমি জানিনা কি লিখিতে কি লিখিয়াছিলাম। নগেনবাবু এবং বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার মরণ-সম্বাদ দিয়াছিলেন— কিন্তু পরে শুনিলাম তিনি ডাক্তারি চিকিৎসায় কিন্তু কবিরাজী ঔষধে (সূচিকাভরণ) আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু অক্ষয়জীবন লাভ করুন। যে ফটোগ্রাফখানা তোমার কাছে আছে সেইখানাই সত্বর পাঠাইয়া দাও— আমাকে। আমি প্রাপ্তিমাত্র সমাজপতিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দিব। চৈত্র সংখ্যার সাহিত্যে প্রকাশ করিতে তিনি বড়ই ইচ্ছুক। উপেন্দ্রবাবুর নিকট যে ছবি আছে তাহাতে কার্য্য হইবে না। সুতরাং তোমার হস্তস্থিত ছবিখানাই অবিলম্বে পাঠাইও।

আজ প্রাতে 'কাহিনী'র সাধারণ সংস্করণ পাইলাম। ইহাতেও সূচী নাই। দেখিলাম ৯ই তারিখে বিতরণ আরম্ভ হয়— আর আজ ২৫ তারিখে আমি পাইলাম। যা'হোক ইতিপূর্ব্বে আমাদের বিশেষ সংস্করণ পাইয়া পুস্তক পাঠের আনন্দ উপভোগ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি।

'কল্পনা' চৈত্র সংক্রান্তি নাগাদ বাহির হইলে বড় ভাল হয়। তাহা হইলে ১৩০৬ সাল ইতিহাসে তোমার চারিখানি কাব্য-গ্রন্থের চারি-হারা আলোকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। 'কল্পনা' ত অনেক কালই ছাপিতে দিয়াছ— এতদিনে ৪ ফর্ম্মা মাত্র হইল! ইহার অর্থ কি? তুমি তাগাদা দাও— তাহা হইলেই আমরা বর্ষশেষের পূর্ব্বেই পাইব।

'ক্ষণিকা'র উল্লেখে বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। তুমি এমন সুন্দর নামকরণ করিতে জান। তোমার অমর প্রতিভার অক্ষয় ভাণ্ডারে আর কত অসংখ্য মণি-মাণিক্য আছে তাহা কোন বৈজ্ঞানিকও বলিতে পারে না— তুমিও পার না। তবে আমি তোমার নিতান্ত অনুরক্ত ভক্ত আমি জানি যে তোমার possi-bilities অশেষ। তোমার কবিজীবনের প্রাক্কালে আমি তোমার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে তোমাকে পত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছিলাম —তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে— আবার দেখি যে এখন যাহা বলিতেছি তাহা সেইরূপই মিলিবে। আমি বিষয়কর্ম্মে কি সামান্য উপকার করিয়াছি বা না করিয়াছি তাহার জন্য তুমি কৃতজ্ঞতাপীড়িত। বল দেখি আমি তবে তোমার কাছে এত ঋণে ঋণী হইয়া তোমার নিকট এত বিমল অক্ষয় আনন্দ পাইয়া —দাঁড়াই কোথায়? তজ্জন্য আমি সাধারণ্যেও সম্যক্ কৃতজ্ঞতাও জানিতে পারি নাই। কৃতজ্ঞতাও জানাইতেও পারি নাই— তোমার বন্ধুত্ব-গৌরবের উপযুক্ত কোন কার্য্যও করিতে পারি নাই— একথা যখন ভাবি তখন আমি আমার দারিদ্র্যের কিনারা

পাই না। আমি বেদনায় আত্ম-গ্লানিতে অভিভূত হইয়া পড়ি। তুমি বুঝিবে বলিয়াই আমার অন্তরের কথা তোমাকে জানাইতেছি —প্রকাশ করিয়া হৃদয়-বেদনা লাঘব করিবার চেষ্টা পাইতেছি, তোমাকে প্রিয়বাক্য শুনাইবার জন্য নয়। যে সকল হীন-চেতা প্রতিভার মর্য্যাদা বুঝে না, তাহারাই আমাকে ভুল বুঝিবে— অন্যে নয়। তোমাকে অনৃত প্রিয়বাক্য শুনাইবার আমার প্রয়োজন নাই— তুমি যে আমার বন্ধু!

এখানে বড়ই তাপ পড়িয়াছে— আজ দুই রাত্রি বিছানায় প্রবেশ করিতে পারি নাই। ঘরের মেজের উপর শুইয়া রাত কাটাইয়াছি তাপে জ্বরবোধ হইতেছে— আহারাদি কম পড়িয়াছে এবং দুর্ব্বলবোধ হইতেছে। চৈত্র সংখ্যা ভারতী বেশ হইয়াছে— 'বসন্ত' খুব ভাল লাগিল— গত বর্ষের এই সংখ্যা ভারতীতে তোমার শেষ কবিতাটির ন্যায় ইহাতে একটি সুন্দর ভূমার ভাব আছে। 'চৈত্র পূর্ণিমা শশী' তত ভাল লাগিল না— নিতান্ত ছিটা ফোঁটা এবং ফাঁকা ফাঁকা।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৬ মে ১৯০০

রবিবার ২৪ বৈশাখ ১৩০৭

ভাই,

আঃ বাঁচলেম— পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে আর যেতে হ'ল না। তুমি আসবে না— তবে আর আকর্ষণ কি— অন্ততঃ আমার পক্ষে ? আজ এই গুমুটে গর্ম্মীতে সেই লোক-সমাকুল সভাগৃহে উপস্থিত হ'তে হ'লে মনটা অন্ধ-কূপ-হত্যার ব্যাপার স্মরণ করে নিয়তই থম্‌কে উঠ্‌ত। তবে তুমি থাক্‌লে, সে আর এক কথা— ত্বদনুস্মৃতিঃ সুখায় বৈ।

বাঃ ভারতীতে কি চমৎকার গল্পই আরম্ভ করচ— এর জন্য আবার তোমার ভাবনা হয়েছে !— মরি আর কি ? অন্য লোক হলে বলতেম এবং বলত (কেমন conceit !) 'ন্যাকামি' ! তোমার কিছুতেই হাত আটকায় না দেখছি মিষ্টিকথা— মিষ্টি-ছবি— মিঠে প্রাণ ! এবং হে শ্যালিকা-হীন, তুমি এত শ্যালিকা-রস কোথা হইতে সংগ্রহ কল্লে ? তোমার এক তিনিই দুই নাকি ? তা' ত' তুমি নিজ মুখেই বলেছ তোমার মেয়ের মা' তোমার শ্যালিকা। আর আমরা এই ত' জানি যা'র যা' নাই তার কাছে সে পদার্থের কোনই আদর নাই— সেই লাঙ্গুলহীন মহাজনের পথ তুমি অনুসরণ না ক'রে এই 'শ্যালিকা-মঙ্গল' লিখিতে আরম্ভ কল্লে। পরজন্মে দেখছি তুমি শ্যালী-মোহন হয়ে জন্মাবে।

সত্য বল্‌ছি, আমি তোমার গল্পের মুখ-পাতেই মুগ্ধ। কিন্তু সমুদয় জমিটা কি মুখপাতের নমুনার মত ওৎরাবে। তুমি বড় সঙ্কট ব্যাপারেই হাত দিয়েছ— আমার ভয় হ'চ্চে। এই মধুচক্রের পরিণাম কি? তোমার বিধবা শ্যালীটি দেখ্‌ছি রমণীরত্ন— ভারি স্বাভাবিক মধুর আর bright (আমি উজ্জ্বল বলতে পার্ব্ব না) করেই তাকে সাজিয়েছ। তোমার মনের কোনখানে এত রস লুকান ছিল— গল্পটি বলিবার ধরণ সমস্ত হাব ভাব Gautierএর উপযুক্ত। তোমার ফরাসীভাষা জানা থাকলে অনেক মহাত্মা তোমার মৌলিকতায় সন্দেহ কর্ত্ত। আমাদের বাঙ্গালী মহাশয়েরা এসব বিষয়ে বড়ই উদার। যা হোক আমি তোমার ঐ কয়টির বড় ভক্ত— কিন্তু বেল্‌ পাক্‌লে কাকের কি?

রাস্কিন-প্রবন্ধ তোমার ভাল লেগেছে শুনে লেখা সফল হ'য়েছে ভাব্‌ছি। অনেকেই প্রশংসা করেছে— কিন্তু তোমাকে সত্যি বল্‌ছি— কানে তুলিনি। বাস্তবিক লেখাটা আমার আদর্শানুরূপ হয় নাই। বরং অলীকবাবুর সমালোচনাটা অন্ততঃ ভাষা সম্বন্ধে ইচ্ছানুরূপ হইয়াছে। তুমি কি 'সাহিত্য' দেখিতে পাও? না আমি একখানা পাঠিয়ে দেব?

কল্পনা ত দপ্তরীর দপ্তরে বন্ধ। 'ক্ষণিকা' কোথায়? তোমার মুখে ক্ষণিকার পরিচয় পেয়ে আমি এই চতুর্দশীটি লিখেছিলেম— তোমার কোকিলকুঞ্জে এই বায়সকণ্ঠের অত্যাচার কি ভয়াবহ তা বুঝতে পারি।

‘ক্ষণিকা’

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়বরেষু

অচির বসন্ত হায়, এল— গেল চলে।
নিবে গেল কোকিলের দীপক পঞ্চম—
ভঙ্গুর কুসুমশোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে—
প্রভঞ্জনে পরিণত— উৎপাত বিষম—
অলস-পরশ-মধু মলয়ার বায়।
যায় যদি— যাক্ চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরাণ ফুলবীথি, কোথা তাহা হায়—
এ যে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ!

যে মদিরা পান-তরে প্রাণ তৃষ্ণাতুর
কোথা তাহা?— কোথা জ্বলন্তযৌবনা তব
মোহিনী প্রতিভা কবি?— বিশাল চিকুর
বিথারে আবরে যার তনুর বিভব।
নগ্নদেহ— কম্প্রকর— মদির নয়ন
ঢালুক অশেষ নেশা— পুলক দহন।

কাল তোমার জন্মতিথি— সুদীর্ঘ জীবন এবং সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ কামনা করিয়া আজ বিদায় লই।

পুঃ এখনও আঙ্গুল সারে নাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৮ মে [১৯০০]

মঙ্গলবার

(হাতের কাছে পাঁজি আছে)

২৬ বৈশাখ [১৩০৭]

ভাই,

গত রবিবার তোমাকে যে কবিতাটি আমার পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাই সেটি আগামী সংখ্যার 'প্রদীপে'র জন্য বৈকুণ্ঠবাবু অত্যন্ত জেদের সহিত চাহিয়াছেন— প্রায় কাড়িয়া লইয়া যাইতে উদ্যত ছিলেন— আমি কোন প্রকারে সেটিকে বাঁচাইয়াছি— তবে তাঁহার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি তোমার সম্মতি পাইলে সেটি তাঁহাকে প্রকাশের জন্য দিব। ফরাসী লেখকদিগের মধ্যে একটি রীতি আছে (বড় মন্দ বলিয়া বোধ হয় না) কোন কবিতা বা গল্প প্রথম প্রকাশেই কোন বন্ধু বা বিখ্যাত লেখককে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে— এবং সে উৎসর্গ লেখার শিরোদেশেই সংযুক্ত হয়। কবিতাটির "বসন্ত-অন্তে" এই নাম দিয়া তোমার নামে উৎসর্গ করিলে তোমার কি তাহাতে কিছু আপত্তি আছে।

কবিতাটিতে আমি কিছু এমন বিশেষ কোন গুণ দেখি না— বরং ষষ্ঠকে (Sestet) আমার মনের ভাব বিশদরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই বলিয়া বোধ হয়। যখন পত্র-মধ্যে তোমার জন্য সেটি লিখি তখন প্রায় সন্ধ্যা— অন্যান্য লোকের সহিত কথা কহিতেছিলাম— এবং খাতাও সামনে ছিল না— বোধ

হয় ঠিক যেরূপ খাতায় আছে তেমনটি পাঠাইতে পারি নাই— সেজন্য পর পৃষ্ঠায় খাতা হইতে অবিকল নকল পাঠাই—

একটা সামান্য কবিতা লইয়া তোমাকে বিরক্ত করিলাম— অপরাধ মার্জ্জনা করিবে।

সেদিনকার পরিষদে যাই নাই— শুনিলাম ঝড়বৃষ্টিতে সব মাটী হইয়াছিল— আরও মাটী হইয়াছিল তোমার অনুপস্থিতির জন্য।

অচির বসন্ত হায় এল— গেল চলে
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুমশোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে
প্রভঞ্জনে পরিণত— বিকৃতি বিষম—
অলস পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যাবে যদি, যাক্ চলে ক্ষণিকের স্নেহ!
অফুরাণ ফুল-বীথি, কোথা তাহা হায়?
এযে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ!

যে মদিরা-পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা? কোথা জ্বলন্ত-যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্নদেহ— কম্প্র-বক্ষ— মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা— পুলক-দহন!

তোমার নাম সম্বলিত না করিয়াও ইহা প্রকাশ করা যাইতে পারে— কিন্তু যে সূত্রে ইহা রচিত হইয়াছিল সেটি কবিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহি না। 'কল্পনা' কোথায়? 'ক্ষণিকা' কোথায়? আর "মধুরমাসাংদর্শনং" সে ভগিনী চতুষ্টয় কোথায়? এবার 'ভারতী' পাইতে কি নিষ্ঠুর বিলম্ব! আজ হইতে ৫, ৬ দিন মাত্র পাইয়াছি। এবং চিঠি লিখিতেও হইয়াছিল বিলম্বের কোনও কারণও জানিতে পারিলাম [না]। অথচ শর্ম্মা ভারতীর জন্ম মাত্রেই তাঁর মুখ দেখিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর জন্মতিথি উপলক্ষে মুখ-দর্শনীর স্বরূপ রজতমুদ্রাও দিয়া আসিতেছেন। তোমার পরিবারবর্গ কেমন আছে! এবং কিমারব্ধ ভবান্? দেখ একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি আমাদের বাড়ীর যত ছোট ছেলেপুলেদের একবার করে খুব গলা ফুলিয়া জ্বর হইয়া গেল— এবং দুচার দিনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যও হইল। অনেক বাড়ীতেই শুনিতেছি এরূপ হইয়াছে বা হইতেছে — পড়িয়াছিলাম কোন স্থানে প্লেগ আসিবার প্রাক্কালে এরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১০

১১ মে ১৯০০

বৃহস্পতিবার [?] ২৯ বৈশাখ
১৩০৭

ভাই,

তোমার ২৭শে বৈশাখের পত্র এই মাত্র পাইলাম— আনন্দে অধীর হইয়া তাই সদ্য উত্তর লিখিতে বসিয়াছি— ইতিমধ্যে আমার সনেট সম্বন্ধে তোমাকে আর একখানি চিঠি লিখিয়াছি পাইয়া থাকিবে।

তোমার চতুর্দশীটির ষষ্ঠকে একটি ছত্রের অভাব অর্থাৎ ইহা চতুর্দ্দশী না হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে— এ ব্যবকলন ইচ্ছায় না অনিচ্ছায়? বোধ হয় একটি ছত্র তুলিতে ভুলিয়াছ— যদি আমার অনুমান ঠিক হয় তাহা হইলে ষষ্ঠকটির ছত্র-মাত্রা পূর্ণ করিয়া আবার লিখিয়া পাঠাইও।

'কল্পনা' কাল অপরাহ্ণে পাইয়াছি— এবার দেখছি আমিই তোমার এই অমূল্য উপহার সর্ব্বাগ্রে পাইলাম, তজ্জন্য আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর— এই কটা দিনে তুমি যে এই কবিতার দান-সাগর করিলে আমাদের দেশের দুর্ভাগারা কি তার আদর জানিবে? তোমার মুক্ত-প্রাণ, অবচ্ছল, দানভারানন্দ-পীড়িত আমি— এই কয়টি কথা লিখিতে, আমার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিতেছে।

তারপর এবার সমালোচনার পালা। আমার ত নিস্তার

নাই— ইচ্ছায়— আনন্দে সমালোচনা করিতে হইবে— এবং বহুজনের উপরোধেও করিতে হইবে। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি — এবার কেমন একটু ভয় হইতেছে— আমি কি তোমার বর্ত্তমান পূর্ণ পরিণত প্রতিভার উপযুক্ত পূজা করিতে পারিব? কত সৌন্দর্য্যই যে আমার দ্বারা উপেক্ষিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে। যা হোক তাড়াতাড়ি কিছু করিতেছি না। গ্রন্থচতুষ্টয় বার বার পড়িয়াও এখন তৃপ্ত হই নাই -- সে কারণে ত' পড়িবই — এবং সমালোচনার জন্য আরও পড়িব।

তোমার পত্রের সঙ্গেই একই ডাকযোগে প্রমথবাবুর একখানি পত্র পাইলাম— তিনিও চান যে আমি তোমার কাব্য চারখানির সমালোচনা লিখি— তাঁরও রাস্কিন-প্রবন্ধ বড় ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীশবাবুকে 'কল্পনা' উৎসর্গ করিয়াছ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম— আর কাহাকেও উৎসর্গ করিলে এমন আহ্লাদ হইত না— বেচারীর অতিমিষ্ট প্রাণ— কর্ম্মযোগে সুদূর প্রবাসে পড়িয়া আছে— কতদিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। তুমি তাঁকে বল যে এই উৎসর্গে তারই মতন আমি আনন্দ পাইয়াছি।

সমাজপতির সঙ্গে সেদিন "চিরকৌমার সভা" সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল— তাঁর কতকগুলি 'কিন্তু' ছিল— কিন্তু জেরায় দাঁড়াল এই যে, তোমার শৈলবালাকে নিয়ে তুমি বিভ্রাটে পড়িবে— তাঁর মতে হয় তাঁকে সভায় লইয়া যাইও না— নয় তাঁকে সরাইয়া দাও— এমন কি জীবন হইতে— কিন্তু এ দুটির একটিও কর্ত্তে পারবে না। সহজ-সাধ্য দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন কল্লে আমি

তার সঙ্গে সহমরণে যাব— নিশ্চয় জেনো। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেম যে যে অবধি তুমি লিখেছ— তাতে আমাদের বাঙ্গালী সংসারের ভাবের কোথাও কোন ত্রুটি হয় নাই— এবং পরেও হইবে না এবং বাঙ্গালী ভাব বজায় রাখিয়া তোমার কৌতকচতুরা কল্পনা যে খেলাই খেলিবে তাহা ভাল বই মন্দ হইবে না। আজ অবধি দুইটি গল্পের প্রথমাংশ পড়িয়া উত্তরাংশে তাহাদের উপযুক্ত পরিণাম দেখিবার জন্য আমার তীব্র চিন্তা কৌতূহল জন্মিয়াছিল — একটি 'Mademoiselle de Maupin' আর একটি 'The Prisoner of Zenda'— ঠিক সেই ভাব আবার মনে উদয় হ'য়েছে তোমার এই "চিরকৌমার সভা"র কৌতূহলোদ্দীপক প্রারম্ভে তুমিই যে আমাদের মধ্যে এমন সুন্দর কল্পনার অবতারণা করিতে এবং তাহাকে অশেষ শোভায় মণ্ডিত বিকশিত করিয়া তুলিতে সক্ষম —সে বিষয়ে আমার দ্বিধামাত্র নাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

৬ অগস্ট ১৯০০

২২ শ্রাবণ ১৩০৭

মঙ্গলবার [?]

ভাই,

আজ দুই দিন তোমাকে পত্র লিখি নাই। সম্বাদ বড় একটা নাই।

২য় পাত্রের এখনও পরিষ্কার মনোভাব জানিতে পারি নাই। গোত্রের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি।

অবিনাশের সঙ্গে রবিবার দেখা হয় নাই। তাহার কোন যজমানের ঘরে সেদিন বিবাহ ছিল— কাল তাহার আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল— কিন্তু দেখা করে নাই— আজ আফিস যাই নাই— পায়ে একটা ফোঁড়া হইয়াছে— চলিতে ফিরিতে ভারি কষ্ট হয়— অবিনাশকে আজ ডাকিয়া পাঠাইতেছি।

তোমার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে যাহা করিতে বলিয়াছ তাহার জন্য চেষ্টা পাইতেছি— দু একটি গ্রন্থবিক্রেতাকে জানি যাহারা Copy right কিনিতে পারে। দু' একদিনের মধ্যে সম্বাদ দিব।

তুমি ৫০০০ বা ৬০০০ টাকা পাইলেই কি খুচরা ঋণ হ'তে অব্যাহতি পাও? তোমার সেই মাড়োয়ারি ব্যাঙ্কের দেনা কি শোধ করিয়াছ? একথা জিজ্ঞাসা করিবার অর্থ এই যে সেদিন পাঁচুবাবু বলছিলেন এক ব্যক্তি ২০,০০০ টাকা নোটের উপর ৮

বা ৯ পারসেণ্ট সুদে দিতে পারে। তুমি যদি বল ত এ বিষয়ে চেষ্টা পাইতে পারি।

Molierএর অনুবাদ পাইয়াছ কি? তুমি যেদিন এখান হইতে রওনা হইলে সেইদিনই আমি Thacker Spinkএর দোকানে গিয়াছিলাম— কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তুমি যে কি বই চাহিয়াছিলে মনে করিতে পারিলাম না। যদি Molier না পাইয়া থাক আমি Chunder Brothersদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত স্বল্পদামে পাঠাইতে পারি।

কাল তোমার সেই পণ্ডিত মহাশয়টি আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছিল তিনি শীঘ্রই শিলাইদহ যাইবেন— আমি তাঁহাকে, তাহা হইলে, সহযাত্রীস্বরূপ পাইতে পারি এবং তাহাতে আমার বেশ সুবিধা হইবে। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ পর্শু বোধ হয় যাওয়া হইবে না। একে ফোড়া তাহাতে পাত্রদিগের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিবার সময় উপস্থিত।

আমি ঠিক ক্ষণিকার সমালোচনা লিখিবার জন্য কাগজকলম টানিয়া আঁচড় দিয়াছি এমন সময় পণ্ডিতমশাই আসিলেন— তাঁহাকে সে কথা বলিতে তিনি যাইতে উদ্যত কিন্তু আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম।

দুদিন তোমাকে পত্র লিখি নাই— আজ পত্র পাই নাই— ইহাতেই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে। তোমার কবিতা যেমন মধুর— তোমার 'সঙ্গও তেমনই মধুর— বরং কাব্যের

চাইতেও মধুর— তোষামোদ ভাবিও না— জানিও সে বিদ্যাটা আমার বড় আসে না— তবে বিরহ-কাতর-হৃদয় হইতে সদ্য উত্থিত এই কথাটা তোমাকে জানাইয়া বিরহ-ব্যথা যেন লাঘব হইল তাই জানাইলাম। ঈশ্বর তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন—

তুমি যেমন মধুর, বিশ্বজগৎ তোমাকে সেইরূপ মধুর চক্ষে দেখুক।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১২

[৮ অগস্ট ১৯০০]

ভাই,

Chunder Brothersদিগকে তোমার লিখিত মত কাগজ সরবরাহ করিতে বলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে নমুনার স্বরূপ 'ক্ষণিকা' খানি তাহারা লইয়া গিয়াছে— তার জন্য ভাবনায় পড়িয়াছি— কবে ফিরিয়া পাইব?

তোমার Copyright বিক্রয় সম্বন্ধে আজ দুই ব্যক্তি আমার এখানে আসিয়াছিল— একজন অস্বীকার করিয়াছে— অপর জন তাহার কারবারের অপর শরিকানদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানাইবে বলিয়া গিয়াছে— ২য় পক্ষ অর্থশালী— এবং Copyright কিনিলে ভাল হয়।

আমি ফোড়ায় খোঁড়া হইয়া বাটীর মধ্যে আবদ্ধ আছি

বলিয়া ঘটকালীর কার্য্য স্থগিত আছে— সকলের সব ব্যবসায় সয় না— ঘটকালীতে না নামিতে নামিতে খঞ্জ হইলাম। অবিনাশ সোমবার তুপুরবেলা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল— আমি তখন আফিসে— এবং আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আসিয়াই খোঁড়া হইয়া বসিয়াছি— আজ তাহাকে এখনই ডাকিয়া পাঠাইব।

দেবেন্দ্র সেন আজ প্রাতে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন — তাঁর কন্যার বিবাহ পর্শু— অর্থাৎ শুক্রবারে— আমি যে যাইতে পারি বোধ হয় না।

বৈকুণ্ঠ দাস দেশ হইতে ফিরিয়াই আমাকে পূর্ব্ব-পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিয়াছে— রাস্কিন শেষ করিয়া দিতে হইবে— তু চারি দিনের ভিতর।

এদিকে তোমার প্রবোধবাবু তাঁর কয়েকখানি ইংরাজীতে লিখিত চিঠিপত্র দেখিয়া দিতে রাখিয়া গিয়াছেন গত mailএ ছিল Arthur সাহেব এবার Yule— শেষোক্ত মহোদয়কে অনুরোধ তাঁর Bank যেন তাঁহাকে ৪০,০০০ হাজার টাকা অবধি credit দেন।

এই সব ফরমায়েস খাটিতে খাটিতে কখনও আপনার কাজ করিতে পারি নাই— এখন যে একটু সাহিত্য লইয়া পড়িয়া থাকিব তাহারও যো নাই।

তোমার গল্পের বহির যদি কোন বিশেষ সংস্করণ হয়— আমাকে এক কপির গ্রাহক বলিয়া লিখিয়া রাখিও।

অধুনা কিমারব্ধো ভবান্ ?

এই রাস্কিন প্রবন্ধ শেষ হইলে— আর ক্ষণিকার সমালোচনাটা লিখিয়া ফেলিলে আমি দু একটা বহুদিনের বাঞ্ছিত রচনায় হাত দি।

লিখিবার ইচ্ছা আমার কখনও বড় বলবতী নয়— যাহা লিখিয়াছি তাহার অধিকাংশই তাগাদা তাড়নায়— এখন লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছে— তুমি তাহাতে প্রীত হও বলিয়া। সেই চারটি ভগিনীর খপর কি— আগামী ভাদ্রে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ত ? উহাদের মানস-জনকের বিরহ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে— তাহাদের দেখা পাইলেও বাঁচি।

বিপাকে পড়িয়া বৃহস্পতিবার যাওয়া হইল না— কিন্তু ফোড়া সারিলেই যাইব এবং শীঘ্র নড়িব না— Trespass or ejectmentএর মোকদ্দমা আনিতে হইবে— এতদিন থাকিব যে তোমার চাকরেরা গালি পাড়িবে— এবং তোমার গৃহিণী উত্যক্ত হইয়া রন্ধনে প্রখর লবণ এবং তীক্ষ্ণ ঝালের ব্যবস্থা করিবেন—

—তাই ত মাঝে মাঝে ক্ষণিকাখানা দেখছিলেম— তাহাও আবার হাতছাড়া হইল !

'চিত্রা' এবং A digit of the moon ভুলিও না !

বিবাহ সম্বন্ধে নূতন খপর পাইলে কাল আবার আপনার দরবারে হাজির হইব— আজ বিদায়—

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৩

১৯ অগস্ট ১৯০০

৩রা ভাদ্র ১৩০৭

রবিবার

ভাই,

তোমার ১লা ভাদ্রের পত্র আজ এখনই পাইলাম— কাল পাওয়া উচিত ছিল। এক দিনের দেরি হ'ল কেন ?

তুমি যে হৃদয়ের 'ইকনমি'র কথা বলিয়াছ তাহা বড়ই সত্য এবং তোমার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সঙ্গে বেশ গুছাইয়াই বলিয়াছ। জীবনের শিক্ষাই এই। আমিও অনেক আশা ত্যাগ করিয়াছি— কিন্তু তাহাতে সুখ বই দুঃখ পাই নাই— অধিক আশা দুরাশা— তাহাতে একটু স্বার্থপরতাও আছে আমার যে দিকে বেশী ঝোঁক— যাহাতে আমার বেশী সুখ— সেই দিকেই আশার দৌড়— জীবন আমাদের এই শিক্ষা দেয়— আমাকে লইয়াই সংসার বা সৃষ্টি চলচে না— আমার মত আর সকলেই— তাহাদেরও নিজপ্রকৃতি এবং তদনুরূপ আশার আবর্ত্ত আছে— তাই একটা সামঞ্জস্য করিয়া পরস্পরে চলিতে হইবে। যে গাছের শাখা পল্লব বাড়িয়া যাইতেছে তাহার ফুল ফল বিলম্বিত হয়— তাই মালী ডাল-পালা কাটিয়া দেয়— আমাদেরও জীবনকে সার্থক ও সফল করিতে হইলে আশার ঝাড়কে ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়।

শরতের সম্বন্ধে বাস্তবিকই আমি একেবারে আশা ছাড়ি

নাই। তাহার এ বিবাহে বিশেষ ইচ্ছা আছে তাহার মাতার অনুমতি পাইলে সে সুস্থচিত্তে এ কার্য্য সমাধা করে— মা'কে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ অর্জ্জন করিতে চায় না। দেখা যা'ক ফলে কি দাঁড়ায়।

তুমি আমাতে কি গুণ দেখিয়াছ বলিতে পারি না। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, তুমি আমাকে অশেষ পাণ্ডিত্যের আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ— ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। তোমার চক্ষে আমি যেরূপ বাস্তবিক আমি তেমন নই— কিন্তু স্নেহের চক্ষে স্নেহ-পাত্র বাস্তবিক গুণহীন হইলেও যদি অসামান্য গুণী বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাতে বড় একটা আসিয়া যায় না। ইহাতে যদি কাহারও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে ত সে যে স্নেহ করে তারই— সে মুগ্ধ-হৃদয়ের কাছে যখন সত্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে তখন তারই ভারি দরদ লাগ্‌বে। তোমার সেই সুন্দর "আপদ" নামক গল্পটি মনে কর। কিন্তু অপর সকলে যখন সেই সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের খাঁটি গর্দ্দভত্ব জানিতে পারিবে, তখন কি লজ্জা! কি ধিক্কার!

আমার যে গুণ নাই অপরে আমাতে তাহা আরোপ করিলে বড়ই লজ্জিত হই— এবং তাহার সেই ভ্রম যাহাতে শীঘ্র দূর হয় তন্নিমিত্ত ব্যস্ত হই। তবে তোমার প্রশংসা আমার পক্ষে এক হিসাবে বড়ই হিতকরী। তুমি আমাকে যেমনটি ভাব, তেমনটি হবার জন্য প্রয়াস পাই— তোমার উপযুক্ত বন্ধু হইতে চেষ্টা

করি। আমি যে মনের কথাই বলিলাম তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে।

বেলার জন্য পুস্তক পাঠাইয়া দিব— Chunder Brothers-দের দ্বারা আনাইয়া লইব কি?

প্রমথবাবু একদিন আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন— তখন আমি রাজমোহন দাসের দপ্তরে— সুতরাং দেখা হয় নাই।

রাস্কিন লিখিবার অবসর আজ পাইয়াছি— কিন্তু ক্ষণিকার সমালোচনা লিখিবার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে— তাই রাস্কিনে তেমন মন দিতে পারিতেছি না।

২০,০০০ টাকাটার কথা এখনও চলিতেছে— শীঘ্রই সম্বাদ দিব।

তুমি কেমন আছ— এবং ছেলেপুলেরা কেমন আছে জানাইও। বিনোদিনীর কি কিছু সম্বাদ লইলে?

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

পুঃ— 'প্রদীপ'কে একটু তেল সলিতা দাও। তোমার ত স্নেহের 'প্রদীপ'।

১৪

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০

৩ আশ্বিন ১৩০৭

বুধবার

ভাই,

অনেক দিন পত্র লিখি নাই— পত্র পাইও নাই। লিখিবারও বিশেষ কিছু ছিল না।

তোমার প্রেরিত 'রেণু' পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা পাঠ করিবার খুব ইচ্ছা ছিল। বইখানি পাইয়া সে ইচ্ছা মিটিবে— মিটিবে বলিবার অর্থ এই যে এখনও পড়িবার অবসর পাই নাই। মিছে কাজে— অপরের বেগারে জীবনটা বাজে খরচ হয়ে গেল। এবার 'ভারতী' ১লা আশ্বিনেই পাইয়াছি— নিশ্চয়ই তোমার স্নেহ-চেষ্টায়। আমার সাধের 'চিরকুমার সভা' ত বেশ চলচে। বেশ মিষ্টি করে সব লিখচ ত। ভাব ও ভাষা দিব্য যেন মাধুর্য্যে পুষ্ট।

"মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং"। সকলই যেন প্রভাত-আলোকের প্রশান্ত-প্রীতি-বিচ্ছুরিত। যা কিছু দেখিয়েছ— যা' কিছু বলিয়েছ— যাহাকেই সামনে আনিয়েছ— সকলই উদার প্রসন্নতায় মণ্ডিত। বোধ হয় তোমার প্রৌঢ় ও তৎপরবর্ত্তী রচনা সার্ব্বজনীন প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে— তোমার বর্দ্ধনশীল মর্ম্মগত সৌজন্যে ও উদারতায় বিকশিত হইয়া উঠিবে। 'বিনোদিনী'র ভাষা ও চিত্রসকলের মধ্যে একটা লেলিহ রুক্ষ

জ্বালা, তীব্র নেশার দাহিকা আছে কিন্তু কুমার-সভার সকলই অমৃতময় এবং পাঠকালে হৃদয়কে— অন্ততঃ আমার হৃদয়কে অমৃতায়মান করিয়া তোলে। মামা আর ভাগিনীকে কোথা হতে সংগ্রহ কল্লে। মামা তোমরা কেউ— বোধ হয় তোমার মেজদাদা। আর সরলতার কথা যতটা তোমার ঠেন শুনেছি তা থেকে অনুমান করি— সরলাই ভাগিনী! আমার সমস্যা পাঠ ঠিক হল কিনা বোলো। তোমার কবিতাটিও বেশ লাগল— তোমার কবিতা বেশ না লাগাই আশ্চর্য্য!

আজ কয়দিন দিন রাত অবিশ্রান্ত বর্ষণ হচ্ছে— মহাপুরুষদের নিকট হাস্যজনক হইলেও তোমাতে আমাতে বল্‌ব, "হৃদয় আমার ময়ূরের মত নাচে রে।" কিন্তু গত-প্রায় বর্ষার বিদায়-সম্ভাষণ শুনিবার অবসর কই— আসন্নপ্রায় পূজার ব্যয়সঙ্কটে হৃদয় চিন্তাকুল— তাই এমন বর্ষায়ও আফিস অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। টাকা আদায় করার চেয়ে আর শক্ত কাজ আমি ত দেখি না। কিছু সংস্থান কত্তে পাল্লেই তোমার কাছে ছুটিতেছি।

এবারকার 'প্রদীপে' রাস্কিন প্রবন্ধ কি দেখেছ?

ক্ষণিকার সমালোচনা অর্দ্ধেক লিখিত হইয়া স্থগিত আছে— কাল থেকে আবার হাত দেবার অবসর করে নিতে হবে।

তোমাদের সকলের সংবাদ লিখিও। দুপুর বাজিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিপাতও একটু কম হইয়া আসিয়াছে। আমিও আফিস চলি।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৫

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০

শনিবার

১৩ আশ্বিন ১৩০৭

ভাই,

তোমার পত্র পাঠে হৃদয়ে শান্তি লাভ কল্লেম। কাল সকল দুশ্চিন্তা হ'তে ছুটি নিয়েছি— মনে করেছিলেম আজ থেকে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বসে সাহিত্যালোচনা কর্ব্ব— কিন্তু পূজার Budget ঠিক কত্তে হচ্ছে— তাতে অল্প পুঁজি নিয়ে সকলের প্রীতি সাধন করা বড় সহজ নয়— সুতরাং Budget ব্যাপারটা যে শান্তির অনুকূল নয় তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ।

বাজে কাজ বাজে লেখার হাত থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি নিজেকে রক্ষা কর্ব্ব— কিন্তু যাই মনে মনে ঠিক করা অমনি একটি আত্মীয় আসিয়া একখানি দলিল লিখিবার প্রার্থনা— আদেশ— অনুরোধ যা বল' জানালেন। আমি এবার "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই নীতির অনুসরণ করে লুকোচুরি খেলছি —আর পারি নে— আর পারি নে।

গ্রহ-সকল বোধ হয় এখন আমার বড়ই প্রতিকূল— তা না হলে এখনও তোমার গল্পগুচ্ছ কেন পেলেম না। শ্রীমান প্রবোধচন্দ্রকে বিশেষ করে দুটা সংস্করণেরই কথা বলে দিয়েছি —শ্রীমানও অঙ্গীকার করে গিয়েছিল— এই গত রবিবারে— যে সর্ব্বাগ্রে আমি পাব— শৈলেশচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া তাহাতে

খুব জোরে সায় দিয়াছিল— পণ্ডিত মহাশয় (অর্থাৎ বিদ্যার্ণব ঠাকুর) তাঁহাদের-না-তোমার সমাজের সেই কাদের বলে দিয়েছিল কিন্তু কই এত লোকের পুচ্ছ মলিয়াও গল্পগুচ্ছ আজও পেলেম না। ভাই হে যার টান সেই বোজে— তুমি এখানে থাকলে 'ক্ষণিকা'র মত এই গল্পগুচ্ছেরও ১ম কপিখানাই আমি পেতেম।

কার্ত্তিকের ভারতী কবে পাব ?

আজিও 'রেণু' দেখিতে পারি নাই— যে কয়দিন 'ভূতে-ধরা' হয়েছিলেম সে ক'দিন পড়বার কোন আশা ছিল না বলে প্রমথবাবুর অভিলাষ মত তাঁকে বইখানা পড়িতে দিয়াছি— পাইবামাত্র পুস্তকের দুচারি স্থান যাহা দেখিয়াছি তাহাতে নিজেরই সমালোচনা লিখবার ইচ্ছা হয়েছিল এবং মনে করে-ছিলেম তোমাকে কিছু না জানিয়ে agreeably surprise কর্ব্ব।

আমার রাস্কিন-প্রবন্ধে কলা-বিদ্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তাহা লইয়া অনেকেই রাস্কিনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার মতের বিরুদ্ধে জিহ্বা আস্ফালন কচ্চেন— সেদিন কবি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার আর একটি বন্ধু আসিয়া খাণিকক্ষণ খুব দ্বন্দ্ব করে গেছেন— Sophiaরও সম্পাদক বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট জানাইয়াছেন আমি রাস্কিনকে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছি— সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রাস্কিনেরই মত সমীচীন। দেবেন্দ্র সেন এবং তদ্বন্ধু কিন্তু স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে রাস্কিনই ভ্রান্ত

আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই প্রকৃত কথা।

'তমস্বিনী' সম্বন্ধে তোমার সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়টি ঠিক বলিয়াই বোধ হয়। নগেনবাবু যখন আমাকে বইখানি দিতে আসেন তখন তিনি একটু গর্ব্বের সহিতই যেন বলিয়াছিলেন যে এই উপন্যাসে তিনি অনেক বিষয় খুব freely deal করেচেন— দৃষ্টান্তের স্বরূপ বলেন উহার ভিতর বারাঙ্গনা প্রভৃতির অনেক কথা আছে। কিন্তু কোন গ্রন্থে কি আছে না আছে তাহাতে কি আসিয়া যায়— যাহা আছে তাহা বেশ স্বভাব-সঙ্গত এবং কলা সৌন্দর্য্যে উদ্ভিন্ন কিনা তাহাই বিবেচ্য। তুমি গ্রন্থের যে দোষের উল্লেখ করিয়াছ তাহা ছাড়া ইহাতে একসূত্রতার বিলক্ষণ অভাব আছে— যেন কয়টা গল্প পরস্পরের অধ্যায়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া এক নামে অভিহিত হইয়াছে। তা' ছাড়া ঘটনা অনেক আছে— কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক পরিণামও নাই আবর্ত্তও নাই। সুতরাং পাঠশেষে কেমন নিরাশ হইতে হয়— তৃপ্তি আদবেই হয় না।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৬

১ অক্টোবর ১৯০০

সোমবার

১৫ আশ্বিন ১৩০৭

সপ্তমী-পূজা

ভাই,

তোমার পত্র পেলেম— অপরাহ্ণে। প্রাতঃকাল হইতে আশা করিয়া বসিয়াছিলাম। এই বেলা ৩টার পর হস্ত-গত এবং পরে হৃদয়-গত হইল।

তুমি যে সুন্দর বিশ্বব্যাপী শারদীয়া পূজা নীলাম্বরে এবং রৌদ্র-প্রফুল্ল ধরা-অঙ্কে দেখিতেছ তাহাই প্রকৃত পূজা এবং ইহা হইতে নিশ্চয় জেন তোমার ধর্ম্ম-জীবন অলক্ষ্যে গড়িতেছে। প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী এবং অসীমতার মধ্যে যখন আমরা বিভোর হইয়া আমাদের সমস্ত প্রাণখানি ঢালিয়া দি তখনই প্রকৃত পূজা— তখন আমরা ভগবানের বিশ্বরূপ— বিরাট মূর্তি দেখিতে পাই। আমাদের প্রাণ তখন নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে বন্দী না থাকিয়া আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রস্তৃত। তখন প্রত্যেক চেতনার সহিত আমাদের চেতনা মিশ্রিত— জীবনের সমস্ত বিকাশের সঙ্গে আমাদেরও জীবন যেন সমভাবে বিকশিত হইয়া উঠে— সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখি— আগে আমি মনে করিতাম এই সৃষ্টি-ব্যাপিনী সম-প্রাণতা কবিত্বেরই বিকাশমাত্র— পরে বুঝিয়াছি ইহাতে জীবনকে পবিত্র করিয়া তোলে।

"রেণু" সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ্য সমালোচনায় বলিবার ইচ্ছা আছে— কিন্তু তোমাকে যখন লেখিকা আমার মত জানিবার জন্য উত্যক্ত করিয়াছেন, তখন মনের কথা আর চাপিয়া রাখিতে পারি না। তোমাকে সত্য বলিতে কি? আমাদের কোন স্ত্রী-কবিরই লেখায় আমি কবিত্বের সুস্থ সুন্দর বিকাশ দেখি নাই— মৌলিকতা ত নাই-ই। কেহই ঠিক সুরটি লাগাইতে পারেন নাই— কাঁচা ভাষা— অপরিণত ভাব— কাব্যকলার মধ্যে আমরা যে পূর্ণতা— উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যে সংযম দেখিতে চাই তাহা কাহারও নাই। আর সংযম বা কিসে আশা করা যাইতে পারে যাহার দুরন্ত উচ্ছ্বাস আছে তাহারই ত সংযম চাই— এদের কাহারও ভিতর আমি ভাব বা অনুভূতির গভীরতা— আবেগ বা আবর্ত্ত দেখি নাই— নিজের করিয়া কিছু দেখিবার ক্ষমতা নাই— সুতরাং কাহারও কিছু বিশেষত্ব নাই— সবই দরিদ্র— সুতরাং সংযমের পরিবর্ত্তে ভাব-দরিদ্র কবিত্ব-হীন ভাষা কেবল চীৎকার করিয়া মরিতেছে— 'রেণু'র লেখিকা কেবলমাত্র একজন স্ত্রী কবি যাঁহার দেখিবার চক্ষু আছে— বলিবার কথা আছে— সুতরাং তিনি আমাদের যাহা দিতেছেন তাহা উচ্চদরের হৌক বা না হৌক— তিনিই কেবল তাহা দিতে পারেন— অপরে পারে না। তাঁর ভাষাটি বড়ই সুন্দর— এবং বেশ পরিণত। তিনি পরে আমাদের আরও বিচিত্র এবং উচ্চশ্রেণীর কবিতা দিতে পারেন— কিন্তু তাঁহার ভাষার ভবিষ্যতে আর যে কি উৎকর্ষ হইতে পারে আমি বুঝিতে

পারিতেছি না। 'চিরবিস্ময়' নামক sonnetটি আমার মতে যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত। 'রেণু' সমালোচনার জন্য আমি অপর স্ত্রীকবিদের কবিতা পাঠ করিতেছি প্রমথবাবুর কাছ থেকে "আলো ও ছায়া" আনিয়াছি— কিন্তু নিজেকে আর শাস্তি দিতে পারি না— বইখানা পড়ে ওঠা আমার অসাধ্য! 'রেণু'র লেখিকা বাস্তবিক কবি— অনেক বঙ্গীয় পুরুষকবির উপরে তাঁহার আসন— স্ত্রীকবিদের ত কথাই নাই— তিনি ছাড়া আর প্রকৃত স্ত্রীকবিই বা কই? কিন্তু হে পুরুষসিংহ, এ কথাটা আমার সমালোচনায় প্রকাশ্যে বলিলে আমার জীবন সংশয় হ'য়ে উঠ্বে। বাঘের হাত থেকে পরিত্রাণ আছে কিন্তু বাঘিনী?— সমস্ত বিদূষী সীমন্তিনীরা আমাকে তাঁহাদের খর-লোচনের শরাঘাতে— এবং খরতর বচন-বাণে ধরা-ছাড়া করিয়া দিবে— তখন তোমার কবিতা পাঠেও সান্ত্বনা পাব না এবং তুমি বোধ হয় একটা farceএর মস্‌লা সংগ্রহ হল দেখে বন্ধুর নির্য্যাতনে বেশ এক হাত হেঁসে নেবে।

শৈলেশ প্রবোধ Coর তুমি জরিমানা না কল্লে আমি 'গল্পগুচ্ছ' দেখিব না। পূজাটা মাটী হ'ল।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৭

২ অক্টোবর ১৯০০

মঙ্গলবার

১ আশ্বিন ১৩০৭

অষ্টমী পূজা

ভাই,

কাল তোমাকে চিঠি লেখ্‌বার পর 'আলো ও ছায়ার' স্থানে স্থানে পড়ে দেখ্‌লেম, ইহার ভিতর দু একটি সুন্দর রচনা আছে— 'মহাশ্বেতা'য় যদিও উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব নাই— এবং কাদম্বরী-অবলম্বনে লিখিত— তবু গল্পটি বেশ সরল সহজ ভাবে লিখিত। হাঁক ডাক নাই— কথা-স্রোত বেশ একটি ক্ষুদ্র অনাবিল নদীর জলের ন্যায় ধীরে চলিয়াছে। ইহার ভিতর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কাঁচা লেখক আড়ম্বর করিয়া লিখিবার প্রলোভন এড়াইতে পারিত না— কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীর শিক্ষা এবং রুচি তাঁহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তবে বিষয়টি প্রকৃত কবির হাতে যেরূপ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত তাহার কিছুই হয় নাই। ভাবে টলমল করিয়াছে— কিন্তু রসোচ্ছ্বাসে প্রকম্পিত নয়। বইখানা আরো দেখ্‌বার ইচ্ছা আছে।

এবারকার 'প্রদীপে' তোমার "শুভদৃষ্টি" দেখিলাম। সংশ্লিষ্ট ছবিখানি পটুয়ার অপটুত্বের চূড়ান্ত।

'গীতিকা'র সমালোচনা তোমাকে কেমন লাগ্‌ল জানিতে

উৎসুক রহিলাম। শিবনাথ শাস্ত্রীর "কবি ও কবিত্ব" জমিয়াও জমে নাই— শেষের দিকটা নিতান্ত ফাঁকা ঠেকিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতাটি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

ভাই আজ এখনও তোমার কোন পত্র পাইলাম না— তুমি কি এখন পদ্মার চরে বিচরণ কর্চ্চ?

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

১৮

[অক্টোবর ?, ১৯০২]

বঙ্গদর্শনে তোমার "মন্দ্র" সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। কিন্তু আগে "চোখের বালি"র কথা পাড়িব। সংখ্যায় সংখ্যায় বিচ্ছিন্নভাবে পড়িবার দরুণ সমগ্র পুস্তকের ঘটনাসঙ্ঘাত হৃদয়ে জমিতে পারে নাই। সুতরাং উপসংহারটি পূর্ব্বার্দ্ধের অসামান্য উৎকর্ষের অনুরূপ হইয়াছে কিনা আর একবার সমস্ত গল্প না পড়িলে বলিতে পারি না। তবে এ সংখ্যায় যে কয়েকটি অধ্যায়ে গল্প শেষ করিয়াছ তাহা অকৃত্রিম রস-প্রাচুর্য্যে এবং ঘটনাবলীর নৈসর্গিক বিকাশে হৃদয়কে অভিভূত করে। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে অপরাধী পাত্রপাত্রীকে আনিয়া এবং মর্ম্মাহত বন্ধু ও পাত্রীকে দাঁড় করাইয়া পাপতাপক্ষুব্ধ ঘটনাসঙ্ঘের ক্ষিপ্ত আবর্ত্তকে নাট্য প্রধানের চতুর কলাকৌশলে বেশ শান্তি এবং সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছ। পড়িতে পড়িতে অনেকবার চক্ষুজল মুছিতে

হইয়াছে এবং সমাপ্তি সত্যসত্যই একটি উদার শান্তিতে স্নিগ্ধ। মানব-জীবন সম্বন্ধে তোমারও বেশ একটি অজানিতপূর্ব্ব ঔদার্য্য এবং গভীর অভিজ্ঞতা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

মন্ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য অপর পত্রে মন্দ্রিত হইবে।

১৯

[এপ্রিল ?, ১৯০৪]

ভাই

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই খুসী হইলাম। তুমি ভাল আছ বর্ত্তমানে আমার পক্ষে এর চেয়ে আর ভাল সম্বাদ কি হতে পারে? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্র আরোগ্য হও।

বেলার কাছে তুমি ভালই থাকবে। শীঘ্র সেখান থেকে পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়িও না। তোমার সেখানে যাওয়া অবধি আমার মনে নিয়ত এই চিত্র জাগছে যেন হিমালয় উমার ঘরে এসেছে— তাই বলছি তুমি সেখানে থাকবে ভাল। এবং ঠিক বয়সেই তোমার পাকা হাত থেকে কন্যার স্নেহভক্তি- মিশ্রিত কোমল আদর ও যত্নে যে অনাবিল স্বর্গীয় মাধুর্য্য আছে তাহাদের আস্বাদন কর্ব্বার আশা মনে জেগে উঠেছে। এই দেখ স্বার্থপর আমি তোমার হৃদয়ে আবার লেখবার ব্যস্ততা এনে দিচ্ছি। কিন্তু এখন কলম চালিও না - যখন চলে আসবে তখন স্মৃতি

মধুরকে মধুরতর ক'রে তুলবে এবং ছন্দে ঝঙ্কার আপনি আসিয়া ফুটিবে। না— আর নয়। আমরা আছি ভাল— তুমি মাঝে মাঝে 'কুড়েমি' বজায় রেখে তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু'এক ছত্র লিখে চিন্তা দূর কর এবং যখন আম লিচু পাকবে এই বৃদ্ধ বালকটিকে স্মরণ ক'র।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

২০

১৯১৩

৮ মথুর সেনের গার্ডেন লেন

৩০ কার্ত্তিক ১৩২০

ভাই,

Nobel prize সম্বন্ধে আমি কাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলেম আজকের খপরের কাগজে দেখ্‌লেম সে সংবাদ ঠিক।

কালকের চিঠি পাঠাবার পরই আমি তোমার ২৭ তারিখের পত্র পেলেম May Sinclair লেখা আমার ভাল লাগে—তাতে শুনেছি তোমার কাব্যের সমালোচনায় তিনি আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে তার একটু বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়েছেন— তার উপর তোমার পুস্তকের সমালোচনা— সুতরাং উহা পড়্‌বার জন্য আমার আগ্রহ অপরের চেয়ে তিন গুণ অধিক। আশা করি

তোমার বন্ধুর সাধ মিটাইবে। তাঁর চিঠিখান দেখ্‌বারও সাধ আছে। Gardenerও দেবে— কিন্তু Gitanjaliর Special editionএর কি হ'বে?

আর "ডাকঘরে"র যে Irish edition ছাপা হয়েছে সে একখানা চাই। তুমি যদি প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা দাও ত Thackerদের দিয়ে আনাইয়া লইতে পারি। Crescent Moon ত দেখ্‌লেম প্রকাশিত হ'য়েছে— এখনও কি পাও নাই?

এখন কি লিখ্‌ছ? কবে অত্রাগমনং ভবিষ্যতি?

তোমার

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন

২১

৩ জুন ১৯১৫

ভাই,

তুমি আজ নিশ্চয়ই অগুন্তি congratulation পত্রে জ্বালাতন হইতেছ। আমার এ পত্রখানা congratulationএর পত্র নয়ও বটে। আমি খেলাৎ দাতাদিগকে congratulate করি যে তাহাদের খেলাৎ তোমার নামের সহিত জড়িত হইয়া অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার Nobel prize লাভে এখনকার ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইতে পারে— তোমার অধিকন্তু

গৌরব কিছুই হয় নাই—তবে তাহাতে শস্যঞ্চ গৃহমাগতং—যথালাভ। আর তুমি Knight হওয়াতে তোমার বন্ধুদের একটা শাস্তি হইয়াছে তোমাকে লিখিত পত্রের খামের উপর তোমার নামের পূর্ব্বে একটি কথা শ্রীযুক্ত বা Babu লিখার স্থানে ২টা কথা Sir Dr. লিখিবার শাস্তি পাইয়াছে। মানসী চিত্রা কাহিনী খেয়া প্রভৃতি অমর প্রতিভা প্রসূনে তুমি দেদীপ্যমান তাহাদের সমান বা উচ্চতর অলঙ্কার কোথা? এখনও last fruits from an old tree ফলিতেছে। তাহারও জন্য ······ congratulate করে— সব চেয়ে congratulate করে তোমার সেই চেষ্টার জন্য যাহাতে মানুষ রবি কবি রবির সদৃশ হয়।

গ্রন্থপরিচয়

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তা ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাল লাগা মন্দ লাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

খ্রীস্টীয় ১৮৯৪ সালে (১২ অগস্ট্) ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'গেটের জীবনীটা তোর ভালো লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি— গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল তবু সে মানুষের সংশ্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল— হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্ট্ শিলার কাণ্ট্ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি— আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়।... গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল, তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব? আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক— নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।'[১]

এই "যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ" রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) প্রথমযৌবনে বিশেষভাবে পাইয়াছেন প্রিয়নাথ সেনের (১৮৫৪-১৯১৬) মধ্যে। পূর্বোদ্ধৃত চিঠি লিখিবার কয়েক দিন পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে আর-একখানি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন—

'২ অগস্ট্ ১৮৯৪। প্রি[য়] বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিষ বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়— তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি— সুখে আছি। সমস্ত বড়ো চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাস্ট্রনমি প'ড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংশ্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না— নিজের মনের আদর্শ

অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।'[২]

বৎসরাধিক পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত আর-একখানি চিঠিতেও অনুকূল সঙ্গের জন্য আক্ষেপ ও প্রিয়নাথ সেনের প্রসঙ্গ আছে—

'৬ এপ্রিল ১৮৯৩। ··· এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে— কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করছে। কে বা জীবন ধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়— কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে— কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কেউ বা আমোদ করছে, কেউ বা আলস্য করছে, কেউ বা আপিসে যাচ্ছে— মানুষের মন বলে যে একটি প্রাণী আছে, সেটা যে শুকিয়ে শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই। আমি আজ সকালে প্রি[য়] বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের সাহিত্যসঙ্গীদের মধ্যে আত্মীয়গোষ্ঠীর বাহিরে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম প্রিয়নাথ সেনের। রবীন্দ্রনাথের সহিত কখন তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না; সম্ভবতঃ ১৮৮০ সালে প্রথমবার বিলাতবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রিয়নাথ সেনের প্রতিবেশী বিহারীলাল চক্রবর্তী, বিহারীলাল ঠাকুরবাড়িতেও বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন, পরিচয়ের সূত্র সম্ভবতঃ তিনিই। এই গ্রন্থে যে পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হইল তাহাতে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি ১৮৮২ সালের, প্রিয়নাথ সেনের প্রথম চিঠি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তারিখ ১৮৮৪। সাহিত্য-সাধনার এই প্রারম্ভযুগের কথা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১২) 'প্রিয়বাবু' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

'এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮১] পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন,[৪] সন্ধ্যাসংগীতে [গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৮২] তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারী কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন; তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। এক দিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্য দিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।'[৫]

সাহিত্যের আকর্ষণে এই-যে সৌহার্দ্যের সূচনা, ক্রমশ তাহা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে কেবল যে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণসম্ভাবনার পথে যাত্রার প্রেরণা দিয়াছে তাহা নয়, সাংসারিক বহু তাপ

হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে— এই গ্রন্থে মুদ্রিত পত্রাবলীতে তাহার সাক্ষ্য বিকীর্ণ। এই চিঠিগুলিতে দেখি, প্রিয়নাথ সেন কেবল সাহিত্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহদাতা নন, বৈষয়িক ব্যাপারেও, ঋণমুক্তির চেষ্টায় তাঁহার অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা; কবির জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে প্রধান উদ্‌যোক্তা। অপর পক্ষে দেখি, রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্য তিনি বহুমানের সহিত গ্রহণ করেন; স্বীয় রচনাকর্মে তাঁহাকে উদাসীন কল্পনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বারংবার তাঁহাকে অনুযোগ করেন— সৌভাগ্যের দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সান্নিধ্যকামী, দুঃখের দিনে তাঁহার বাক্যে রবীন্দ্রনাথের পরম সান্ত্বনা।[৬]

প্রিয়নাথ সেন কেবল যে 'আনন্দের দ্বারা' রবীন্দ্ররচনার 'অভিষেক' করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা নহে, নিজে রচনাকুণ্ঠ হইলেও পাঠকের কাছে রবীন্দ্রকাব্যের প্রচার করিয়াছেন, নানা অভিঘাত হইতে রবীন্দ্ররচনাকে রক্ষা করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রথম রচনা মানসী কাব্যের আলোচনা, ১৩০০ পৌষ সংখ্যা 'সাহিত্যে' ইহা প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'চিত্রাঙ্গদা'কে 'দুর্নীতি-মূলক' ও 'অস্বাভাবিক' বলিয়া আক্রমণ করেন ('কাব্যে নীতি', সাহিত্য, ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ) তখন প্রিয়নাথ সেন দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগের বিস্তারিত উত্তর দেন ('চিত্রাঙ্গদা', সাহিত্য, ১৩১৬ কার্তিক)। কয়েক বৎসর পরে যখন শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধ (প্রবাসী, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ) উপলক্ষে বিতর্ক উপস্থিত হয়[৭] তখন প্রিয়নাথ সেন 'কাব্য-কথা' প্রবন্ধে (মানসী, ভাদ্র ১৩২২) 'কাব্যের উদ্দেশ্য' -আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মতের সমর্থন করেন।

প্রিয়নাথ সেনের এই-সকল প্রবন্ধ[৮] তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন -কর্তৃক সংকলিত "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি" (১৩৪০) গ্রন্থে সংগৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' লিখিয়া দিয়াছিলেন—

'প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকটসম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর যে-সব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার অনেক-গুলিই আমার রচনা নিয়ে। আমি জানি তার কারণটি কত স্বাভাবিক। বাংলাসাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরস-সম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। তার পর অনেক দিন গেল কেটে, বাংলাসাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটল— পাঠক-দের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সাহিত্যসমাজে, শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোরবয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্ব্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্ত্তী সামনের জিনিষ পিছিয়ে পড়ছে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের

স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহু কালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল; তবু তিনি যে কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্ত্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস। শান্তিনিকেতন ২৯ আষাঢ়, ১৩৪০'

১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৪৩

২ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৩৭

৩ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯০

৪ Among his [Preo Nath Sen's] constant visitors were Rabindranath Tagore, Behari Lal Chakravarti, Devendranath Sen and many others. It was in deference to his unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been reprinted.

—Nagendranath Gupta, 'Some Celebrities', *The Modern Review*, May 1927.

উক্ত 'early work' সম্ভবতঃ 'ভগ্নহৃদয়'।

৫ সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। ইঁহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় আমি বল লাভ করিয়াছিলাম— ইঁহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল।

—জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি, জীবনস্মৃতি (তৃতীয়-চতুর্থ সংস্করণ) পৃ ১৯৯

৬ এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে এরূপ চিঠিও গ্রন্থভুক্ত করা হইয়াছে, রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ বা কোনো-না-কোনো তথ্যের ইঙ্গিতবাহী বলিয়া। 'চিঠিপত্রে'র পূর্বানুসৃত নীতি-অনুসারে কোনো-কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অবশ্য বর্জিত হইয়াছে।

৭ এই প্রবন্ধে শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই।' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ, 'বাস্তব', সবুজ পত্র, শ্রাবণ ১৩২১; শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১; প্রমথ চৌধুরী, 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?', সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১।

৮ 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধেও প্রিয়নাথ সেন একটি প্রবন্ধ লেখা প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। ১১৮-১৯ পত্রের টীকায় (পরবর্তী পৃ ৩০৮) তাহার একটি অংশ মুদ্রিত হইল।

পত্র ১। 'পাতার কুটীরে'— ১২৮৯ পৌষ-সংখ্যা ভারতী পত্রে প্রকাশিত প্রিয়নাথ সেনের কবিতা 'গাথা'; ইহার সূচনা—

পাতার কুটীরে সরসীর ধারে ছিল গো তাহার বাস,
উজ্জল নয়ন, ভুরু-ধনু বাঁকা আঁধার কেশের রাশ।

এই পত্রের তারিখ ১৮৮২ হইবে; যেহেতু পত্রে উল্লিখিত 'অপেরা' 'কালমৃগয়া', অভিনয়-তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২। বাল্মীকিপ্রতিভাও হইতে পারে এই অনুমানে পত্রশীর্ষে [? ১৮৮১] তারিখ মুদ্রিত হইয়াছে; তখনও 'পাতার কুটীরে'র সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পত্র ২। সারস্বত সমাজ— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত পরিষৎ— প্রথম অধিবেশন, শ্রাবণ ১২৮৯; অপর একটি অধিবেশন, ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

'বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।'

—জীবনস্মৃতি, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ এই 'সমাজে'র অন্যতর সম্পাদক ছিলেন; ইহার দুইটি অধিবেশনের বিবরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চান তাঁহাদের দ্রষ্টব্য— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কলিকাতা

সারস্বত সম্মিলন', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯; রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' অধ্যায়; মন্মথনাথ ঘোষ -প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', 'সারস্বত সমাজ' অধ্যায়; শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। এই তালিকার সর্বশেষে উল্লিখিত রচনায় সারস্বত সমাজের পূর্বোল্লিখিত দুইটি অধিবেশনের বিবরণই উদ্ধৃত আছে— বিবরণ দুইটি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত।

পত্র ২, ১১, ১৩, ১৫, ১৯, ১০৩, ১০৬, ১৩৮। এই-সকল পত্রে উল্লিখিত নগেনবাবু রবীন্দ্রনাথের স্বল্পসংখ্যক যৌবনসুহৃদ্‌দের অন্যতম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১? - ডিসেম্বর ১৯৪০); প্রিয়নাথ সেনের সহিতও ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—

Rabindranath Tagore was just twenty years old when I first met him and we have been friends ever since··· At that time he was a tall, slender young man with finely chiselled features. He wore his hair long, curled down his back and had a short beard.··· Two of his early lyrical works, *Sandhya Sangit* and *Prabhat Sangit*, had just been published. He was doing all the editorial work of the Bengali magazine *Bharati*, though the name of his eldest brother, Dwijendranath Tagore, appeared as Editor. I met Rabindranath frequently at the house of Preo Nath Sen, at his own house in Jorasanko and at our house in Grey Street. When Surendranath Banarjea came out of jail a meeting to welcome him was held in the grounds of

Free Church College as it was then called, on Nimtola Ghat Street. One of the speakers was Asutosh Mukerji, at that time a student in the Presidency College and afterwards famous as a Judge of the Calcutta High Court and Vice-Chancellor of the Calcutta University. With the enthusiasm which is becoming in a student, Asutosh spoke of Surendranath as "our illustrious leader". Rabindranath was also present by invitation and after the speech-making was over had to sing a song in response to persitstent calls.…

Rabindranath frequently read out his freshly composed poems to me. Once he brought one of his best known dramas, which he had just written, and we read it together. The final incident in the play did not seem to me to be in keeping with the spirit of the drama and I told him so. He said his Bara Dada was of the same opinion and he changed the concluding part before sending the book to the press. We had a sort of a friendly Literary Society which met occasionally at the houses of friends. We met once at Akrur Dutt Street in the house in which the Savitri Library was located and there was another meeting at Rabindranath's house. We used to have animated discussions on literary subjects, but the inner man was not neglected and ample refreshments were always provided.

Rabindranath was very generous, though at this time he had no independent income of his own and only received an allowance from his father.…

Men of genius have their eccentricities, but Rabindranath, brought up in an atmosphere of an admirable discipline, was free from all vagaries. His abstemiousness was almost Spartan. He has been all his life a very small eater and has never smoked. The ways of Bohemia had no attractions for him. For some months he would not wear a shirt and came several times to my house wearing only a dhuti and covering himself with a *chadar* of long cloth. He wore shoes very rarely and mostly went about in slippers, which he liked the better the quainter they were. I remember having sent him some Sindhi slippers from Karachi, but these proved to be so attractive that some one else deprived him of them.

Only once Bohemia tugged at him fiercely. Rabindranath conceived an idea of walking all the way from Calcutta to Peshwar by the Grand Trunk Road. He was quite excited and earnest about it. He said two or three friends would join him, they would travel very light, carry very little money with them and would march all day and take their chance for a resting place at night. The idea never actually materialised and gradually fizzled out, and the proposed great hike remained an unwritten epic.…

I was present as Rabindranath's marriage. He sent me a characteristic invitation in which he wrote that his intimate relative Rabindranath Tagore was to be married— "আমার পরম আত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ-বিবাহ হইবে।" The marriage took place in Rabindranath's

own house and was a very quiet affair, only a few friends being present.

—*The Modern Review*, May 1927

১৮৮৪ সালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ফিনিক্স' পত্রের সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করিয়া করাচীর অধিবাসী হন। ১২৯২ (১৮৮৫) সালে রবীন্দ্রনাথের 'কার্য্যাধ্যক্ষ'তায় 'বালক' নামে যে মাসিক পত্র এক বৎসরের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ মুদ্রিত হইয়াছিল— রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার চিঠি'র (বালক, শ্রাবণ ১২৯২) উত্তরে তাঁহার 'প্রবাসের চিঠি' (বালক, ভাদ্র ১২৯২)[১] ও 'করাচির চিঠি' (বালক, মাঘ ১২৯২)।

পত্র ১০৩, ১১৪, ১১৬। ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'প্রভাত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন (১৩০৭)। কাগজটি দীর্ঘায়ু হয় নাই ; এই পত্রিকার ফাইল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা নাই ; উল্লিখিত চিঠিগুলি হইতে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ রচনার দ্বারা কাগজটির যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়াছিলেন ; তাঁহার কয়েকটি ছোটোগল্প সম্ভবতঃ এই পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংবাদিক কর্মোপলক্ষ্যে পুনরায় কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং অতঃপর তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল বাংলার বাহিরেই অতিবাহিত হয়। এই সময় হইতে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সহিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সাক্ষাৎ সংযোগ ক্ষীণ হইয়া আসে ; কিন্তু কবি-প্রতিভার প্রতি, মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তিনি নানা রচনায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৩৩৯ বৈশাখ-সংখ্যা প্রবাসীতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

'স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য লিখিতে পরামর্শ দিয়া-

ছিলেন। মহাকাব্য রচনা করা রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু তিনি মহাকবি কিনা জগতের সকল সাহিত্যে সকল ভাষায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথের ৮৮টি কবিতা অনুবাদ করিয়া নগেন্দ্রনাথ *Sheaves* নামে ভারতবর্ষে (১৯২৯) ও আমেরিকায় (১৯৩২) প্রকাশ করেন ; তাহার ভূমিকায় তিনি মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে কবির প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা দেদীপ্যমান—

Since at the moment we are concerned more with the man than with the poet, it may be fittingly asked whether apart from his great gifts Rabindranath has any claim to greatness. The answer is, strip him of his God-given dower of song, even as he **himself** has laid aside his man-made title of distinction, take away from him the treasure of wisdom garnered during the years and still he is great— great in his lofty character, great in the blameless purity of his life, great in his unquenchable love for the land of his birth, undeniably great in his deep and earnest religiousness and the faith that rises as an incense to his Maker. As a mere man he is an exemplar whom his countrymen, in all reverence and all humility, may well endeavour to follow.

—*Sheaves*, 1929

পত্র ২, ৯৯, ১৪২ ১৪৩। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮), রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যৌবনসুহৃদ। ছিন্নপত্রের প্রথমেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত যে আটখানি চিঠি (১৮৮৫-৮৭) মুদ্রিত আছে তাহাতেই

উভয়ের অন্তরঙ্গতার পরিচয় সুপরিস্ফুট।[২] শ্রীশচন্দ্রর আগ্রহাতিশয়েই রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার (১৩০৮-১২) গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০৮) নিবেদনে লিখিয়াছেন—

'বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম।... সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ 'মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্রসংগ্রহ' 'পদরত্নাবলী' (বৈশাখ ১২৯২) সম্পাদনপূর্বক প্রকাশ করেন।[৩] ১৩০১ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের ফুলজানি উপন্যাসের সুদীর্ঘ সমালোচনা -পূর্বক শ্রীশচন্দ্রের রচনার গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ করেন ; প্রবন্ধটি পরে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়। ছিন্নপত্রে প্রকাশিত ৩০ এপ্রিল ১৮৮৬ তারিখের পত্রেও রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের রচনার গুণ বিচার করিয়াছেন —'আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলা-দেশের একটি সজীব মূর্তি জাগ্রত করে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হন নি।' রবীন্দ্রনাথ কল্পনা (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যটি শ্রীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য উত্তরপুরুষেও প্রবহমাণ ছিল —শ্রীশচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণ রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে সন্তানস্নেহে বর্ধিত হইয়াছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের প্রযত্নে বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মনিয়োগ

করেন ও আমৃত্যু সেই কর্মেই নিযুক্ত ছিলেন ; কন্যা রমা দেবী রবীন্দ্র-সংগীতের একজন প্রধান ধারকরূপে শান্তিনিকেতনে সংগীতশিক্ষাদানে রত ছিলেন ; ইঁহাদের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সন্তানবিয়োগের বেদনার তুল্য হয়।

পত্র ৩। 'আমাদের সমালোচনী সভা'। পূর্বসংকলিত স্মৃতিকথায় নগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত 'a friendly literary society'র বিবরণ দিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহা সেই সভা।

পত্র ৮-১১। রবীন্দ্রনাথের নাম 'ভারতী'র সম্পাদকরূপে প্রচারিত না হইলেও সম্পাদনভার প্রারম্ভপর্বে বহুলাংশে তাঁহাকেই বহন করিতে হইত ; দ্রষ্টব্য— নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত স্মৃতিকথা এবং শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'ভারতীর ভিটা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১।

পত্র ১২। তুলনীয় পূর্বোদ্ধৃত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথা।

পত্র ১৩। 'আমার কাব্যখানা'— সম্ভবতঃ 'ছবি ও গান'।

পত্র ১৬। 'দত্তরা, তাঁদের club-এর'— এই প্রসঙ্গে উক্ত 'দত্ত'দের ১৮ অক্রুর দত্তের গলির সাবিত্রী লাইব্রেরির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত -উল্লিখিত 'a friendly literary society'র কথাও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ এই লাইব্রেরির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে (১১ চৈত্র ১২৯০। ১৮৮৪) 'অকালকুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধ ও ষষ্ঠ অধিবেশনে (১১ ভাদ্র ১২৯১। ১৮৮৪) 'হাতে কলমে' প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪]

পত্র ২০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর মৃত্যুতে প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন (পৃ ২২৯), এই চিঠিখানি তাহার উত্তর, এইরূপ অনুমিত।

পত্র ২২। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠিতেই

'কুষ্ঠি'র প্রসঙ্গ আছে। প্রিয়নাথ সেন ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি প্রবন্ধে ফলিত জ্যোতিষের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন; 'ফলিত জ্যোতিষ' নামে একটি প্রবন্ধে (প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে সংকলিত) প্রিয়নাথ সেন তদুত্তরে লেখেন— 'যদি কোন একখানি কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে পারি যে, তাহা জাতকের প্রকৃতি এবং জীবনের ঘটনাদির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিতেছে' 'তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিবেন, ফলিত জ্যোতিষকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর সঙ্গত।' অতঃপর রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমেই উল্লেখ না করিয়া তিনি এই প্রবন্ধে তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করেন—
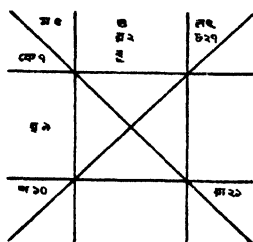
জাতকের লগ্ন মীন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতির গৃহ। মীন রাশি স্বচ্ছবর্ণ। সুতরাং জাতকের বর্ণ গৌর। সেখানে আবার গ্রহদিগের মধ্যে যে দুটি গ্রহ গৌরবর্ণ, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি, তাহাদের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। চন্দ্র মীনরাশিতেই অবস্থিত এবং স্বামীগ্রহ বৃহস্পতি লগ্নকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। তাহাতে বর্ণকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। রূপ এবং আকৃতি কান্ত, মনোহর এবং শোভন। স্বাস্থ্য এবং বল সম্বন্ধে ঐ কথাই খাটে। তিনি সুস্থদেহ এবং বলশালী।

তাঁহার বংশ সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং উজ্জ্বল আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত। নৈসর্গিক তেজে সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময় গ্রহরাজ সূর্য্য, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শুভগ্রহ বৃহস্পতি, উভয়েই তুঙ্গী হইয়া জাতককে অপর দিক হইতে উচ্চবংশ গৌরব এবং সুস্থ সুন্দর দেহ, উন্নত মানসিক বৃত্তিসকল দিয়াছে। লগ্ন সম্বন্ধে জাতকের এই বিশেষত্ব।

২য় স্থান বা ধনসম্বন্ধে জাতকের এই অসামান্য সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। তবে জাতক ধনহীন নহে। তিনি ধনী। তুঙ্গগ্রহ রবি দ্বিতীয়স্থ বলিয়া তাঁহাকে ধন দিয়াছে, কিন্তু ঐ রবি শত্রু ভাবের অধিপতি বলিয়া মাঝে মাঝে ধনের হানি হইয়া থাকে। ধনভাবস্থ বুধ ও শুক্র দুইটি সৌম্যগ্রহও তাঁহাকে ধন দিয়াছে, শুক্রগ্রহ উত্তরাধিকারীসূত্রে। কিন্তু তাহারা অস্তগত বলিয়া ধনের হানি করিয়াছে। পরন্তু ধনসম্বন্ধে জাতকের বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্র দ্বিতীয়স্থ থাকায় তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবলে ধন উপার্জ্জন হইবে।

৩য় বা ভ্রাতৃস্থান অশুভগ্রহ মঙ্গলযুক্ত এবং শনি কর্ত্তৃক পূর্ণ বীক্ষিত; তজ্জন্য অনুজ না হইবার সম্ভাবনা,— হইলেও তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবিত; অন্ততঃ জাতকের অব্যবহিত অগ্রজ এবং কনিষ্ঠের অমঙ্গল স্পষ্টতঃ সূচিত।

৪র্থ অর্থাৎ মাতৃস্থান কেতুযুক্ত। রাহু কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। স্বামীগ্রহ বুধ অস্তগত এবং ষষ্ঠাধিপতি রবি এবং মরণাধিপতি শুক্রযুক্ত সুতরাং জাতক অল্প বয়সেই মাতৃস্নেহ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। তাঁহার বন্ধুত্ব-সৌভাগ্যও স্থায়ী নয়। একাধিক বন্ধুর সহিত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বা অপ্রীতি ঘটিতে পারে।

৫ম স্থানে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়। "বুদ্ধি প্রবন্ধাত্মজ মন্ত্রবিদ্যা। মুনিঋষিগণ মানসপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের কল্পনা একই স্থানে

করিয়াছেন। এই ভাবে জাতকের অসামান্য সৌভাগ্য। ৫ম স্থান কর্কটরাশি, সৌম্যগ্রহ চন্দ্রের গৃহ এবং চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত। সুতরাং ৫ম স্থান "সৌম্য স্বামী যুতেক্ষিত" বলিয়া জাতকের বিদ্যাবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কর্কটরাশি বৃহস্পতির তুঙ্গ বা সর্ব্বোচ্চস্থান। সে কারণে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গরীয়সী। সেই বৃহস্পতি আবার লগ্নাধিপতি হইয়া পঞ্চমে অবস্থিত; সুতরাং আজন্ম বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানচর্চ্চায় রত এবং তাহাতে অসীম এবং অসামান্য সৌভাগ্যশালী। এখনও শুভপ্রভাবের শেষ হয় নাই। পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র লগ্নগত। একেত' "লগ্ন-চাঁদা বেদ বাখানে", তাহাতে এ স্থানে লগ্ন এবং পঞ্চম ভাবে বিনিময়। ইহা একটি অত্যন্ত **দুর্লভ** এবং অমৃততুল্য যোগ। পঞ্চমভাবে এতগুলি শুভযোগ হাজার, দশহাজার বা লক্ষেও ঘটে না। জাতকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একটি কথায় এবং কেবলমাত্র একটিমাত্র কথায় দেওয়া যাইতে পারে; তাহা প্রতিভা— অসাধারণ প্রতিভা। এবং লগ্নস্থ চন্দ্র তাঁহাকে সুন্দর এবং অনন্য সাধারণ কল্পনাশক্তি দিয়াছে।

৭ম অর্থাৎ জায়াভাবে তাদৃক্ সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। জায়াভাব গ্রহশূন্য— স্বামীদৃষ্টি বর্জ্জিত। এবং সৌম্য গ্রহদিগের মধ্যে কেবলমাত্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পাদ দৃষ্ট। যেমন জায়াভাব জায়াধিপতির দৃষ্টি রহিত — জায়াকারক গ্রহ শুক্রেরও দৃষ্টিরহিত। এবং জায়াধিপতি এবং জায়াকারক গ্রহ, উভয়েই অস্তগত। অধিকন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থানহেতু জায়া-হানি সূচিত। এবং শুক্র মরণাধিপতি হইয়া জায়াপতি বুধের সহিত যুক্ত। এই সকল প্রবল কারণে জাতক দাম্পত্যসুখ বহুদিন ভোগ করিতে পারেন নাই।

৯ম বা ভাগ্যস্থান উৎকৃষ্ট। স্বামীগ্রহ মঙ্গল এবং সৌম্যগ্রহ বৃহস্পতি

কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। সুতরাং জাতক ভাগ্যবান। অধিকন্তু ভাগ্যস্থান সর্ব্বগ্রহ বীক্ষিত বলিয়া জাতকের ভাগ্যের পরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে।

১০ম, কর্ম্ম এবং যশের স্থান। ইহা পরীক্ষা করিয়াই এই কোষ্ঠীর সাধারণ বিচার শেষ করিব। ১০ম স্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্র, ধনুরাশি এবং যদিও উহা স্বামীগ্রহের দৃষ্টি বঞ্চিত— কিন্তু অপর সমস্ত গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার কারণ শুভ-ফল-সূচক। পরন্তু ১০ম ভবননাথ বৃহস্পতি তুঙ্গী এবং ত্রিকোণস্থিত বলিয়া জাতক প্রসিদ্ধ "ক্ষেত্রসিংহাসন" যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতকের বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ করিবার কথা। তবে সে স্থানে রাহু অবস্থিত এবং বৃহস্পতির দৃষ্টি নাই বলিয়া সময়ে সময়ে জাতকের অপযশ এবং অখ্যাতি ঘটে।

এই ১০ম স্থানে পিতৃ-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। জাতকের পিতা পরম ধার্ম্মিক উন্নত এবং সাধুচরিত্র। এবং যে যে কারণে মধ্যে মধ্যে জাতকের যশের হানি হয়, সেই সেই কারণে তাঁহার পিতারও সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং শারীরিক এবং মানসিক কষ্টও পান।

এখন উপরে দর্শিত কোষ্ঠীবিচারে জাতকের যে জীবন স্থিরীকৃত, চিত্রিত, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলে কি না? আমি বলি, অত্যাশ্চর্য্য রূপে মিলে এবং ফলিত জ্যোতিষে আমার বিশ্বাসস্থাপন করিবার নানা প্রমাণের মধ্যে ঐ কোষ্ঠী তাহাদের অন্যতম।

এক্ষণে পাঠকের স্বভাবতঃই কৌতূহল হইতেছে যে, ঐ কোষ্ঠী-কল্পিত পুরুষ কে? কে সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সুন্দর, উচ্চবংশজাত, আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভার কিরীট মণ্ডিত, বরেণ্য পিতার পুত্র এবং বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি?— তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐ পিতৃদত্ত অনুপম সুন্দর নামের পূর্ব্বে রাজদত্ত গৌরবের কুৎসিত উপসর্গ-অত্যাচার "Sir Doctor" বসাইতে লেখনী সরে না।

পরিশেষে যখন ব্যক্তি ব্যক্ত হইল, তখন পাঠক সহজেই কোষ্ঠী-লিখিত নির্দ্দেশসকল জাতকের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

—প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি (১৩৪০) পৃ ২৩৭-৪৪

পত্র ২৫। 'অর্থাভাবে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য কর্ত্তে হচ্চে'। তরুণ বয়স হইতে প্রবীণ বয়স পর্যন্ত প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিতেই অর্থাভাবের কথা, ঋণের ব্যবস্থার প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন 'আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না', তাহা অন্তত এই পরিমাণে সত্য যে, পিতার নির্দেশানুযায়ী পুত্রদিগকে নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তির মধ্যেই চলিতে হইত।[৫] রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত গ্রন্থাদিও সাধারণতঃ ঐ বৃত্তি হইতে নিজ ব্যয়েই প্রকাশ করিতে হইত, এরূপ অনুমান হয়। বলা বাহুল্য সেকালে তাঁহার গ্রন্থের বিক্রয় যথেষ্ট ছিল না। এই বৃত্তি সব সময় নিয়মিত কালে পাওয়া যাইত না বলিয়া বোধ হয়।[৬] রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বহু বই কিনিতেন, অনেক সময় অর্থাভাবে পাঠান্তে তাহা বন্ধুদের নিকট বিক্রয় করিতেন এরূপ জানা যায়।[৭] তিনি জোড়াসাঁকোতে নিজের যে স্বতন্ত্র বাড়ি তৈরি করান— পরবর্তীকালে যাহা 'লাল বাড়ি' নামে পরিচিত হয়— সেজন্য লোকেন্দ্রনাথ পালিতের নিকট ঋণ করিতে হইয়াছিল, ১১৩-সংখ্যক পত্র হইতে তাহা জানা যায়। জমিদারি-পরিচালনার ভার লইয়া তাহার সাময়িক নানা ব্যবস্থার জন্যও রবীন্দ্রনাথ অর্থচিন্তায় বিব্রত হইয়া থাকিতেন। প্রভূত ঋণের প্রয়োজন হইবার প্রধান কারণ বোধ করি কুষ্টিয়ার ব্যবসায়। ১৩০২ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে জমিদারি হইতে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

'তুমি বোধ হয় জান, সম্প্রতি আমি লক্ষ্মীর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী— আমিও বাণিজ্য অবলম্বন করেছি। অতএব সম্প্রতি আমার কোথাও নড়বার উপায় নেই।'[৮]

এই ব্যবসায়ে বলেন্দ্রনাথ প্রধানভাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন— তাঁহার জীবিতকালেই 'বিষয়কার্য্য তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল'[৯], ১৩০৬ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিষয়কর্মের ব্যবস্থাপনার ভার রবীন্দ্রনাথের উপরেই বর্তিয়াছিল। 'বিষয়জালের কর্মফাঁসটি' 'কণ্ঠ হইতে সত্বর'[১০] নামাইবার আশা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই,[১১] দীর্ঘকাল ইহার জের চলিয়াছিল, বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিপত্র হইতেও তাহা জানা যায়— সেজন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্যও অর্থের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল।

লোকেন্দ্রনাথ পালিতের ঋণ -পরিশোধ প্রসঙ্গে কয়েকখানি চিঠিতে বইয়ের কপিরাইট -বিক্রয়ের প্রস্তাব আছে। এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ' প্রবন্ধে আছে।

পত্র ২৬। এই পত্র সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবাস হইতে অক্টোবর মাসে লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। তুলনীয় ছিন্নপত্র, পত্র ২, সোলাপুর, অক্টোবর ১৮৮৫— 'এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব।' প্রিয়নাথ সেনের ২-সংখ্যক পত্র এই চিঠির উত্তরে লিখিত এইরূপ অনুমান হয়।

পত্র ২৭। বান্দোরা হইতে লিখিত। এই সময় মহর্ষি অসুস্থ হইয়া এখানে ছিলেন। দ্রষ্টব্য : অজিতকুমার চক্রবর্তী -প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ৬১৬-১৭।

পত্র ২৮। প্রিয়নাথ সেনের ৩-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ২৯। 'নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত' এই কবিতাটি

কড়ি ও কোমল কাব্যে কিছু পরিবর্তন-সহ মুদ্রিত আছে।

পত্র ৩০। 'তিন সমাজের একত্র উপাসনা'— ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধা বিভক্ত হইবার পরেও 'প্রধান আচার্য্য' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে সম্মিলিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য—

'ব্রাহ্মসম্মিলন। গত ৯ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। ঐ দিন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কয়জন বেদির আসন গ্রহণ করেন।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন।

পত্র ৩৫। উদ্‌ধৃত কবিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর -বিরচিত।

পত্র ৩৭। লালমোহন বিদ্যানিধির (১৮৪৫-১৯১৬) কাব্যনির্ণয় হইতে পারে।

পত্র ৪২। ব্রাহ্মধর্ম্ম— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম্মঃ গ্রন্থ।

পত্র ৬১। নাসিক হইতে লিখিত এই পত্রের তারিখ ১৩ জুলাই ১৮৮৬, চিঠিতে এই তারিখ কেহ লিখিয়া রাখিয়াছেন, সম্ভবতঃ পোস্ট্‌ মার্ক্‌ হইতে। 'তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেচেন'— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত। প্রিয়নাথ সেনের ৪-সংখ্যক পত্র এই চিঠির উত্তরে লিখিত।

পত্র ৬২। জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৮৮৬।

পত্র ৬৩। 'মথুর সেনের কুঞ্জপথ'— প্রিয়নাথ সেনের পূর্বপুরুষ সুবিখ্যাত মথুরামোহন সেনের স্মৃতি -চিহ্নিত মথুর সেন গার্ডন লেন। এই গলিতে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি। এই প্রসঙ্গে ২৬-সংখ্যক পত্র (পৃ ১৮) দ্রষ্টব্য।

পত্র ৬৭। ‘দক্ষিণা’— নবরচিত লেখা পড়িয়া শোনানো।

পত্র ৭১। এই চিঠির উত্তরে প্রিয়নাথ সেনের ৫-সংখ্যক পত্র লিখিত।

পত্র ৭২। ভ্রমক্রমে পত্রখানিতে রবীন্দ্রনাথ ‘শ্রীপ্রিয়নাথ সেন’ স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেইরূপই ছাপা হইল। এই প্রসঙ্গে ৭৩-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৭৩, ৭৪, ৭৫। ‘সাহিত্যে’র কোন গল্পে’— এই-সকল উল্লেখের উপলক্ষ্য: ১৩০৬ বৈশাখ-সংখ্যা সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -রচিত গল্প ‘প্রণয়ের পরিণাম’। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ডে পত্র ৩ এবং তৎসংক্রান্ত গ্রন্থপরিচয়।

পত্র ৭৬। ‘চঞ্চল’— চাঁচলের জমিদার।

পত্র ৭৯, ৮৫, ৮৭, ৯০, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৬৯, ১৭৩। ‘বিনোদিনী’, চোখের বালি— দেখা যায় উপন্যাসখানি লেখা বৎসর-দুই ধরিয়া চলে, অবশেষে ১৩০৮-১৩০৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নভেম্বর ১৮৭০ - অগস্ট ১৯০৬)— এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ‘চিঠিপত্র’, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩; ‘বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা’, প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬ এবং তৎসহ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য (বিশ্বভারতী পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় উদ্ধৃত)।

পত্র ৮৩। বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের প্রবন্ধ ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা প্রদীপ পত্রে মুদ্রিত ও প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে সংকলিত। **প্রিয়নাথ** সেনের ৬-সংখ্যক পত্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষ্যে লিখিত।

পত্র ৮৫। ‘ছেলেদের সংস্কৃত পড়া লইয়া ব্যস্ত আছি।’ তুলনীয় শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত প্রথমভাগ ‘সংস্কৃতপ্রবেশ’ গ্রন্থের সূচনায়—

‘ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইয়া পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

‘এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

‘তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।’[১৩]

—রবীন্দ্রনাথ, ‘সম্পাদকের নিবেদন’

পত্র ৯৫, ১২৯, ১৩২, ১৩৭। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুজ, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের ইনিই ব্যবস্থাপক ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে সম্পাদকও হন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ‘মজুমদার লাইব্রেরি’ বহু বৎসর রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রকাশক-রূপে ইঁহার পুত্র সুহাসচন্দ্র মজুমদারের নাম মুদ্রিত হইত।

পত্র ১০০। এই পত্রখানি ও সংলগ্ন কবিতা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: প্রিয়নাথ সেনের ৮, ৯ ও ১০-সংখ্যক পত্র, এবং ৮ ও ৯-সংখ্যক পত্র-ভুক্ত প্রিয়নাথ সেন-লিখিত কবিতা। ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রদীপ পত্রে প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুইটি যথাক্রমে ‘বসন্ত অন্তে’ ও ‘প্রত্যুপহার’ নামে পাশাপাশি মুদ্রিত হয়, এই সংখ্যার মুখপাতে রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতিও মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির এটি হয়তো ‘পুরানো পাঠ’, উৎসর্গ কাব্যের সংযোজনে এটি মুদ্রিত আছে; পত্রের সহিত প্রেরিত পাঠ

হইতে উহার অষ্টক বহুশঃ স্বতন্ত্র।

পত্র ১০০, ১০২। 'ক্ষণিকার জন্য তাড়া লাগিয়ে হয়রান্ হলুম' 'ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পড়চি'— যাঁহারা ক্ষণিকার মুদ্রণ-পর্ব অথবা গ্রন্থমুদ্রণ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও রুচি সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের 'অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮।

পত্র ১০১। 'অলীকপ্রকাশের সমালোচনা'— প্রিয়নাথ সেন -লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু'র সমালোচনা, সাহিত্য, চৈত্র ১৩০৬। এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেনের ৮-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০২। 'প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা' ১৩০৭ সালের বৈশাখ আষাঢ় ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পরে প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে সংকলিত। এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেনের ৮-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ১০২। 'সাহিত্যে কবিতায় এবং আলেখ্যে[১৪] আমি চিত্র-বিচিত্রিত হয়ে উঠেছি'— বৈশাখ ১৩০৭ -সংখ্যা সাহিত্য পত্রের মুখপাতরূপে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের চারিখানি ছবি একত্র ছাপা হয়, ঐ সংখ্যায় প্রিয়নাথ সেন -রচিত[১৫] 'রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৩০৬ সালে প্রকাশিত/রচিত কাব্যচতুষ্টয় প্রসঙ্গে এই কবিতা।

পত্র ১০৭। এই চিঠি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকগুলি চিঠিতেই কন্যা বেলা বা মাধুরীলতা দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচিত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়; প্রিয়নাথ সেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিবেশী ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি এ বিবাহে উভয়পক্ষেরই বন্ধুকৃত্য করেন। নানা পারিবারিক বাধা-বিপত্তির আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই বিবাহ স্থির হয়; ১৩০৮ সালের ১ আষাঢ় এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

পত্র ১১০, ১১১, ১১২। দেবেন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের গাজিপুর-বাসকালে (১৮৮৮) কিভাবে তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ সেনের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়, সে কথা দেবেন্দ্রনাথ ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতী পত্রে 'স্মৃতি' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' (১৩০০) দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন— 'কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কর-কমলে তদীয় ভক্তের এই প্রীতি-উপহার'। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যুপহার দেন 'গোলাপ-গুচ্ছ' (১৩১৯)— 'যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ঊষার আলোক-বন্যার মত চিত্তহারিণী, যাঁহার বাসন্তী-কবিতা গোলাপ ফুলের মত সৌরভ ও গৌরবময়ী, যিনি শ্রীহরির মোক্ষ-মন্দিরের পথে অপূর্ব্ব যাত্রী, ও ভক্তি-দেবী যাঁহার পথপ্রদর্শিকা, সেই সাহিত্য-সম্রাট, বন্ধুশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর-কমলে'।

দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কয়েকটি কবিতাও লিখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।

পত্র ১১১, ১১৩, ১২১, ১২৪। লোকেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'জীবনস্মৃতি'র 'লোকেন পালিত' অধ্যায়। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ও 'ক্ষণিকা' লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গীকৃত।

পত্র ১১৪। চিরকুমার সভা। এই পত্রে এবং অন্য অনেকগুলি চিঠিতে, প্রিয়নাথ সেনেরও অনেক চিঠিতে, ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহা প্রথমে ভারতী পত্রে ১৩০৭ সালের বৈশাখ-কার্তিক, পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় ও ১৩০৮ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

পত্র ১১৭। 'সমাজ প্রেস্ ওয়ালা'— আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস-পরিচালক। এক কালে এই প্রেসে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই ছাপা হইয়াছে।

পত্র ১১৮। 'তুমি ক্ষণিকা সমালোচনা করচ শুনে আমি খুসি হলুম' এবং
পত্র ১১৯। 'আমার ক্ষুদ্র ক্ষণিকাটিকেও ভুলো না!' প্রিয়নাথ সেনের ১১-সংখ্যক পত্রে এই সমালোচনার কথা উল্লিখিত এবং ১৪-সংখ্যক পত্রেও লিখিতেছেন— 'ক্ষণিকার সমালোচনা অর্দ্ধেক লিখিত হইয়া স্থগিত আছে'। লেখাটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই মনে হয়; অসম্পূর্ণ জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে একাংশ উদ্‌ধৃত হইল[১৬]—

'বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি— কবিতার দানসাগর করিতে বসিয়াছেন। এই কয় মাসের মধ্যে রবীন্দ্রবাবু ৫খানি কবিতাপুস্তক বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট যে বাঙ্গালী ছাড়া পৃথিবীর অপর জাতি সকলে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বই পড়ে না এবং এই বঙ্গীয় কবির অসাধারণ প্রতিভার [পরিচয় পায় না]··· তাহা হইলে এই বঙ্গীয় কবির গ্রন্থাবলী পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিত। এবং বাঙ্গালা ভাষা ধন্য ধন্য হইত।··· রোস্তাঁ নামক ফরাসী কবি একখানি নাটক লিখিয়া পৃথিবীর [চারি] মহাদেশে আপনার নাম জাহির করিলেন। কারণ ফরাসী ভাষা···। তাঁহারা এই বাঙ্গালী কবির মহীয়সী প্রতিভা এবং তাঁহার [অমর-] ভোগ্য কবিতার পরিচয় পাইয়া আপনাদিগকে ধন্য ধন্য মনে করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা একদিন বাঙ্গালাদেশ ছাড়া অন্যত্র আদৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ভাষার সাহিত্য রবিবাবুর [ন্যায়] প্রতিভার দ্বারা পুষ্ট ও অলঙ্কৃত সে ভাষার গৌরব কেবল স্বদেশে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে কারণে আমরা ফরাসী ভাষা শিক্ষা করি সে কারণেই ফরাসী জাতি একদিন আমাদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবে।'

প্রিয়নাথ সেন জীবিতকালেই তাঁহার আশা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল

হইবার সূচনা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। 'ক্ষণিকা'-প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে তাঁহার ৮-সংখ্যক পত্রের অন্তর্গত।

পত্র ১১৮। 'প্রভাতকুমারের কাছ থেকে ··· তাগিদ এসেছে'। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এক সময় 'ভারতী'র সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন— দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিত-মালার অন্তর্গত 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থে 'বিলাত-যাত্রা' অধ্যায়।

পত্র ১১৯। 'প্রবোধের **Arthurian Legends**'— প্রিয়নাথ সেনের ১২-সংখ্যক পত্রে এই প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

পত্র ১২০, ১২৩, ১৩৪, ১৬৬। 'সন্তোষের প্রমথবাবু' 'প্রমথবাবু'। কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর (১৮৭২-১৯৪৯) সহিত আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সৌহার্দ জন্মিয়াছিল। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী তাঁহার 'পদ্মা' (১৩০৫) কাব্য 'মাতৃভূমির প্রিয় কবি, বরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়'কে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা' কাব্য (১৩০৬) তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৩০৮ বৈশাখ -সংখ্যা প্রদীপে প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে 'কবি-সম্ভাষণ' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন।

পত্র ১২১। চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকের নিকট সামাজিক বিষয়ে ও ধর্মমতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ রূপেই পরিচিত ; এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাও নহে। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নানা মতামতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বারংবার লেখনী ধারণ করিয়াছেন ('হিন্দুবিবাহ', ভারতী ও বালক, ১২৯৪ আশ্বিন ; 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত', সাধনা, ১২৯৮ পৌষ ; 'সাময়িক

সাহিত্য সমালোচনা', সাধনা, ১২৯৮ ফাল্গুন; 'কড়ায়-কড়া কাহন-কানা', সাধনা, ১২৯৯ পৌষ; 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব', সাধনা, ১২৯৯ আষাঢ়; 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা', সাধনা, ১২৯৯ ভাদ্র আশ্বিন —ইত্যাদি)— এই-সকল বিতর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'চন্দ্রনাথ বাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে, নিতান্ত কর্তব্য জ্ঞান না করিলে, ও তাঁহাকে বর্তমান কালের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোনো প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথ বাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্তব্য পালন করিয়াছি।'

এই-সকল বাদবিতণ্ডা সত্ত্বেও, চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটি গভীর বন্ধন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথ বসুর চিঠিপত্র[১১] হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

পত্র ১২৮, ১২৯। ''রেণু' গ্রন্থের ··· লেখিকা', 'রেণু-রচয়িত্রী'— প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)। 'রেণু' কাব্যগ্রন্থ ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'লেখন' প্রবন্ধে (চতুর্দশখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী, পৃ ৫২৭-৩২) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে 'প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতার' সাধুবাদ দিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল—

'প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং যে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

আর, সেই ফুলটি যুথী মালতী জাতের, পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায়, সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্য ঘোষণাচ্ছলে বাংলা ভাষার মর্যাদা কোথাও অতিক্রম করে নি ; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।

'বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম।'

—রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা : চম্পা ও পাটল

'রেণু' সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার ১৬-সংখ্যক পত্রে (পৃ ২৭০-৭২) ব্যক্ত হইয়াছে।

পত্র ১৩০। জগদীশ বসু। আলোচ্য বিষয় এবং রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রসঙ্গ 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পত্র ১৩১। 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯), পৌরাণিকী (১৮৯৭) — কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) কবিতা সম্বন্ধে ১৮৯৩ সালে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন ছিন্নপত্রাবলীর ৮০-সংখ্যক পত্রে তাহা মুদ্রিত আছে। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার ১৬ ও ১৭ -সংখ্যক পত্রে বিবৃত।

পত্র ১৩৯। এই পত্রে উল্লিখিত 'প্রবাসী' কবিতা ('সব ঠাঁই মোর ঘর আছে' ইত্যাদি) প্রবাসী পত্রের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩০৮)

প্রকাশিত হয়, রচনাশেষে তারিখ ছিল ৩ ফাল্গুন ১৩০৭। পরে উৎসর্গ কাব্যে সংকলিত।

পত্র ১৫০। 'তোমার কবিতাটি'— দ্রষ্টব্য প্রিয়নাথ সেনের 'কত দিন', প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৮।

পত্র ১৬১, ১৬২। এই সময় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পত্র ১৭২। 'একজন দরিদ্র ব্যক্তি'— মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬)। মোহিতচন্দ্র পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও যোগদান করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধানিবেদন করেন 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৩১৪) গ্রন্থে তাহা সংকলিত হয়। ১৯০৩-০৪ সালে ইঁহার সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী নূতন ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। ইঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ শ্রাবণ মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্র -সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৭৪। 'সুসময় দুঃসময় জানবার জন্যে কোন কৌতূহল আর রাখি নে'— যে মধ্যমা কন্যার পীড়ার আরোগ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগ আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন (পত্র ১৭০-৭৩) এই সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র ১৮০। চিত্রা— *Chitra* (1913), চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ।

সংযোজন

পত্র ৫। সখিসমিতি— স্বর্ণকুমারী দেবী -কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহিলাসভা। 'সখীসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে' রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' (১২৯৫) গ্রন্থ 'উক্ত সমিতি-কর্তৃক মুদ্রিত' হয়।

প্রিয়নাথ সেনের লেখা অধিকাংশ পত্রের প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র-পত্রাবলীর পরিচয়ক্রমেই উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে।—

পত্র ১৭। ১৩০৭ আশ্বিন-সংখ্যা প্রদীপ পত্রের এই-সকল রচনা এই পত্রে উল্লিখিত—

শুভদৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ছোটোগল্প; প্রমথনাথ রায় চৌধুরী -লিখিত গীতিকা কাব্যগ্রন্থের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -লিখিত সমালোচনা; শিবনাথ শাস্ত্রীর 'কবি ও কাব্য' প্রবন্ধ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কুসুমে কণ্টক' কবিতা।

পত্র ১৮। 'তোমার 'মন্দ্র' সমালোচনা'— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মন্দ্র কাব্যগ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রশস্তি, বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯। পূর্বোল্লিখিত 'কুসুমে কণ্টক' কবিতা সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন— 'শেষ করিবার পুর্ব্বে "কুসুমে কণ্টক" কবিতাটি সম্বন্ধে আমরা আপত্তি জানাইয়া রাখিতে চাই। ইহা বিশুদ্ধ কণ্টকমাত্র, ইহার মধ্য হইতে সুকোমল সুন্দর কুসুমটিকে কই দেখা যাইতেছে! কবির নিকট হইতে আমরা এরূপ সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশা করি নাই।'

'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলনকালে এই অংশ ও অপর কোনো-কোনো অংশ বর্জিত।

পত্র ১৯। রবীন্দ্রনাথের ২৮ এপ্রিল ১৯০৪ তারিখের ১৭৭-সংখ্যক পত্রের উত্তর— মে মাসেও লেখা হইতে পারে।

পত্র ২০। কার্তিক ১৩২০। এই পত্রে May Sinclair[১৮]-এর 'The Gitanjali : or Song-offerings of Rabindra Nath Tagore' প্রবন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ The North American

Review পত্রের ১৯১৩ মে সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মে সিন্‌ক্লেয়ারের যে চিঠিখানি এই পত্রে উল্লিখিত নিম্নে তাহা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত *On the Edges of Time* গ্রন্থ হইতে অংশতঃ পুনর্মুদ্রিত হইল—

July 8, 1912.

Dear Mr. Tagore,

It was impossible for me to say anything to you about your poems last night, because they are of a kind not easily spoken about. May I say now that as long as I live, even if I were never to hear them again, I shall never forget the impression that they made. It is not only that they have an absolute beauty, a perfection as poetry, but that they have made present for me forever the divine thing that I can only find by flashes and with an agonizing uncertainty. I don't know whether it is possible to *see* through another's eyes, I am afraid it is not ; but I am sure that it is possible to believe through another's certainty.

There is nothing to compare with what you have done except the poem of St. John of the Cross : 'The Dark Night of the Soul' and you surpass him and all Christian poets of mysticism that I know by that sense of the Absolute, that metaphysical insight. It, to my mind, Christian mysticism almost completely lacks. It deals too much in sensual imagery, it is not sufficiently austere and subtle— it has not really *seen through* the illusion of the world. And therefore its passion is not and cannot be entirely pure.

At least so it has always seemed to me, and that is why finding this imperfection in it, it sends me away still unsatisfied.

Now it is satisfaction— this flawless satisfaction— you gave me last night, you have put into English which is absolutely transparent in its perfection things it is despaired of ever seeing written in English at all or in any Western language.···

With kind regards,

Sincerely yours
May Sinclair.

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সহিত 'আলাপ-আলোচনা'য়, উত্থাপিত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'বাংলা গীতাঞ্জলির কবিতা ইংরেজিতে আপন মনেই তরজমা করেছিলুম। শরীর অসুস্থ ছিল, আর কিছু করবার ছিল না। কোনোদিন এগুলি ছাপা হবে এমন স্পর্ধার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। তার কারণ, প্রকাশযোগ্য ইংরেজি লেখবার শক্তি আমার নেই— এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।

'খাতাখানা যখন কবি য়েট্‌সের হাতে পড়ল তিনি একদিন রোদেন্‌স্টাইনের বাড়িতে অনেকগুলি ইংরেজ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসজ্ঞকে তার থেকে কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাবেন ব'লে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি মনের মধ্যে ভারি সংকুচিত হলেম। তার দুটি কারণ ছিল। নিতান্ত সাদাসিধে দশবারো লাইনের কবিতা শুনিয়ে কোনোদিন আমি কোনো বাঙালী শ্রোতাকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখি নি। এমন কি, অনেকেই আয়তনের খর্বতাকে কবিত্বের রিক্ততা

ব'লেই স্থির করেন। একদিন আমার পাঠকেরা দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, ইদানীং আমি কেবল গানই লিখচি; বলেছিলেন— আমার কাব্যকলায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব, রচনা তাই ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে বচনের দিকে ছোটো হয়েই আসচে।

'তার পরে আমার ইংরেজি তরজমাও আমি সসংকোচে কোনো কোনো ইংরেজি-জানা বাঙালী সাহিত্যিককে শুনিয়েছিলেম, তাঁরা ধীর গম্ভীর শান্তভাবে বলেছিলেন মন্দ হয় নি, আর ইংরেজি যে অবিশুদ্ধ তাও নয়। সে-সময়ে এণ্ডরুজের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

'য়েট্‌স সেদিনকার সভায় পাঁচ সাতটি মাত্র কবিতা একটির পর আর একটি শুনিয়ে পড়া শেষ করলেন। ইংরেজ-শ্রোতারা নীরবে শুনলেন, নীরবে চ'লে গেলেন— দস্তুর পালনের উপযুক্ত ধন্যবাদ পর্যন্ত আমাকে দিলেন না। সে-রাত্রে নিতান্ত লজ্জিত হয়েই বাসায় ফিরে এলাম।

'পরের দিন চিঠি আসতে লাগল। দেশান্তরে যে-খ্যাতি লাভ করেছি তার অভাবনীয়তার বিস্ময় সেই দিনই সম্পূর্ণভাবে আমাকে অভিভূত করেচে।'

—'আলাপ-আলোচনা', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪

Gitanjaliর Special Edition— লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি -কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ (১৯১২)। ইহা মাত্র ৭৫০ কপি মুদ্রিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শুধু ২৫০ কপি বিক্রয়ার্থ ছিল।

ডাকঘরের Irish Edition, ইহাও বিশেষ সংস্করণ; মোট ৪০০ কপি ছাপা হয়, প্রত্যেকটি কপি ক্রমিক-সংখ্যা-যুক্ত। Gitanjali'র ন্যায় কবি য়েট্‌সের ভূমিকা-সংবলিত।

The Gardener, The Crescent Moon— ১৯১৩ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নানা বাংলা কাব্যগ্রন্থ হইতে নানা কবিতার অনুবাদ -সংগ্রহ।

পত্র ২১। রবীন্দ্রনাথের নাইট্‌হুড-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এই পত্র লিখিত।

১ এই চিঠি দুটি 'দেশ' পত্রের ২৪ শ্রাবণ ১৩৬৫ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়, ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২ অপিচ দ্রষ্টব্য শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্র— বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯, তিনখানি চিঠি ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮, চারিখানি চিঠি।

৩ ইহার অংশতঃ বর্জিত ও বহুশঃ পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণের 'কপি' রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে (৩ ভাদ্র ১৩১০) জানা যায়। দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮, পৃ ৫।

৪ দ্রষ্টব্য : 'সাবিত্রী অর্থাৎ বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত-প্রবন্ধাবলী'। শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত -কর্তৃক প্রকাশিত। আশ্বিন ১২৯৩।

৫ দ্রষ্টব্য : নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পূর্বোদ্‌ধৃত স্মৃতিকথা।

৬ দ্রষ্টব্য : বর্তমান গ্রন্থের ৬৬-সংখ্যক পত্র।

৭ দ্রষ্টব্য : বর্তমান গ্রন্থের ৬১-সংখ্যক পত্র।

৮ 'চিঠিপত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮।

৯ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা', প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬।

১০ এই গ্রন্থের ৮১-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

১১ ব্যবসায়ের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ ৪৫১-৫৩।

১২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮০৭ শক। এই সম্মিলনের বিশদ বিবরণও আছে।

১৩ দ্রষ্টব্য : শ্রীকানাই সামন্ত -লিখিত 'ভাষাশিক্ষা ও ব্যাকরণ', বিশ্বভারতী পত্রিকা. শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ শক।

১৪ আলেখ্যপ্রকাশ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেনের ৭-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

১৫ রচনাশেষে স্বাক্ষর নাই, সূচীপত্রে রচয়িতার নাম আছে।

১৬ পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ক্লেশসাধ্য। অনুমিত পাঠ, [ ] বন্ধনীমধ্যে নিবিষ্ট। কয়েক স্থলে পড়া যায় নাই।

১৭ চন্দ্রনাথ বসুর রবীন্দ্রনাথকে লিখিত 'চিঠিপত্র', সবুজপত্র (আশ্বিন ১৩২৫) ও বিশ্বভারতী পত্রিকা। চন্দ্রনাথ বাবুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ -সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান-রূপে চন্দ্রনাথ বসু বাংলা বই সম্বন্ধে রিপোর্টে (১৮৮১-৮৪) রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের অনেকগুলি গ্রন্থের আলোচনা করেন। দ্রষ্টব্য : শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় -সংকলিত 'সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯।

১৮ Sinclair, May (1870 ? - 1947). Distinguished and popular English novelist, a keen psychologist and experimenter in method.... Also successful in the writing of uncanny stories. Her *The Dark Night* (1924) is a novel in verse.

—Reader's Encyclopedia.

পত্র ৮ ॥ *Mademoiselle de Maupin* (1835), Theophile Gautier -লিখিত। ২৫ ও ৩২ -সংখ্যক পত্রেও এই গ্রন্থ উল্লিখিত।

১৩৩-সংখ্যক পত্রে ইঁহার *Capitane Fiacase* (1861-63) গ্রন্থ উল্লিখিত।

সাধনা পত্রে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা লইয়া যে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় (সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮ - ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯) তাহার কোনো কোনো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পুর্বোক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। দ্রষ্টব্য : সাহিত্য গ্রন্থে (প্রচলিত সংস্করণ) 'সাহিত্য (পত্রোত্তর)' ও 'সাহিত্যের প্রাণ'।

পত্র ১০ ॥ 'Forman's Shelley'— H. B. Forman (1842-1917) -কর্তৃক সম্পাদিত শেলির গ্রন্থাবলী।

পত্র ২১ ॥ 'Rossetti's Review of Swinburne's Poems and Ballads'— *Swinburne's Poems and Ballads : a Criticism* (1866), W. M. Rosetti (1829-1919) -কর্তৃক সম্পাদিত।

পত্র ২৩ ॥ 'Grierson-এর বিদ্যাপতি'— G. A. Grierson (1851-1941) -লিখিত *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy and Vocabulary* (1882)

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন— তাঁহার ব্যবহৃত, তাঁহার কৃত ও বহু-টীকাদি-সম্বলিত গ্রন্থখানি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। 'রবীন্দ্রনাথ ··· এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙ্‌লায় গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সকল স্থলে সম্পূর্ণ পদ্যে নাই—

কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অনুবাদ আছে।' পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদগুলি প্রবাসী পত্রে (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৪৮) প্রকাশ করেন।

পত্র ৮৬ ॥ 'Mrs. Meynell-এর Colour of Life এবং Childern'—*Colour of Life* (1896) এবং *Children* (1896), Mrs. Alice Meynell -লিখিত গ্রন্থদ্বয়।

পত্র ৮৭ ॥ 'ম্যাক্‌স্‌মুলারের সে বইখানা'।

কোন্ বইয়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা চলে না। তবে এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ম্যাক্‌স্‌মুলর তাঁহার গ্রন্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য : অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ৬১২।

পত্র ৯৬ ॥ *A History of the Ottoman Poetry*, 6 vols. (1900-09), E. J. Wilkinson Gibb (1857-1901) -লিখিত।

পত্র ৯৭, ৯৮ ॥ Herbert Spencer (1820-1903)

হার্বার্ট স্পেন্সরের রচনা এক সময় রবীন্দ্রনাথ অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন ; তাহার প্রথম ফল 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (হর্ব্বার্ট স্পেন্সরের মত)', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক হার্বার্ট স্পেন্সরের বিভিন্ন গ্রন্থ -পাঠের উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ও 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পত্র ৯৮, ১২৫ ॥ Henry Harland (1861-1905)— এই আমেরিকান লেখকের *The Cardinal's Snuffbox* (1900) ও অন্য কতকগুলি গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত।

পত্র ৯৯, ১০৭, ১১৯, ১২২ ॥ Moliere : Jean-Baptiste Poquelin

(1622-73), মোলিয়ের ছদ্মনামেই বিখ্যাত।

১১৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'যশস্বী জুর্দ্যা' (Jourdain) তাঁহার *Le Bourgeois Gentilhomme* গ্রন্থের চরিত্র। ১২২-সংখ্যক পত্রে মোলিয়েরের অপর একখানি গ্রন্থ *L' Avare* (1668) উল্লিখিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমোক্ত গ্রন্থখানির অনুবাদ করিয়াছিলেন 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) নামে। তিনি মোলিয়ের-কৃত অন্যান্য কোনো কোনো নাটকেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। মোলিয়েরের জন্ম-ত্রৈশতাব্দিক উৎসব (১৯২২) উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে একটি সভা হয়। সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্র ১২০, ১২৩ ॥ Mark Twain -এর (1835-1910) প্রকৃত নাম Langhorne Clemens। ইঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লিখিত— *Innocents Abroad* (1869), *The Choice Humorous Works of Mark Twain* (1873), *A Tramp Abroad* (1880), *Mark Twain's Library of Humour.*

পত্র ১৩১, ১৩৩। *What is Art* (1897-98), Leo Tolostoy (1829-1910) -লিখিত।

এই প্রসঙ্গে টলস্টয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কোনো উক্তির নির্দেশ করা হইল— ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৮০ : *Anna Karenina* প্রসঙ্গ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃ ৩৬ : *Confession* প্রসঙ্গ। শিক্ষা গ্রন্থের 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে শিক্ষানীতি ও সরকার প্রসঙ্গ।

পত্র ১৩১ ॥ *Le Crime de Sylvestre Bonnard* (1881) Anatole France (1844-1924) -লিখিত। আনাতোল ফ্রাঁসের

প্রকৃত নাম Jacques Anatole Francois Thibault.

পত্র ১৩৩ ॥ *Jack* (1876) গ্রন্থ Alphonse Daudet (1840-97) -লিখিত।

পত্র ১৩৩ ॥ *Sister Philomene* (1861), Edmond de Goncourt (1822-96) ও Jules de Goncourt (1830 1870) -লিখিত।

পত্র ১৩৩ ॥ *Pierre and Jean* (1888), Guy de Maupassant (1850-93) -লিখিত।

পত্র ১৩৩ ॥ *No Relation*। উল্লেখ দেখিয়া মনে হইতে পারে এখানিও মোপাসাঁ-রচিত। Henri Hector Malot (1830-1907)- লিখিত *No Relations* গ্রন্থ (১৮৮০) হওয়াই সম্ভব।

পত্র ১৩৬ ॥ 'Amateur Rose Gardener' সম্ভবতঃ Landolicus -লিখিত *Indian Amateur Rose Gardener* (1881) গ্রন্থ।

পত্র ১৭৬ ॥ *Idle Days in Patagonia* (1893), W. H. Hudson (1841-1922) -লিখিত।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার *On the Edges of Time* (1958) গ্রন্থে (পৃ ১২০-২১) হাড্সনের লেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ, বিলাতে হাড্সনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। হাড্সনের *Men, Books and Birds* (1925) গ্রন্থে (পৃ ২৩৮) রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকার ও কবির সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উল্লিখিত আছে।

পত্র ১৭৮ ॥ *A Literary History of Persia*, 2 vols. (1902-06), E G Browne (1862-96) -লিখিত।

যাঁহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণপ্রায় উল্লেখ আছে তাঁহাদের নাম এই তালিকাভুক্ত করা হয় নাই ; যেমন, কবি দেবেন্দ্র সেন, জগদীশ বসু ইত্যাদি। এই তালিকায় উল্লিখিত অনেকের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো-কোনো ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহ করা যায় নাই।

অক্ষয়বাবু— অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ?

অবিনাশ— অবিনাশ চক্রবর্তী, বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র, জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

আশু— আশুতোষ চৌধুরী

উপেন্দ্রবাবু— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ঋষি, ঋষিবর— ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

কামিনী দেবী— কবি কামিনী রায়

গুরুদাস— গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ পুস্তক- প্রকাশক ও বিক্রেতা

চঞ্চল— চাঁচলের রাজা

চন্দ্রনাথবাবু— চন্দ্রনাথ বসু

ছোটবৌ— পত্নী মৃণালিনী দেবী

জর্জ ইউল— ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি

দীনেশবাবু— দীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিপু— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ

নদিদি— স্বর্ণকুমারী দেবী

নগেনবাবু— নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্র (পৃ ৭৭), 'আমার শ্যালক'— নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

নর্টন, ইয়ার্ডলে নর্টন— প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী

নাটোর— নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়

নীতু— নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পণ্ডিতমহাশয়— শিবধন বিদ্যার্ণব

প্রবোধ, প্রবোধচন্দ্র— প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক

প্রভাতকুমার— ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রমথবাবু, 'সন্তোষের প্রমথবাবু'— প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ময়মনসিং জেলায় সন্তোষের জমিদার ও কবি

বড়দাদা— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলু— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যার্ণব— শিবধন বিদ্যার্ণব

বিহারীবাবু— বিহারীলাল চক্রবর্তী

বেলা— জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা

বৈকুণ্ঠবাবু— বৈকুণ্ঠনাথ দাস, প্রদীপ মাসিক পত্রের প্রকাশক

মহিম— ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর

মেজদাদা— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদু চাটুয্যে— জমিদারির কর্মচারী

রথী— জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজনারায়ণবাবু— রাজনারায়ণ বসু

রাধারমণবাবু— রাধারমণ কর

রামানন্দবাবু— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রেণুকা — রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা

রেমিনি— **Edward Remenyi,** বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় বেহালাবাদক

লোকেন— লোকেন্দ্রনাথ পালিত

শরৎ— শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠ জামাতা

শৈলেশ— শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীশবাবু— শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সত্য— ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সমাজপতি— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সরলা— ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণী

সাহিত্যসম্পাদক— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সুরেন— সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরেশবাবু— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

Sophiaর সম্পাদক— ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

সংযোজন। পূর্ববর্তী পৃ ৩০৩-০৪

পত্র ৬৬। 'আমার একখানা নাটক'— রাজা ও রানী। 'এক মাসের অনধিক কালে সোলাপুরে রচিত' : ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ ২।

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্র-পত্রাবলীর অধিকাংশই প্রিয়নাথ সেনের পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছে। কয়েকখানি মূল পত্র শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। শ্রীপ্রমোদনাথ সেন অনুমান করেন রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি রক্ষিত হয় নাই।

গ্রন্থ বহুদূর মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর যে চিঠিগুলি সংগৃহীত হয়, তাহা 'সংযোজন' অংশে প্রকাশিত হইল।

প্রিয়নাথ সেন -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত যে কয়খানি চিঠি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে সেগুলিও ছাপা হইল। এইগুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অনুধাবন করিবার সহায়তা হইবে, আশা করা যায়। ইহার কয়েকখানি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। অপর চিঠিগুলির খসড়া বা প্রতিলিপি শ্রীপ্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত। উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নাথ সেনের সর্বশেষ চিঠিখানি অসম্পূর্ণ খসড়া মাত্র।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র পূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে— যেমন, প্রিয়নাথ সেনের রচনাসংগ্রহ 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের (১৩৪০) পরিশিষ্ট ; শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮ ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ ; 'পূর্ণিমা' পত্র, আশ্বিন ১৩৫০, বহরমপুর ; শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২ ; পূর্বাচল ; শারদীয় যুগান্তর ১৩৬৫। ভারতবর্ষ পত্রের ১৩৬৮ আষাঢ় ও শ্রাবণ -সংখ্যায় শ্রীপ্রমোদনাথ সেন -লিখিত 'প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে কতকগুলি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়নাথ সেন -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্র ইতিপূর্বে 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল।

চিঠিগুলি রচনাকাল-অনুযায়ী সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ; তাহার প্রধান বাধা— অনেকগুলি চিঠিতে কোনো তারিখ নাই, অনেকগুলি পত্রের বিষয়বস্তুও এমন নয় যাহা হইতে তারিখ অনুমান করা যায়। কতকগুলি চিঠিতে কোনো অনুমিত তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি নানা কারণে আশা করা যায় যে— যে পর্যায়ে পত্রগুলি বসানো হইয়াছে রচনাকাল তাহা হইতে বহুদূরবর্তী নহে।

পত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে তারিখের অনুমান-বিষয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকানাই সামন্ত সংকলয়িতাকে একান্তভাবে সহায়তা করিয়াছেন। বিভিন্ন পত্রে সংক্ষেপে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ-অধীত বিদেশী লেখকের গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম ও প্রকাশ-কাল, গ্রন্থকারদের নাম ও জন্ম -মৃত্যু-সময় শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সন্ধান-পূর্বক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত কতকগুলি তথ্যের আহরণে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্যের বিশেষ আনুকূল্য পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতেও বহু সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত সাহিত্যসাধকচরিতমালা হইতে, গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত কোনো কোনো সাহিত্যিকের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ লওয়া হইয়াছে এবং অন্য কোনো কোনো তথ্যও পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা দেখিতে দিয়াছেন।

১৯৬৩

বর্তমান সংস্করণে সংযোজন : শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র [১৮৯৯]।

বর্জিত পাঠের পুনরুদ্ধার এবং কিছু মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত।

১৯৯২

চিঠির সংখ্যা এবং চিঠির শীর্ষদেশে ডান দিকে ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ইংরেজি তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা পত্রের অংশ নহে; ইংরেজি তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিঠির বাংলা তারিখ -অনুযায়ী। কতক ক্ষেত্রে পোস্ট্‌মার্ক্‌ হইতে ঐ তারিখ লওয়া হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে তারিখটি তারকাচিহ্নিত। তারকাচিহ্ন যে স্থলে তারিখের পরে আছে, সে ক্ষেত্রে চিঠি বিলির তারিখ বুঝিতে হইবে; যে ডাকঘর হইতে বিলি হইয়াছে তাহার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। তারিখের পূর্বে তারকাচিহ্ন থাকিলে চিঠি ডাকে দিবার তারিখ বুঝিতে হইবে; ডাকঘরের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে।

প-চিহ্নিত তারিখও পোস্ট্‌মার্ক হইতে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল পোস্ট্‌-মার্কের তারিখ কেহ লিখিয়া রাখেন, তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে— খামগুলি দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

ডাকঘরের ছাপের পাঠোদ্ধার না হইয়া থাকিলে বা প-চিহ্নিত তারিখের সহিত উহার উল্লেখ পূর্বাবধি না থাকিলে, কেবল তারিখই সংকলিত হইয়াছে।

তৃতীয়-বন্ধনী-বেষ্টিত ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত তারিখ অনুমান-প্রসূত। অনুমান সংশয়াতীত না হইলে জিজ্ঞাসাচিহ্ন-যুক্ত।

পত্রমধ্যে মুদ্রিত তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত শব্দ বা শব্দাবলী, জীর্ণতা-হেতু পত্রের যে অংশ দুষ্পাঠ্য, তাহা হইতে অনুমিত। যে-সকল ক্ষেত্রে পত্র অচ্ছিন্ন এবং স্পষ্ট, অথচ অর্থবোধের জন্য কোনো শব্দের প্রয়োজন, বিবেচনামত উপযোগী শব্দ তৃতীয় বন্ধনী-মধ্যে, অধিকন্তু উদ্‌ধৃতিচিহ্ন-যোগে, মুদ্রিত হইয়াছে।

—

মূল্য ৮০·০০ টাকা